Contents

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
১১তম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
জানুয়ারী ২০০৮

Contents

মাসিক

আত-তাহরীক
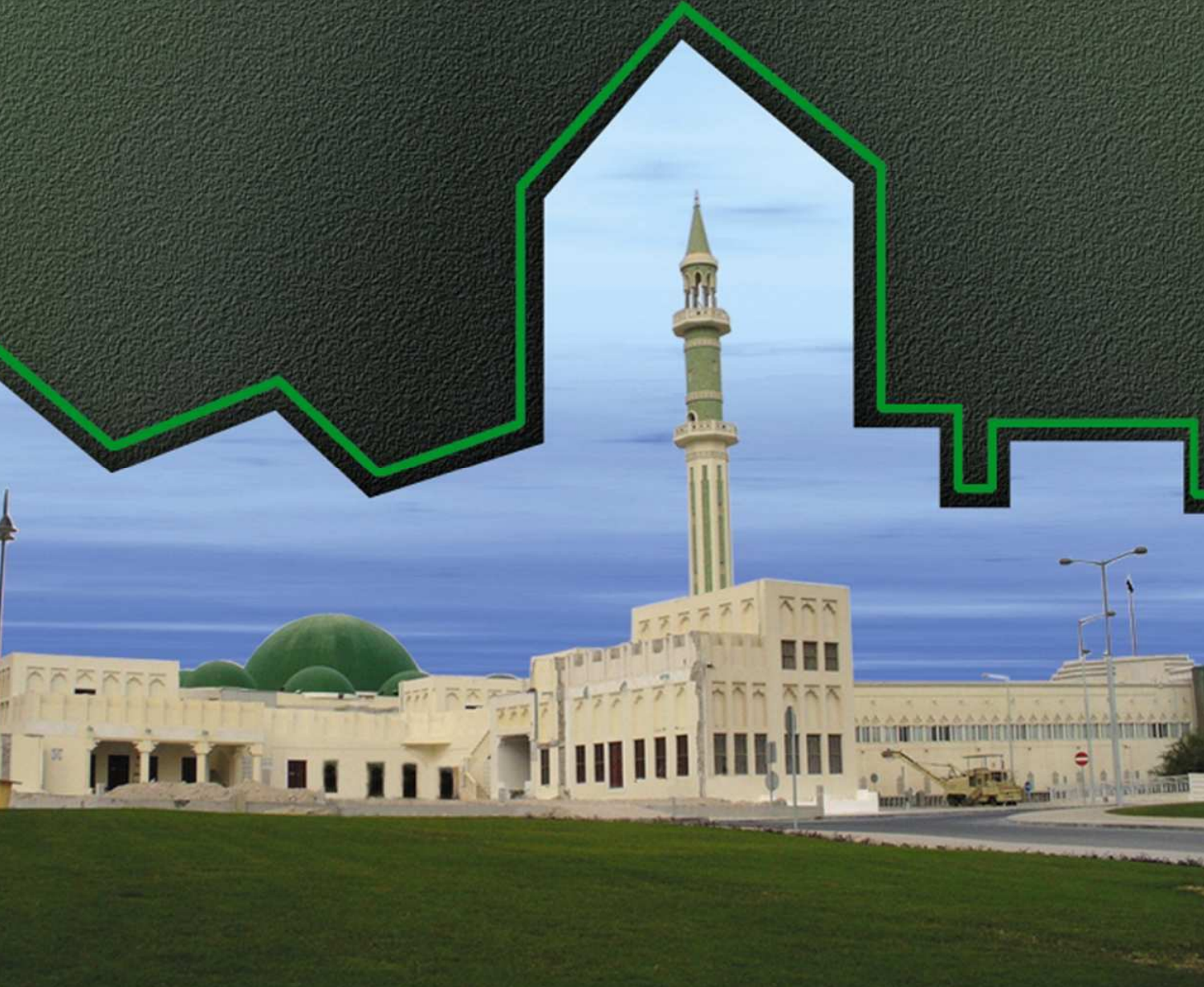
১১তম বর্ষ জানুয়ারী ২০০৮ ইং ৪র্থ সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

বেনজিরের হত্যাকাণ্ডঃ অশান্তির দাবানলে জ্বলছে পাকিস্তান

পাকিস্তানের প্রভাবশালী ভুট্টো পরিবারের কর্ণধার, 'পাকিস্তান পিপলস পার্টি' (পিপিপি) প্রধান, দীর্ঘদিন নির্বাসনে থাকার পর সদ্য দেশে প্রত্যাবর্তনকারী, সেদেশের দুই দুইবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টো গত ২৭ ডিসেম্বর রাজধানী শহর ইসলামাবাদের নিকটবর্তী সেনা আচ্ছাদিত রাওয়ালপিন্ডির লিয়াকতবাগের এক নির্বাচনী জনসমাবেশে আততায়ীর গুলিতে নির্মমভাবে নিহত হয়েছেন। আত্মঘাতী হামলাকারী গুলি করার পর বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। এতে ঘটনাস্থলে আরো বিশজন নিহত হয়। আহত হয় শত শত মানুষ। বেনজিরকে তাৎক্ষণিকভাবে রাওয়ালপিন্ডি জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অতঃপর স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৬-১৫ মিনিটে উক্ত হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। উল্লেখ্য, দীর্ঘ ৮ বছর দুবাইয়ে নির্বাসনে থাকার পর গত ১৮ অক্টোবর বেনজির দেশে ফিরেন। ১৯৮৮ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত দু'দফায় ৫ বছর তিনি সে দেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তার ছোট ভাই মোর্তজা ভুট্টোও ১৯৯৬ সালে আততায়ীর গুলীতে নিহত হয়। আরেক ছোট ভাই শাহনেওয়াজের রহস্যজনক মৃত্যু ঘটে ফ্রান্সে ১৯৮৫ সালে। আর বেনজিরের পিতা পাকিস্তানের শীর্ষ রাজনীতিবিদ, অর্ধশতাব্দীর বহু উত্থান-পতনের সাক্ষী জুলফিকার আলী ভুট্টোকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে জেনারেল জিয়াউল হক ১৯৭৯ সালের ৪ এপ্রিল ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড দেন।

বেনজিরের হত্যাকাণ্ডে পুরো পাকিস্তান জুড়েই সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। ভাংচুর আর অগ্নিসংযোগে সর্বত্র এক বিভিষিকাময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত অর্ধশতাধিক ব্যক্তির প্রাণহানি ঘটে। ১৭৬টি ব্যাংকে অগ্নিসংযোগ করা হয় এবং ২৬টি ভস্মীভূত হয়। ৩৬টি থানা ও ৪৩টি গ্যাস স্টেশন পুড়িয়ে দেয়া হয়। শত শত মোটর গাড়ীতে, ৭২টি ট্রেনের বগিতে এবং ১৮টি রেলওয়ে স্টেশনেও অগ্নিসংযোগ করা হয়। ভাংচুর করা হয় ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ (কায়েদ)-এর ১৫৮টি অফিস সহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা।

বেনজির হত্যাকাণ্ডের পর বিশ্বব্যাপী জোরেসোরে যে প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়েছে সেটি হল বেনজিরের হত্যাকারী কে? পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফ বেনজিরের হত্যাকাণ্ডের জন্য আল-কায়েদাকে দায়ী করে নিজের দায়িত্ব এড়ানোর প্রাণান্ত চেষ্টা করেছেন। এ প্রসঙ্গে সরকারের পক্ষ থেকে একাধিক মত ব্যক্ত করা হয়েছে। যেমন- বোমার স্প্রিন্টারের আঘাতে বেনজিরের মৃত্যু হয়েছে, গলায় বন্দুকের গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছেন, বোমা প্রুফ কারের উপর দিয়ে মাথা বের করে জনতাকে অভিনন্দন জানানোর সময় গুলি ও বোমার প্রচণ্ড শব্দে বেনজির গাড়ীর ভিতরে লুকানোর সময় মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন ইত্যাদি। বক্তব্য তিনটির স্ববিরোধিতাই এর অসারতা প্রমাণ করে। বক্তব্যগুলির মধ্যেই লুকোচুরির ভাব ফুটে উঠেছে। তবে এ বিষয়ে মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে বেনজির তার মার্কিন বন্ধু মার্ক সিজেলকে পাঠানো ই-মেইল বার্তায় লিখেছেন যে, 'আকস্মাৎ কোন অপঘাতে তার মৃত্যু হ'লে মোশাররফকেই দায়ী করবেন তিনি। কেননা সরকার তাকে যথাযথ নিরাপত্তা দিচ্ছে না'। তাছাড়া সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায় যে, ঘটনার দিন ২৭ ডিসেম্বর রাতে পাকিস্তান সফররত দু'জন মার্কিন কংগ্রেসম্যানের কাছে সামরিক গোয়েন্দা বাহিনীর ভোট কারচুপির নীল নকশা হস্তান্তরের কথা ছিল বেনজিরের। কিন্তু তার ৫ ঘন্টা আগেই নিহত হন তিনি। তার মৃত্যু সংক্রান্ত রাওয়ালপিণ্ডি জেনারেল হাসপাতালের নথিপত্রও উধাও করা হয়েছে, হত্যাকাণ্ডের কিছুক্ষণ পরই পানি দিয়ে অকুস্থল পরিষ্কার করে সকল আলামত নষ্ট করা হয়েছে। এমনকি তাঁর লাশের ময়না তদন্তও করা হয়নি। কিন্তু কেন একের পর এক এই প্রশ্নবিদ্ধ পদক্ষেপ নেওয়া হ'ল?

অপরদিকে বর্তমান বিশ্বের একক পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্র প্রেসিডেন্ট মোশাররফের সাথে তাল মিলিয়ে অনুরূপ তদন্ত ছাড়াই তার সভাব সুলভ নিয়মে আল-কায়েদাকে অভিযুক্ত করেছে। অখ্যাত একটি টিভি চ্যানেল থেকে এ জাতীয় একটি স্বীকারোক্তিও দু'একবার প্রচার করা হয়েছিল। তবে এটি ধোপে টিকেনি। পরক্ষণেই আল-কায়েদার পক্ষ থেকে এর দায়-দায়িত্ব অস্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু এরইমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের দুরভিসন্ধিও প্রকাশ পেয়েছে। কেননা তাদের নিকটে বেনজির হত্যাকাণ্ডের চেয়ে কয়েকধাপ বেশী গুরুত্ব পেয়েছে পাকিস্তানের আণবিক বোমার নিরাপত্তা প্রসঙ্গ। পাকিস্তানের পারমাণবিক স্থাপনা তালেবানদের হাতে চলে যেতে পারে এ অজুহাত খাড়া করে সে দেশের পারমাণবিক স্থাপনার দায়-দায়িত্ব যুক্তরাষ্ট্রের হাতে তুলে দেওয়ার দাবী উত্থাপন করা হয়েছে। পশ্চিমা বিভিন্ন মিডিয়াতে এটি বেশ গুরুত্বের সাথে প্রচারও হয়েছে। কিন্তু এটি যে যেকোন ভাবে পাকিস্তানে ঘাঁটি স্থাপন করার একটি সুনির্দিষ্ট কৌশল তা বুঝতে কারো বাকী নেই। কেননা যুক্তরাষ্ট্রের চরিত্রই মিথ্যা ও ছলচাতুরীতে পরিপূর্ণ। চোরকে চুরি করতে বলে গৃহস্থকে সজাগ থাকতে বলার নীতি তাদের নতুন নয়। অশান্তির অনল জ্বালিয়ে দিয়ে এরা ফায়দা লুটতে চায় সর্বত্র। ইরাক, আফগানিস্তান, ফিলিস্তীন, কাশ্মীর, চেচনিয়া, কসোভোর অতীত ইতিহাসই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এমনকি রাশিয়ার বিরুদ্ধে আজকের তালেবানদের 'ক্রিয়েট' করেছিল খোদ যুক্তরাষ্ট্রই। আবার রাশিয়ার আফগানিস্তান ত্যাগের পর তালেবানদের নিঃশেষও করছে যুক্তরাষ্ট্র। অতএব দক্ষিণ এশিয়ার শান্তিকামী সরকার প্রধানদের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে এবং ষড়যন্ত্রের চোরাগলি দিয়ে যেন কোন স্বার্থান্ধ গোষ্ঠী দেশে প্রবেশ করতে না পারে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

প্রেসিডেন্ট মোশাররফ ও প্রেসিডেন্ট বুশের তাৎক্ষণিক অভিন্ন বক্তব্য রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহলকে ভাবিয়ে তুলেছে। বেনজিরের হত্যাকারী কে এ প্রশ্ন রহস্যাবৃত থাকলেও এ কথা প্রায় অবিদিত যে, পৃথিবীর বড় বড় হত্যাকাণ্ডের পিছনে নেপথ্য নায়ক হিসাবে কাজ করে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থাকা একটি বিশেষ শক্তিশালী শ্রেণী। আর এ কাজে ব্যবহার করা হয় তাদের সৃষ্টি করা কোন সন্ত্রাসী গোষ্ঠীকে। বেনজিরের ক্ষেত্রেও হয়ত এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। তবে আজকে যারা বেনজির হত্যার পরিকল্পনাকারী, সহায়তাকারী বা সফল মার্ডারার তারাও যে একদিন একই চক্রজালে পতিত হবে না তারইবা নিশ্চয়তা কোথায়? ইতিহাসের নিষ্ঠুর বাস্তবতা তো এমনিই। অতএব সাবধান মুসলিম বিশ্বের নেতৃবৃন্দ!

পরিশেষে আমরা এই বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই। আমরা মনে করি পাকিস্তান সরকারের উচিত যত দ্রুত সম্ভব অপরাধীকে খুঁজে বের করা এবং এর নেপথ্য-নায়কদের বের করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা। বেনজিরের মত আর কোন রাজনৈতিক নেতাকে যেন প্রাণ দিতে না হয়। পাকিস্তানে শান্তি ও স্থিতীশিলতা ফিরে আসুক আমরা এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন-আমীন!

আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

আল্লাহ পাক বার মাসের চারটি মাসকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন। সে চারটি মাস হ'ল মুহাররম, রজব, যুলক্বা'দাহ ও যুলহিজ্জাহ। অন্যভাবে বললে বলা যায় যে, যুলক্বা'দাহ হ'তে মুহাররম পর্যন্ত একটানা তিন মাস। অতঃপর পাঁচ মাস বিরতি দিয়ে 'রজব' মাস। এভাবে বছরের এক তৃতীয়াংশ তথা 'চার মাস' হ'ল 'হরম' বা সম্মানিত মাস। লড়াই-ঝগড়া, খুন-খারাবী ইত্যাদি অন্যায়-অপকর্ম হ'তে দূরে থেকে এর মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা প্রত্যেক মুসলমানের ধর্মীয় কর্তব্য। যেমন আল্লাহ বলেন, فَلاَ تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ أَنْفُسَكُمْ، 'এই মাসগুলিতে তোমরা পরস্পরের উপরে অত্যাচার কর না' *(তওবা ৩৬)*।

ফযীলতঃ

১. হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ، 'রামাযানের পরে সর্বোত্তম ছিয়াম হ'ল মুহাররম মাসের ছিয়াম অর্থাৎ আশূরার ছিয়াম এবং ফরয ছালাতের পরে সর্বোত্তম ছালাত হ'ল রাতের নফল ছালাত' অর্থাৎ তাহাজ্জুদের ছালাত।[১]

২. হযরত আবু ক্বাতাদাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, .. و صِيَامُ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِى قَبْلَهُ، 'আশূরা বা ১০ই মুহাররমের ছিয়াম আমি আশা করি আল্লাহ্‌র নিকটে বান্দার বিগত এক বছরের (ছগীরা) গোনাহের কাফফারা হিসাবে গণ্য হবে'।[২]

৩. আয়েশা (রাঃ) বলেন,

كَانَ يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ يَوْمًا تَصُوْمُهُ قُرَيْشٌ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُوْمُهُ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ قَالَ: مَنْ شَآءَ صَامَهُ وَ مَنْ شَآءَ تَرَكَهُ،

'জাহেলী যুগে কুরায়েশগণ আশূরার ছিয়াম পালন করত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও তা পালন করতেন। মদীনায় হিজরতের পরেও তিনি পালন করেছেন এবং লোকদেরকে তা পালন করতে বলেছেন। কিন্তু (২য় হিজরী সনে) যখন রামাযান মাসের ছিয়াম ফরয হ'ল, তখন তিনি বললেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছা কর আশূরার ছিয়াম পালন কর এবং যে ব্যক্তি ইচ্ছা কর তা পরিত্যাগ কর'।[৩]

৪. মু'আবিয়া বিন আবু সুফিয়ান (রাঃ) মদীনার মসজিদে নববীতে খুৎবা দানকালে বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, إِنَّ هَذَا يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ ولَمْ يَكْتُبِ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ و أَنَا صَائِمٌ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ و مَنْ شآءَ فَلْيُفْطِرْ– 'আজ আশূরার দিন। এদিনের ছিয়াম তোমাদের উপরে আল্লাহ ফরয করেননি। তবে আমি ছিয়াম রেখেছি। এক্ষণে তোমাদের মধ্যে যে ইচ্ছা কর ছিয়াম পালন কর, যে ইচ্ছা কর পরিত্যাগ কর'।[৪]

৫. (ক) আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় হিজরত করে ইহুদীদেরকে আশূরার ছিয়াম রাখতে দেখে কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা বলেন,

هَذَا يَوْمٌ عِظِيْمٌ أَنْجَى اللهُ فِيْهِ مُوْسَى وَقَوْمَهُ وَغَرَّقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ فَصَامَ مُوْسَى شُكْرًا فَنَحْنُ نَصُوْمُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوْسَى مِنْكُمْ فَصَامَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ– (ص)

'এটি একটি মহান দিন। এদিনে আল্লাহ পাক মূসা (আঃ) ও তাঁর কওমকে নাজাত দিয়েছিলেন এবং ফেরা'আউন ও তার লোকদের ডুবিয়ে মেরেছিলেন। তার শুকরিয়া হিসাবে মূসা (আঃ) এ দিন ছিয়াম পালন করেছেন। অতএব আমরাও এ দিন ছিয়াম পালন করি। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমাদের চাইতে আমরাই মূসা (আঃ)-এর (আদর্শের) অধিক হকদার ও অধিক দাবীদার। অতঃপর তিনি ছিয়াম রাখেন ও সকলকে রাখতে বলেন' (যা পূর্ব থেকেই তাঁর রাখার অভ্যাস ছিল)।[৫]

(খ) আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে যে, আশূরার দিনকে ইহুদীরা ঈদের দিন হিসাবে মান্য করত। এ দিন তারা তাদের স্ত্রীদের অলংকার ও উত্তম পোষাকাদি পরিধান করাতো'।[৬]

(গ) ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, লোকেরা বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ইহুদী ও নাছারাগণ ১০ই মুহাররম আশূরার দিনটিকে সম্মান করে। তখন

১. *মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩৯ 'নফল ছিয়াম' অনুচ্ছেদ; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/১৯৪১।*
২. *মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪৪; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/১৯৪৬।*
৩. *বুখারী ফাৎহুল বারী সহ (কায়রোঃ ১৪০৭/১৯৮৭), হা/২০০২ 'ছওম' অধ্যায়।*
৪. *বুখারী, ফাৎহসহ হা/২০০৩; মুসলিম, হা/১১২৯ 'ছিয়াম' অধ্যায়।*
৫. *মুসলিম হা/১১৩০।*
৬. *মুসলিম হা/১১৩১; বুখারী ফাৎহ সহ হা/২০০৪।*

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَآءَ اللهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ، وفىرواية : لَئِنْ بَقِيْتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُوْمَنَّ التَّاسِعَ– ‘আগামী বছর বেঁচে থাকলে ইনশাআল্লাহ আমরা ৯ই মুহাররম সহ ছিয়াম রাখব’। রাবী বলেন, কিন্তু পরের বছর মুহাররম আসার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়ে যায়।[৭]

৬. আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত অন্য এক হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, صُوْمُوْا يَوْمَ عَاشُوْرَآءَ وَ خَالِفُوا الْيَهُوْدَ وَصُوْمُوْا قَبْلَهُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا– ‘তোমরা আশূরার দিন ছিয়াম রাখ এবং ইহুদীদের খেলাফ কর। তোমরা আশূরার সাথে তার পূর্বে একদিন বা পরে একদিন ছিয়াম পালন কর’।[৮]

উপরোক্ত হাদীছ সমূহ পর্যালোচনা করলে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠে। যেমন-

(১) আশূরার ছিয়াম ফের'আউনের কবল থেকে নাজাতে মূসার (আঃ) শুকরিয়া হিসাবে পালিত হয়।

(২) এই ছিয়াম মূসা, ঈসা ও মুহাম্মাদী শরী'আতে চালু ছিল। আইয়ামে জাহেলিয়াতেও আশূরার ছিয়াম পালিত হ'ত।

(৩) ২য় হিজরীতে রামাযানের ছিয়াম ফরয হওয়ার আগ পর্যন্ত এই ছিয়াম সকল মুসলমানের জন্য পালিত নিয়মিত ছিয়াম হিসাবে গণ্য হ'ত।

(৪) রামাযানের ছিয়াম ফরয হওয়ার পরে এই ছিয়াম ঐচ্ছিক ছিয়ামে পরিণত হয়। তবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিয়মিত এই ছিয়াম ঐচ্ছিক হিসাবেই পালন করতেন। এমনকি মৃত্যুর বছরেও পালন করতে চেয়েছিলেন।

(৫) এই ছিয়ামের ফযীলত হিসাবে বিগত এক বছরের গোনাহ মাফের কথা বলা হয়েছে। এত বেশী নেকী আরাফার দিনের নফল ছিয়াম ব্যতীত অন্য কোন নফল ছিয়ামে নেই।

(৬) আশূরার ছিয়ামের সাথে হুসায়েন বিন আলী (রাঃ)-এর জন্ম বা মৃত্যুর কোন সম্পর্ক নেই। হুসায়েন (রাঃ)-এর জন্ম মদীনায় ৪র্থ হিজরীতে এবং মৃত্যু ইরাকের কূফা নগরীর নিকটবর্তী কারবালায় ৬১ হিজরীতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর ৫০ বছর পরে হয়।[৯]

মোট কথা আশূরায়ে মুহাররমে এক বা দু'দিন স্রেফ নফল ছিয়াম ব্যতীত আর কিছুই করার নেই। শাহাদতে হুসায়েনের নিয়তে ছিয়াম পালন করলে ছওয়াব পাওয়া যাবে না। কারণ কারবালার ঘটনার ৫০ বছর পূর্বেই ইসলাম পরিপূর্ণতা লাভ করেছে এবং অহি-র আগমন বন্ধ হয়ে গেছে।

আশূরার বিদ'আত সমূহঃ

আশূরায়ে মুহাররম আমাদের দেশে শোকের মাস হিসাবে আগমন করে। শী'আ, সুন্নী সকলে মিলে অগণিত শিরক ও বিদ'আতে লিপ্ত হয়। কোটি কোটি টাকার অপচয় হয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের নামে। সরকারী ছুটি ঘোষিত হয় ও সরকারীভাবে বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদি পালিত হয়। হুসায়েনের ভূয়া কবর তৈরী করে রাস্তায় তা'যিয়া বা শোক মিছিল করা হয়। ঐ ভূয়া কবরে হুসায়েনের রূহ হাযির হয় ধারণা করে তাকে সালাম করা হয়। তার সামনে মাথা ঝুকানো হয়। সেখানে সিজদা করা হয়, মনোবাঞ্ছা পূরণ করার জন্য প্রার্থনা করা হয়। মিথ্যা শোক প্রদর্শন করে বুক চাপড়ানো হয়, বুকের কাপড় ছিঁড়ে ফেলা হয়। 'হায় হোসেন' 'হায় হোসেন' বলে মাতম করা হয়। রক্তের নামে লাল রং ছিটানো হয়। রাস্তা-ঘাট রং-বেরং সাজে সাজানো হয়। লাঠি-তীর-বল্লম নিয়ে যুদ্ধের মহড়া দেওয়া হয়। হুসায়েনের নামে কেক ও পাউরুটি বানিয়ে 'বরকতের পিঠা' বলে বেশী দামে বিক্রি করা হয়। হুসায়েনের নামে 'মোরগ' পুকুরে ছুঁড়ে ফেলে যুবক-যুবতীরা পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঐ 'বরকতের মোরগ' ধরার প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠে। সুসজ্জিত অশ্বারোহী দল মিছিল করে কারবালা যুদ্ধের মহড়া দেয়। কালো পোষাক পরিধান বা কালো ব্যাজ ধারণ করা হয় ইত্যাদি। এমনকি অনেকে শোকের মাস ভেবে এই মাসে বিবাহ-শাদী করা অন্যায় মনে করে থাকেন। ঐ দিন অনেকে পানি পান করা এমনকি শিশুর দুধ পান করানোকেও অন্যায় ভাবেন।

অপরদিকে উগ্র শী'আরা কোন কোন ইমাম বাড়া'তে আয়েশা (রাঃ)-এর নামে বেঁধে রাখা একটি বকরীকে লাঠিপেটা করে ও অস্ত্রাঘাতে রক্তাক্ত করে বদলা নেয় ও উল্লাসে ফেটে পড়ে। তাদের ধারণা মতে আশেয়া (রাঃ)-এর পরামর্শক্রমেই আবুবকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অসুখের সময় জামা'আতে ইমামতি করেছিলেন ও পরে খলীফা নির্বাচিত হয়েছিলেন। সেকারণ আলী (রাঃ) খলীফা হ'তে পারেননি (নাঊযুবিল্লাহ)। ওমর, ওছমান, মু'আবিয়া, মুগীরা বিন শো'বা (রাঃ) প্রমুখ জলীলুল ক্বদর ছাহাবীকে এ সময় বিভিন্নভাবে গালি দেওয়া হয়।

এ ছাড়াও রেডিও-টিভি, পত্র-পত্রিকা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একথা

---

৭. মুসলিম হা/১১৩৪।

৮. বায়হাক্বী ৪র্থ খণ্ড ২৮৭ পৃঃ। বর্ণিত অত্র রেওয়ায়াতটি 'মরফূ' হিসাবে ছহীহ নয়, তবে 'মওকূফ' হিসাবে 'ছহীহ'। দ্রঃ হাশিয়া ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/২০৯৫, ২/২৯০ পৃঃ। অতএব ৯, ১০ বা ১০, ১১ দু'দিন ছিয়াম রাখা উচিত। তবে ৯, ১০ দু'দিন রাখাই সর্বোত্তম।

৯. ইবনু হাজার, আল-ইছাবাহ আল-ইস্তী'আব সহ (কায়রোঃ মাকতাবা ইবনে তায়মিয়াহ, ১ম সংস্করণ, ১৩৮৯/১৯৬৯), ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৪৮, ২৫৩।

বুঝাতে চেষ্টা করে যে, আশূরায়ে মুহাররমের মূল বিষয় হ'ল শাহাদাতে হুসায়েন (রাঃ) বা কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা। চেষ্টা করা হয় এটাকে 'হক্ব ও বাতিলের' লড়াই হিসাবে প্রমাণ করতে। চেষ্টা করা হয় হুসায়েনকে 'মা'ছূম' ও ইয়াযীদকে 'মাল'ঊন' প্রমাণ করতে। অথচ প্রকৃত সত্য এসব থেকে অনেক দূরে।

আশূরা উপলক্ষ্যে প্রচলিত উপরোক্ত বিদ'আতী অনুষ্ঠানাদির কোন অস্তিত্ব এবং অশুদ্ধ আক্বীদা সমূহের কোন প্রমাণ ছাহাবায়ে কেরামের যুগে পাওয়া যায় না। আল্লাহ ব্যতীত কাউকে সিজদা করা যেমন হারাম, তা'যিয়ার নামে ভূয়া কবর যেয়ারত করাও তেমনি মুর্তিপূজার শামিল। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَنْ زَارَ قَبْـرًا بِـلاَ مَقْبُـوْرٍ كَأَنَّمَـا عَبَـدَ الـصَّنَمَ، 'যে ব্যক্তি লাশ ছাড়াই ভূয়া কবর যেয়ারত করল, সে যেন মুর্তিকে পূজা করল'।[১০]

এতদ্ব্যতীত কোনরূপ শোকগাথা বা মর্সিয়া অনুষ্ঠান বা শোক মিছিল ইসলামী শরী'আতের পরিপন্থী। কোন কবর বা সমাধিসৌধ, শহীদ মিনার বা স্মৃতি সৌধ, শিখা অনির্বাণ বা শিখা চিরন্তন ইত্যাদিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করাও একই পর্যায়ে পড়ে।

অনুরূপভাবে সবচেয়ে বড় কবীরা গোনাহ হ'ল ছাহাবায়ে কেরামকে গালি দেওয়া। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لاَتَسُبُّوا أَصْحَابِى فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَنَـصِيْفَهُ، 'তোমরা আমার ছাহাবীগণকে গালি দিয়ো না। কেননা (তাঁরা এমন উচ্চ মর্যাদার অধিকারী যে,) তোমাদের কেউ যদি ওহোদ পাহাড় পরিমাণ সোনাও আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করে, তবুও তাঁদের এক মুদ বা অর্ধ মুদ অর্থাৎ সিকি ছা' বা তার অর্ধেক পরিমাণ (যব খরচ)-এর সমান ছওয়াব পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না'।[১১]

শোকের নামে দিবস পালন করা, বুক চাপড়ানো ও মাতম করা ইসলামী রীতি নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُـدُوْدَ وَشَـقَّ الْجُيُـوْبَ وَدَعَـا بِـدَعْوَى الْجَاهِلِيَّـةِ، 'ঐ ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে ব্যক্তি শোকে নিজ মুখে মারে, কাপড় ছিঁড়ে ও জাহেলী যুগের ন্যায় মাতম করে'।[১২]

অন্য হাদীছে এসেছে যে, 'আমি ঐ ব্যক্তি হ'তে দায়িত্ব মুক্ত, যে ব্যক্তি শোকে মাথা মুণ্ডন করে, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদে ও কাপড় ছিঁড়ে'।[১৩]

অধিকন্তু ঐসব শোক সভা বা শোক মিছিলে বাড়াবাড়ি করে সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তার পার্থক্য মিটিয়ে দিয়ে হুসায়েনের কবরে রূহের আগমন কল্পনা করা, সেখানে সিজদা করা, মাথা ঝুঁকানো, প্রার্থনা নিবেদন করা ইত্যাদি পরিষ্কারভাবে শিরক।

বিদ'আতের সূচনাঃ

আব্বাসীয় খলীফা মুত্বী' বিন মুক্বতাদিরের সময়ে (৩৩৪-৩৬৩হিঃ/৯৪৬-৯৭৪খৃঃ) তাঁর কট্টর শী'আ আমীর আহমাদ বিন বূইয়া দায়লামী ওরফে 'মুইযযুদ্দৌলা' ৩৫১ হিজরীর ১৮ই যিলহজ্জ তারিখে বাগদাদে ওছমান (রাঃ)-এর শাহাদত বরণের তারিখকে তাদের হিসাবে খুশীর দিন মনে করে 'ঈদের দিন' (عيد غدير خم) হিসাবে ঘোষণা করেন। শী'আদের নিকটে এই দিনটি পরবর্তীতে ঈদুল আযহার চাইতেও গুরুত্ব পায়। অতঃপর ৩৫২ হিজরীর শুরুতে ১০ই মুহাররমকে তিনি 'শোক দিবস' ঘোষণা করেন এবং সকল দোকান-পাট, ব্যবসা-বাণিজ্য, অফিস-আদালত বন্ধ করে দেন ও মহিলাদেরকে শোকে চুল ছিঁড়তে, চেহারা কালো করতে, রাস্তায় নেমে শোকগাথা গেয়ে চলতে বাধ্য করেন। শহর ও গ্রামের সর্বত্র সকলকে শোক মিছিলে যোগদান করতে নির্দেশ দেন। শী'আরা খুশী মনে এই নির্দেশ পালন করে। কিন্তু সুন্নীরা চুপ হয়ে যান। পরে সুন্নীদের উপরে এই ফরমান জারি করা হ'লে ৩৫৩ হিজরীতে উভয় দলে ব্যাপক সংঘর্ষ বেধে যায়। ফলে বাগদাদে তীব্র নাগরিক অসন্তোষ ও সামাজিক অশান্তির সৃষ্টি হয়।[১৪]

বলা বাহুল্য বাগদাদের সুন্নী খলীফার শক্তিশালী শী'আ আমীর মুইযযুদ্দৌলার চালু করা এই বিদ'আতী রীতির ফলশ্রুতিতে আজও ইরাক, ইরান, পাকিস্তান ও ভারত সহ বিভিন্ন মুসলিম এলাকায় আশূরার দিনে চলছে শী'আ-সুন্নী পরস্পরে গোলযোগ ও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ।

হক ও বাতিলের লড়াই?

কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা যেকোন নিরপেক্ষ মুমিনের হৃদয়কে ব্যথিত করে। কিন্তু তাই বলে এটাকে হক ও বাতিলের লড়াই বলে আখ্যায়িত করা চলে কি? যদি তাই করতে হয়, তবে হোসায়েন (রাঃ)-কে কূফায় যেতে বারবার নিষেধকারী এবং ইয়াযীদের (২৭-৬৪হিঃ) হাতে আনুগত্যের বায়'আত গ্রহণকারী বাকী সকল ছাহাবীকে

---

১০. বায়হাক্বী, ত্বাবারাণী; গৃহীতঃ আওলাদ হাসান কান্নৌজী 'রিসালাতু তাম্বীহিয যা-ল্লীন' বরাতেঃ ছালাহুদ্দীন ইউসুফ 'মাহে মুহাররম ও মউজূদাহ মুসলমান' (লাহোরঃ ১৪০৬ হিঃ), পৃঃ ১৫।

১১. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৯৯৮ 'ছাহাবীগণের মর্যাদা' অনুচ্ছেদ; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৫৭৫৪।

১২. বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/১৭২৫ 'জানাযা' অধ্যায়।

১৩. বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/১৭২৬।

১৪. ইবনুল আছীর, তারীখ, ৮/১৮৪ পৃঃ; গৃহীতঃ মাহে মুহাররম পৃঃ ১৮-২০।

আমরা কি বলব? যাঁরা হোসায়েন (রাঃ) নিহত হওয়ার পরেও কোনরূপ প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ গড়ে তোলেননি। মু'আবিয়া (রাঃ)-এর মৃত্যুর পরে ঐ সময়ে জীবিত প্রায় ৬০ জন ছাহাবীসহ তৎকালীন ইসলামী বিশ্বের প্রায় সকল কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ পরবর্তী খলীফা হিসাবে ইয়াযীদের হাতে বায়'আত করেন।[১৫]

কেবলমাত্র মদীনার চারজন ছাহাবী বায়'আত নিতে বাকী ছিলেন। আব্দুল্লাহ বিন ওমর, আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস, আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের ও হুসায়েন বিন আলী (রাঃ)। প্রথমোক্ত দু'জন পরে বায়'আত করেন। শেষোক্ত দু'জন গড়িমসি করলে আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) তাঁদেরকে লক্ষ্য করে বলেন, إِتَّقِيَا اللهَ وَلاَ تَفَرَّقَا بَيْنَ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِيْنَ، 'আপনারা আল্লাহকে ভয় করুন! মুসলিম উম্মাহ্‌র মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করবেন না'।[১৬]

হুসায়েন (রাঃ) ও আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের (রাঃ) দু'জনেই মদীনা থেকে মক্কায় চলে যান। সেখানে কূফা থেকে দলে দলে লোক এসে হুসায়েন (রাঃ)-কে কূফায় যেয়ে তাদের আনুগত্যের বায়'আত গ্রহণ করতে অনুরোধ করতে থাকে। কূফায় নেতাদের কাছ থেকে ১৫০টি লিখিত অনুরোধ পত্র তাঁর নিকটে পৌছে।[১৭] তিনি স্বীয় চাচাতো ভাই মুসলিম বিন আক্বীল (রাঃ)-কে কূফায় প্রেরণ করেন। সেখানে ১২ থেকে ১৮ হাযার লোক হুসায়েনের পক্ষে মুসলিম-এর হাতে আনুগত্যের বায়'আত গ্রহণ করে। মুসলিম বিন আক্বীল (রাঃ) সরল মনে হুসায়েন (রাঃ)-কে কূফায় আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে পত্র পাঠান। সেই পত্র পেয়ে হুসায়েন (রাঃ) হজ্জের একদিন পূর্বে সপরিবারে মক্কা হ'তে কূফা অভিমুখে রওয়ানা হন। হুসায়েন (রাঃ)-এর আগমনের খবর জানতে পেরে কূফার গভর্ণর নু'মান বিন বাশীর (রাঃ) জনগণকে ডেকে বিশৃংখলা না ঘটাতে উপদেশ দেন। কোনরূপ কঠোরতা প্রয়োগ করা হ'তে তিনি বিরত থাকেন। ফলে কুচক্রীদের পরামর্শে তিনি পদচ্যুত হন ও বছরার গভর্ণর ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদকে একই সাথে কূফার দায়িত্ব দেওয়া হয়। তিনি প্রথমেই মুসলিম বিন আক্বীলকে গ্রেফতার করে হত্যা করেন। তখন সকল কূফাবাসী হুসায়েন (রাঃ)-এর পক্ষ ত্যাগ করে। ইতিমধ্যে হুসায়েন (রাঃ) কূফার সন্নিকটে পৌছে যান। ইবনে যিয়াদ প্রেরিত সেনাপতি তখন তাঁর গতিরোধ করে। সমস্ত ঘটনা বুঝতে পেরে হোসায়েন (রাঃ) তখন ইবনে যিয়াদের নিকটে নিম্নোক্ত তিনটি প্রস্তাবের যেকোন একটি মেনে নেওয়ার জন্য সন্ধি প্রস্তাব পাঠান।

إِخْتَرْ مِنِّيْ إِحْدَى ثَلاَثٍ: إِمَّا أَنْ أُلْحِقَ بِثَغْرٍ مِنَ الثُّغُوْرِ وَإِمَّا أَنْ أَرْجِعَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ وَإِمَّا أَنْ أَضَعَ يَدِىْ فِىْ يَدِ يَزِيْدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ–

১- আমাকে সীমান্তের কোন এক স্থানে চলে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হৌক। ২- মদীনায় ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হৌক। ৩- আমাকে ইয়াযীদের হাতে হাত রেখে বায়'আত গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হউক।[১৮]

সেনাপতি আমর বিন সা'দ বিন আবী ওয়াকক্বাছ উক্ত প্রস্তব সমূহ মেনে নিলেও দুষ্টমতি ইবনে যিয়াদ তা নাকচ করে দেন ও প্রথমে ইয়াযীদের পক্ষে তার হাতে বায়'আত করার নির্দেশ পাঠান। হুসায়েন (রাঃ) সঙ্গত কারণেই তা প্রত্যাখ্যান করেন ও সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। ফলে তিনি সপরিবারে নির্মমভাবে নিহত হন *(ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন)*।

প্রত্যক্ষদর্শী জীবিত পুরুষ সদস্য হযরত আলী বিন হুসায়েন ওরফে 'যয়নুল আবেদীন' (রাঃ)-এর পুত্র শী'আদের সম্মানিত ইমাম আবু জা'ফর মুহাম্মাদ বিন আলী বিন হুসায়েন (রাঃ) ওরফে ইমাম বাক্বের (রাঃ)-এর সাক্ষ্য ঠিক অনুরূপ, যা হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) স্বীয় গ্রন্থ 'তাহযীবুত তাহযীব'-য়ে (২য় খণ্ড পৃঃ ৩০১-৩০৫) এবং হাফেয ইবনু কাছীর স্বীয় 'আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ'-তে (৮ম খণ্ড পৃঃ ১৯৮-২০০) ত্বাবারীর বরাতে উল্লেখ করেছেন। ইমাম বাক্বের বলেন, যখন বিরোধী পক্ষের নিক্ষিপ্ত একটি তীর এসে হুসায়েনের কোলে আশ্রিত শিশুপুত্রের বক্ষ ভেদ করে, তখন তিনি বিশ্বাসঘাতক কূফাবাসীদের দায়ী করে বলেন, اَللَّهُمَّ احْكُمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ دَعَوْنَا لِيَنْصُرُوْنَا ثُمَّ يَقْتُلُوْنَنَا، 'হে আল্লাহ! তুমি ফায়ছালা কর আমাদের মধ্যে এবং ঐ কওমের মধ্যে, যারা আমাদেরকে সাহায্যের নাম করে ডেকে এনে হত্যা করছে'।[১৯]

উপরের আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, কারবালার ঘটনাটি ছিল নিতান্তই রাজনৈতিক মতবিরোধের একটি দুঃখজনক পরিণতি। এই মর্মান্তিক ঘটনার জন্য মূলতঃ দায়ী ছিল বিশ্বাসঘাতক কূফাবাসীরা ও নিষ্ঠুর গভর্ণর ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ নিজে। কেননা ইয়াযীদ কেবলমাত্র হুসায়েনের

১৫. *ইবনু রাজাব, যায়লু তাবাক্বা-তিল হানাবিলাহ ২য় খণ্ড পৃঃ ৩৪ বর্ণনাঃ আব্দুল গণী মাক্বদেসী (৬০১-৭০০হিঃ)।*
১৬. *ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ (বৈরুত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, তাবি) ৮ম খণ্ড পৃঃ ১৫০।*
১৭. *আল-বিদায়াহ ৮/১৫৪।*
১৮. *ইবনু হাজার, আল-ইছাবাহ ২/২৫২; ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ৮/১৭১।*
১৯. *ইবনু হাজার, তাহযীবুত তাহযীব ২/৩০৪ পৃঃ; আল-বিদায়াহ ৮/১৯৯ পৃঃ। দুঃখ লাগে এই ভেবে যে, যারা প্রতারণা করে ডেকে এনে হুসায়েন (রাঃ)-কে হত্যা করেছিল, সেই কূফাবাসী ইরাকীরাই বড় হুসায়েন প্রেমিক সেজে ঘটা করে শোক পালন ও তা'যিয়া মিছিল করছে। আর সুন্নীদের গালি দিচ্ছে। -লেখক।*

আনুগত্য চেয়েছিলেন, তাঁর খুন চাননি। হুসায়েন (রাঃ) সে আনুগত্য দিতেও প্রস্তুত ছিলেন। ইয়াযীদ স্বীয় পিতার অছিয়ত অনুযায়ী হুসায়েনকে সর্বদা সম্মান করেছেন এবং তখনও করতেন। ইতিপূর্বে হুসায়েন (রাঃ) ও আব্দুল্লাহ বিন যোবায়ের (রাঃ) অন্যান্য ছাহাবীগণের সাথে ইয়াযীদের সেনাপতিত্বে ৪৯ মতান্তরে ৫১ হিজরীতে রোমকদের রাজধানী কনষ্টান্টিনোপল বিজয়ের অভিযানেও অংশগ্রহণ করেছেন।

যখন হুসায়েন (রাঃ)-এর ছিন্ন মস্তক ইয়াযীদের সামনে রাখা হয়, তখন তিনি কেঁদে উঠে বলেছিলেন,

لَعَنَ اللهُ ابْنَ مَرْجَانَةَ يَعْنِى عُبَيْدَ اللهِ بْنَ زِيَادٍ، أَمَا وَاللهِ لَوْكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحُسَيْنِ رَحِمٌ لَمَا قَتَلَهُ وَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَرْضَى مِنْ طَاعَةِ أَهْلِ الْعِرَاقِ بِدُوْنِ قَتْلِ الْحُسَيْنِ–

‘ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের উপরে আল্লাহ পাক লা‘নত করুন! আল্লাহ্‌র কসম যদি হুসায়েনের সাথে ওর রক্তের সম্পর্ক থাকত, তাহ’লে সে কিছুতেই ওঁকে হত্যা করত না’। তিনি আরও বলেন যে, ‘হুসায়েনের খুন ছাড়াও আমি ইরাকীদেরকে আমার আনুগত্যে রাযী করাতে পারতাম’।[২০]

অন্য বর্ণনায় পাওয়া যায়, ইয়াযীদ আরও বলেন যে, ‘ইবনে যিয়াদের উপরে আল্লাহ লা‘নত করুন! সে হুসায়েনকে কোনঠাসা ও বাধ্য করেছে। তিনি ফিরে যেতে চেয়েছিলেন অথবা আমার নিকটে আসতে চেয়েছিলেন অথবা কোন এক মুসলিম সীমান্তে গিয়ে আমৃত্যু জীবন কাটাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সে সবকিছু প্রত্যাখ্যান করেছে ও তাঁকে হত্যা করেছে। এর ফলে সে আমাকে মুসলমানদের বিদ্বেষের শিকারে পরিণত করেছে। তাদের হৃদয়ে আমার বিরুদ্ধে শত্রুতার বীজ বপন করেছে। ভাল ও মন্দ সকল প্রকারের লোক হুসায়েন হত্যার মহা অপরাধে আমাকে দায়ী করবে ও আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে। হায়! আমার কি হবে ও ইবনু মারজানার (ইবনে যিয়াদের) কি হবে! আল্লাহ তাকে মন্দ করুন ও তার উপরে গযব নাযিল করুন’।[২১]

হুসায়েন পরিবারের স্ত্রী-কন্যা ও শিশুগণ ইয়াযীদের প্রাসাদে প্রবেশ করলে প্রাসাদে কান্নার রোল পড়ে যায়। ইয়াযীদ তাঁদেরকে বিপুলভাবে সম্মানিত করেন ও মূল্যবান উপঢৌকনাদি দিয়ে সসম্মানে মদীনায় প্রেরণ করেন।[২২]

যে তিন দিন হুসায়েন পরিবার ইয়াযীদের প্রাসাদে ছিলেন, সে তিন দিন সকাল ও সন্ধ্যায় হুসায়েনের দুই ছেলে আলী (ওরফে ‘যয়নুল আবেদীন’) এবং ওমর বিন হুসায়েনকে সাথে নিয়ে ইয়াযীদ খানাপিনা করতেন ও আদর করতেন’।[২৩]

ইয়াযীদ বিন মু‘আবিয়াহ-র চরিত্র সম্পর্কে হুসায়েন (রাঃ)-এর অন্যতম বৈমাত্রেয় ছোট ভাই ও শী‘আদের খ্যাতনামা ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিইয়াহ (রাঃ) বলেন,

مَا رَأَيْتُ مِنْهُ مَا تَذْكُرُوْنَ وَقَدْ حَضَرْتُهُ وَأَقَمْتُ عِنْدَهُ فَرَأَيْتُهُ مُوَاظِبًا عَلَى الصَّلاَةِ مُتَحَرِّيًا لِّلْخَيْرِ يَسْأَلُ عَنِ الْفِقْهِ مُلاَزِمًا لِّلسُّنَّةِ–

‘আমি তাঁর মধ্যে ঐ সব বিষয় দেখিনি, যেসবের কথা তোমরা বলছ। অথচ আমি তাঁর নিকটে হাযির থেকেছি ও অবস্থান করেছি এবং তাঁকে নিয়মিতভাবে ছালাতে অভ্যস্ত ও কল্যাণের আকাংখী দেখেছি। তিনি ‘ফিক্বহ’ বিষয়ে আলোচনা করেন এবং তিনি সুন্নাতের পাবন্দ’।[২৪]

সমুদ্র অভিযান এবং রোমকদের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের ফযীলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

اَوَّلُ جَيْش مِّنْ أُمَّتِى يَغْزُوْنَ الْبَحْرَ قَدْ أَوْجَبُوْا ... وَقَالَ: أَوَّلُ جَيْشٍ مِّنْ أُمَّتِى يَغْزُوْنَ مَدِيْنَةَ قَيْصَرَ مَغْفُوْرٌ لَّهُمْ... رواه البخارى عن أم حرام (رض)–

‘আমার উম্মতের ১ম সেনাবাহিনী যারা সমুদ্র অভিযানে অংশগ্রহণ করবে, তারা জান্নাতকে ওয়াজিব করে নিবে’। ... অতঃপর তিনি বলেন, ‘আমার উম্মতের ১ম সেনাবাহিনী যারা রোমকদের রাজধানীতে অভিযান করবে, তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে’।[২৫]

মুহাল্লাব বলেন, এই হাদীছের মধ্যে মু‘আবিয়া (রাঃ) ও তাঁর পুত্র ইয়াযীদ-এর মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। কেননা ওছমান (রাঃ)-এর খেলাফতকালে (২৩-৩৫ হিঃ) সিরিয়ার গভর্ণর থাকাকালীন সময়ে মু‘আবিয়া (রাঃ) ২৭ হিজরী সনে রোমকদের বিরুদ্ধে ১ম সমুদ্র অভিযান করেন। অতঃপর মু‘আবিয়া (রাঃ)-এর খেলাফতকালে (৪১-৬০হিঃ) ৫১ হিজরী মতান্তরে ৪৯ হিজরী সনে ইয়াযীদের নেতৃত্বে রোমকদের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের উদ্দেশ্যে ১ম যুদ্ধাভিযান প্রেরিত হয়। উক্ত নৌযুদ্ধে ছাহাবী আবু আইয়ূব আনছারী (রাঃ) মারা যান ও কনস্টান্টিনোপলের প্রধান ফটকের মুখে তাঁকে দাফন করার অছিয়ত করেন। অতঃপর সেভাবেই তাঁকে দাফন করা হয়। কথিত আছে যে, রোমকরা পরে ঐ কবরের অসীলায় বৃষ্টি প্রার্থনা করত’।[২৬]

---

২০. *ইবনু তায়মিয়াহ, মুখতাছার মিনহাজুস সুন্নাহ (রিয়াযঃ মাকতাবাতুল কাওছার ১ম সংস্করণ ১৪১১/১৯৯১) ১ম খণ্ড পৃঃ ৩৫০; একই মর্মে বর্ণনা এসেছে, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৮ম খণ্ড পৃঃ ১৭৩।*
২১. *আল-বিদায়াহ ৮ম খণ্ড পৃঃ ২৩৫।*
২২. *মুখতাছার মিনহাজুস সুন্নাহ ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৫০।*
২৩. *আল-বিদায়াহ ৮ম খণ্ড পৃঃ ১৯৭।*
২৪. *আল-বিদায়াহ ৮ম খণ্ড পৃঃ ২৩৬।*
২৫. *বুখারী, ‘জিহাদ’ অধ্যায় ‘রোমকদের বিরুদ্ধে লড়াই’ অনুচ্ছেদ (মীরাট, ভারতঃ ১৩১৮হিঃ) ১ম খণ্ড পৃঃ ৪০৯-১০।*
২৬. *ফৎহুল বারী ৬ষ্ঠ খণ্ড পৃঃ ১২০-২১।*

Contents

২৭ হিজরীর ১ম যুদ্ধে মু'আবিয়া (রাঃ) রোমকদের 'ক্বাবরাছ' (قبرص) জয় করেন। অতঃপর ৫১ হিজরীতে রোমকদের রাজধানী জয় করে ফিরে এসে ইয়াযীদ হজ্জব্রত পালন করেন।[২৭] ইবনু কাছীর বলেন, ইয়াযীদের সেনাপতিত্বে পরিচালিত উক্ত অভিযানে স্বয়ং হুসায়েন (রাঃ) অংশগ্রহণ করেন।[২৮] এতদ্ব্যতীত যোগদান করেছিলেন আব্দুল্লাহ বিন ওমর, আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস, আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের, আবু আইয়ূব আনছারী প্রমুখ খ্যাতনামা ছাহাবীগণ।[২৯]

মৃত্যুকালে মু'আবিয়া (রাঃ) ইয়াযীদকে হুসায়েন (রাঃ) সম্পর্কে অছিয়ত করে বলেছিলেন,

فَإِنْ خَرَجَ عَلَيْكَ فَظَفَرْتَ بِهِ فَاصْفَحْ عَنْهُ فَإِنَّ لَهُ رَحِمًا مَاثِلَهُ وَحَقًّا عَظِيْمًا–

'যদি তিনি তোমার বিরুদ্ধে উত্থান করেন ও তুমি তাঁর উপরে বিজয়ী হও, তাহ'লে তুমি তাঁকে ক্ষমা করবে। কেননা তাঁর রয়েছে রক্ত সম্পর্ক, যা অতুলনীয় এবং রয়েছে মহান অধিকার।[৩০] ইবনু আসাকির স্বীয় 'তারীখে' ইয়াযীদ-এর মন্দ স্বভাবের বর্ণনায় যে সব উদ্ধৃতি পেশ করেছেন, সে সম্পর্কে ইবনু কাছীর বলেন,

وَقَدْ أَوْرَدَ ابْنُ عَسَاكِرَ أَحَادِيْثَ فِيْ ذَمِّ يَزِيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ كُلُّهَا مَوْضُوْعَةٌ لاَيَصِحُّ مِنْهُ شَيْئٌ،

'ইয়াযীদের মন্দ স্বভাব সম্পর্কে ইবনু আসাকির বর্ণিত উক্তি সমূহের সবগুলিই জাল। যার একটিও সত্য নয়'।[৩১]

মাত্র ৩৭ বছর বয়সে মৃত্যুকালে ইয়াযীদের শেষ কথা ছিল, اَللَّهُمَّ لاَتُؤَاخِذْنِيْ بِمَالَمْ أُحِبُّهُ وَلَمْ أُرِدْهُ وَاحْكُمْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ– 'হে আল্লাহ! আমাকে পাকড়াও করো না ঐ বিষয়ে যা আমি চাইনি এবং আমি প্রতিরোধও করিনি এবং আপনি আমার ও ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের মধ্যে ফায়ছালা করুন'।[৩২]

ইয়াযীদ স্বীয় আংটিতে খোদাই করেছিলেন, اٰمَنْتُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ। 'আমি ঈমান এনেছি আল্লাহ্‌র উপরে যিনি মহান'।[৩৩]

২৭. *আল-বিদায়াহ ৮/২৩২ পৃঃ।*
২৮. *আল-বিদায়াহ ৮/১৫৩ পৃঃ।*
২৯. *ইবনুল আছীর, 'তারীখ' ৩/২২৭ পৃঃ-এর বরাতে 'মাহে মুহাররম' পৃঃ ৬৩।*
৩০. *তারীখে ইবনে খলদূন (বৈরুতঃ ১৩৯১/১৯৭১) ৩য় খণ্ড পৃঃ ১৮।*
৩১. *আল-বিদায়াহ ৮/২৩৪ পৃঃ।*
৩২. *আল-বিদায়াহ ৮/২৩৯ পৃঃ।*
৩৩. *প্রাগুক্ত।*

পর্যালোচনাঃ

শাহাদতে কারবালার মর্মান্তিক ঘটনার বিষয়ে দু'টি চরমপন্থী দলের তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। একদল হুসায়েন (রাঃ)-এর ভণ্ড সমর্থক কূফার উগ্র শী'আ ও তাদের অনুসারী ঐতিহাসিক ও লেখকবৃন্দ। যারা হুসায়েন (রাঃ)-এর শাহাদতকে হযরত ওমর, ওছমান, আলী, ত্বালহা, যোবায়ের (রাঃ) প্রমুখ জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত মহান ছাহাবীগণের শাহাদতের চাইতে উচ্চ মর্যাদায় আসীন করতে চেয়েছেন। এই দলের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন কূফার মোখতার ছাক্বাফী (১-৬৭হিঃ)। ২য় দল হুসায়েন বিদ্বেষী কূফার নাছেবী ফের্কার কিছু লোক, যারা আলী (রাঃ)-এর প্রতি ও তাঁর বংশের প্রতি সর্বদা বিদ্বেষ পোষণ করত। এরা হুসায়েন (রাঃ)-এর শাহাদতে খুশী হয়েছিল ও তাঁকে ইসলামের প্রথম বিদ্রোহী ও ঐক্য বিনষ্টকারী হিসাবে আখ্যায়িত করেছিল। এমনকি তারা 'আশূরার দিন খুশী হয়ে ভাল খানাপিনা করলে ও পরিবারের উপরে বেশী বেশী খরচ করলে সারা বছর প্রাচুর্যের মধ্যে থাকা যাবে'- বলে জাল হাদীছ তৈরী করে প্রচার করেছিল। তারা এই দিনকে 'ঈদের দিন' গণ্য করে চোখে সুর্মা লাগায়, উত্তম পোষাক পরিধান করে, ভাল খানাপিনা করে ও রাস্তায় আনন্দ-ফুর্তি করে'।[৩৪]

এই দলেরই লোক ছিল ইরাকের পরবর্তী নিষ্ঠুর উমাইয়া গভর্ণর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ছাক্বাফী (৪১-৯৬হিঃ)। হুসায়েনভক্ত মোখতার বিন ওবায়েদ আল-কাযযাব ছাক্বাফী এবং হুসায়েন বিদ্বেষী নিষ্ঠুর গভর্ণর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ছাক্বাফী দু'জনেই ছিলেন একই গোত্রের লোক। এভাবেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর একটি ভবিষ্যদ্বাণী কার্যকর হয়। যেখানে তিনি বলেছিলেন, أَنَّ فِيْ ثَقِيْفٍ كَذَّابًا وَّمُبِيْرًا، 'অতিসত্বর ছাক্বাফী গোত্রে একজন মিথ্যাবাদী ও একজন ধ্বংসকারী ঘাতকের জন্ম হবে'।[৩৫]

৩৪. *আল-বিদায়াহ ৮/২০৪ পৃঃ।*
৩৫. *মুসলিম, 'ফাযায়েলে ছাহাবা' অধ্যায় হা/২৫৪৫; ঐ, মিশকাত হা/৫৯৯৪ 'কুরাইশ বংশের মর্যাদা' অনুচ্ছেদ। খলীফা আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের সময়ে (৬৫-৮৬/৬৮৫-৭০৫) ইরাকের গভর্ণর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ (৭৬-৯৬/৬৯৪-৭১৪) মক্কা অবরোধ করে হযরত আবদুল্লাহ ইবনু যুবায়ের (১-৭৩)-কে হত্যা করার পর তাঁর মা আসমা বিনতু আবুবকর (রাঃ)-কে ডেকে পাঠালে তিনি যেতে অস্বীকার করেন। তখন স্বয়ং হাজ্জাজ তাঁর বাড়ীতে এসে রাগতঃস্বরে তাঁকে বলেন,* كَيْفَ رَأَيْتِنِيْ صَنَعْتُ بِعَدُوِّ اللهِ *'আল্লাহ্‌র শত্রুর সঙ্গে আমি যে আচরণ করেছি, সে বিষয়ে আপনার মত কি? জবাবে অশীতিপর বৃদ্ধা আসমা (রাঃ) নির্ভীকচিত্তে বলেন,* رَأَيْتُكَ أَفْسَدْتَ عَلَيْهِ دُنْيَاهُ وَأَفْسَدَ عَلَيْكَ اٰخِرَتَكَ *'আমি মনে করি তুমি এর দ্বারা তার দুনিয়া নষ্ট করেছ এবং সে তোমার আখেরাত বরবাদ করেছে'। অতঃপর তিনি উপরোক্ত হাদীছ বর্ণনা করে বলেন, 'মিথ্যাবাদীকে তো আমরা দেখেছি। এক্ষণে ধ্বংসকারী হিসাবে আমি তোমাকে ভিন্ন কাউকে মনে করি না'। মুখের পরে এই কড়া জবাব শুনে হাজ্জাজ চুপচাপ উঠে চলে যায়'।*

উপরোক্ত দুই চরমপন্থী দলের উত্থানের ফলে মুসলিম সমাজে দু'ধরনের বিদ'আত চালু হয়েছে ১- ঐদিন শোক ও মর্সিয়ার বিদ'আত ২- ঐদিন খুশী ও আনন্দ প্রকাশের বিদ'আত।

এক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মধ্যবর্তী পথ হ'ল এই যে, হুসায়েন (রাঃ) মযলূম অবস্থায় শহীদ হয়েছিলেন। অতএব রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব বিভক্ত করার বিষয়ে মুসলিম শরীফে বর্ণিত ছহীহ হাদীছটি[৩৬] তাঁর উপরে প্রযোজ্য নয়। কেননা তিনি প্রকাশ্যে কখনোই ইয়াযীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেননি। বরং মদীনার গভর্ণরের প্রস্তাবের জওয়াবে তিনি বলেছিলেন, إِنَّ مِثْلِىْ لاَيُبَايِعُ سِرًّا... وَلَكِنْ إِذَا اجْتَمَعَ النَّاسُ دَعَوْتَنَا مَعَهُمْ 'আমার মত ব্যক্তি গোপনে বায়'আত করতে পারে না।... বরং যখন লোকজন সমবেত হবে, তখন আপনি আমাদের ডাকবেন'।[৩৭] এরপর তিনি মক্কায় চলে যান ও কূফাবাসীদের নিরন্তর আহ্বানে তিনি সেখানে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে তাদের বিশ্বাসঘাতকতা বুঝতে পেরে তিনি ইয়াযীদের নিকটে বায়'আত করা সহ তিনটি প্রস্তাব পাঠান। অতএব পূর্বে তাঁর বিদ্রোহ প্রমাণিত হয়নি, বরং শেষে তাঁর আনুগত্য প্রমাণিত হয়।

হুসায়েন (রাঃ)-এর কূফায় যাত্রার প্রাক্কালে ছাহাবীগণের ভূমিকাঃ

হুসায়েন (রাঃ) নিহত হওয়ায় ছাহাবায়ে কেরাম চরমভাবে দুঃখিত ও মর্মাহত হন। কূফায় রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ও আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ)-এর ন্যায় জলীলুল ক্বদর ছাহাবীগণ তাঁকে বারবার নিষেধ করেন এবং আলী (রাঃ) ও হাসান (রাঃ)-এর সাথে কূফাবাসীদের পূর্বেকার বিশ্বাসঘাতকতার কথা তাঁকে জোরালোভাবে স্মরণ করিয়ে দেন। ইবনু আব্বাস ও ইবনু ওমরের বারবার তাকাদা সত্ত্বেও যখন তিনি ফিরলেন না, তখন ইবনু আব্বাস (রাঃ) তাকে বললেন, যদি ইরাকীরা সত্য সত্যই আপনাকে চায়, তবে তারা দলেবলে এসে আপনাকে সসম্মানে নিয়ে যাক। কিন্তু তারা তো কেবল চিঠি দিয়েছে। কিন্তু হুসায়েন (রাঃ) কোন কথা শুনলেন না। অবশেষে বারবার অনুরোধ করে ব্যর্থ হয়ে তিনি বলরেন, ইরাকীরা প্রতারক। আপনি তাদের ধোঁকায় পড়বেন না। এরপরেও যদি আপনি নিতান্তই যেতে চান, তবে আমার অনুরোধ আপনি মহিলা ও শিশুদের নিয়ে যাবেন না। আমি ভয় পাচ্ছি যে, ওছমান যেভাবে তার স্ত্রী ও সন্তানদের সামনে নিহত হয়েছেন, আপনিও তেমনি ওদের চোখের সামনে নিহত হবেন'। এরপর আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) এসে তাঁকে বুঝালেন। কিন্তু তাতেও তিনি ফিরলেন না। তখন তিনি তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে বুক ভাসিয়ে শেষ বিদায় দেন এই বলে, اَسْتَوْدِعُكَ اللهَ مِنْ قَتِيْلٍ 'হে নিহত! আল্লাহ্‌র যিম্মায় আপনাকে সোপর্দ করলাম'। এইভাবে একে একে আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের, মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিইয়াহ, আবু সাঈদ খুদরী, আবু ওয়াক্বিদ লায়ছী, জাবের বিন আব্দুল্লাহ, মিসওয়ার বিন মাখরামাহ, উমরাহ বিনতে আব্দুর রহমান, আবুবকর বিন আব্দুর রহমান, আব্দুল্লাহ বিন জা'ফর, আমর বিন সাঈদ ইবনুল 'আছ প্রমুখ ছাহাবীগণ তাঁকে কূফায় না যাওয়ার অনুরোধ করেন। বিশেষ করে আবুবকর বিন আব্দুর রহমান এসে তাঁকে বলেন, هُمْ عَبِيْدُ الدُّنْيَا، فَيُقَاتِلُكَ مَنْ قَدْ وَعَدَكَ أَنْ يَّنْصُرَكَ 'ওরা দুনিয়ার গোলাম। যারা আপনাকে সাহায্যের ওয়াদা করেছে, ওরাই আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে'। কিন্তু সবাইকে নিরাশ করে তিনি জবাব দেন, مَهْمَا يَقْضِى اللهُ مِنْ أَمْرٍ يَكُنْ 'আল্লাহ যা ফায়ছালা করবেন, তাই-ই হবে'। এই জবাব শুনে আবুবকর বলে উঠলেন, *'ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন'*।[৩৮] হুসায়েনের শাহাদাতের পর জনৈক ইরাকী আব্দুল্লাহ ইবনু ওমরের কাছে ইহরাম অবস্থায় মাছি মারা যাবে কি-না জিজ্ঞেস করলে তিনি দুঃখ করে বলেন,

يَآ أَهْلَ الْعِرَاقِ تَسْأَلُوْنِىْ عَنْ قَتْلِ الذُّبَابِ وَقَدْ قَتَلْتُمُ ابْنَ بِنْتِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: هُمَا رَيْحَانَتَاىَ مِنَ الدُّنْيَا–

'হে ইরাকীগণ! তোমরা আমার নিকটে মাছি হত্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছ? অথচ তোমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নাতিকে হত্যা করেছ। যাদের সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, 'এ দু'ভাই দুনিয়াতে আমার সুগন্ধি স্বরূপ'।[৩৯]

হুসায়েন (রাঃ)-এর শাহাদাতে আহলে সুন্নাতের অবস্থানঃ

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত হুসায়েন (রাঃ)-এর মর্মান্তিক মৃত্যুতে গভীর দুঃখ প্রকাশ করে। কিন্তু তাতে বাড়াবাড়ি করে শী'আদের ন্যায় ঐদিনকে শোক দিবস মনে করে না। দুঃখ প্রকাশের ইসলামী রীতি হ'ল 'ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন' পাঠ করা *(বাক্বারাহ ১৫৫-৫৬)* ও তাঁদের জন্য দো'আ করা।

---

৩৬. *মিশকাত 'ইমারত' অধ্যায় হা/৩৬৭৬-৭৭।*
৩৭. *আল-বিদায়াহ ৮/১৫০।*
৩৮. *আল-বিদায়াহ ৮/১৬২-৬৩ পৃঃ; তাহযীবুত তাহযীব ২/৩০৭ পৃঃ।*
৩৯. *বুখারী, ১ম খণ্ড পৃঃ ৫৩০; মিশকাত হা/৬১৩৬ 'নবী পরিবারের মর্যাদা' অনুচ্ছেদ।*

বনী ইসরাঈলের অসংখ্য নবী নিজ কওমের লোকদের হাতে নিহত হয়েছেন। মুসলমানদের প্রাণপ্রিয় খলীফা ওমর (রাঃ) মসজিদে নববীতে ফজরের ছালাতরত অবস্থায় মর্মান্তিকভাবে আহত হয়ে পরে শাহাদত বরণ করেছেন। ওছমান গনী (রাঃ) ৮৩ বছরের বৃদ্ধ বয়সে নিজ গৃহে কুরআন তেলাওয়াত রত অবস্থায় পরিবারবর্গের সামনে নিষ্ঠুরভাবে শহীদ হয়েছেন। আলী (রাঃ) ফজরের জামা'আতে যাওয়ার পথে অতর্কিতে আক্রান্ত হয়ে শাহাদাত বরণ করেন। তাঁকে তাঁর হত্যাকারী এবং বিরোধীরা 'কাফের' ও 'আল্লাহ্র নিকৃষ্টতম সৃষ্টি' (شَـرُّ خَلْـقِ اللهِ) বলতেও কুণ্ঠাবোধ করেনি।[৪০] যদিও হোসায়েন (রাঃ)-কে তাঁর হত্যাকারীরা কখনো 'কাফের' বলেনি।

হাসান (৩-৪৯হিঃ)-কে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়।[৪১] আশারায়ে মুবাশশারাহ্র অন্যতম সেরা ব্যক্তিত্ব ত্বালহা ও যুবায়ের (রাঃ) মর্মান্তিকভাবে শহীদ হন। তাঁদের কারু মৃত্যু হুসায়েন (রাঃ)-এর মৃত্যুর চাইতে কম দুঃখজনক ও কম শোকাবহ ছিল না। কিন্তু কারু জন্য দিনক্ষণ নির্ধারণ করে মাতম করার ও সরকারী ছুটি ঘোষণা করে শোক দিবস পালন করার কোন রীতি কোন কালে ছিল না। ইসলামী শরী'আতে এগুলি নিষিদ্ধ।

শী'আ চক্রান্তের ফাঁদে সুন্নীগণঃ

শী'আ লেখকদের অতিরঞ্জিত লেখনীতে বিভ্রান্ত হয়ে যেমন বহু ইতিহাস লিখিত হয়েছে, তেমনি 'বিষাদ সিন্ধু'-র ন্যায় সাহিত্য সমূহের মাধ্যমে বহু কল্পকথাও এদেশে চালু হয়েছে। বঙ্গদেশের রাজনৈতিক ক্ষমতায় বহু বৎসর যাবৎ শী'আদের অবস্থান থাকার কারণে হুসায়েন ও কারবালা নিয়ে অলৌকিক সব কল্পকাহিনী এদেশের মানুষের মন-মগযে বদ্ধমূল হয়ে আছে। এছাড়াও তারা অতি সুকৌশলে এদেশের শিক্ষিত সুন্নী মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার জন্য কিছু পরিভাষা চালু করে দিয়েছে। যেমন সম্মান প্রকাশের জন্য উপমহাদেশে ছাহাবীগণের নামের পূর্বে 'হযরত' বলা হয় ও শেষে দো'আ হিসাবে 'রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু' বলা হয় ও সংক্ষেপে (রাঃ) লেখা হয়। কিন্তু হোসায়েন (রাঃ)-এর নামের পূর্বে 'ইমাম' এবং শেষে নবীগণের ন্যায় 'আলাইহিস সালাম' বলা হচ্ছে ও সংক্ষেপে (আঃ) লেখা হচ্ছে। এর কারণ এই যে, শী'আদের আক্বীদা মতে 'ইমামগণ' নবীগণের ন্যায় মা'ছূম বা নিষ্পাপ। হুসায়েন (রাঃ) তাদের অনুসরণীয় বারো ইমামের অন্যতম। তাদের ভ্রান্ত আক্বীদা মতে নবীগণের ন্যায় 'ইমামগণ' আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে মনোনীত হন। সেকারণ নবীগণের ন্যায় ইমামগণের নামের শেষে তারা 'আলাইহিস সালাম' বলেন।

৪০. আল-বিদায়াহ ৭/৩৩৯।
৪১. আল-বিদায়াহ ৮/৪৪।

পক্ষান্তরে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের বিশুদ্ধ আক্বীদা মতে ছাহাবীগণ 'মা'ছূম' বা নিষ্পাপ নন এবং তাঁরা নবীগণের সমপর্যায়ভুক্ত নন। অতএব সুন্নী আলেম ও বিদ্বানগণের উচিত হবে শী'আদের সূক্ষ্ম চতুরতা হ'তে সাবধান থাকা; যেন আমাদের ভাষার মাধ্যমে তাদের ভ্রান্ত আক্বীদার প্রচার না হয়।

ইয়াযীদ-কে আমরা কখনোই 'মালঊন' বা অভিশপ্ত বলব না। বরং সকল মুসলমানের ন্যায় আমরা তার মাগফেরাতের জন্য দো'আ করব। ইমাম গাযযালী (৪৫০-৫০৫ হিঃ) বলেন, 'হোসায়েনকে তিনি হত্যা করেননি, হত্যা করার হুকুম দেননি, হত্যা করায় খুশীও হননি। এমনকি ওবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ প্রেরিত সেনাদলের নেতা ওমর বিন সা'দ সহ বহু সৈন্য হোসায়েন (রাঃ)-কে হত্যার ঘোর বিরোধী ছিলেন। একপর্যায়ে অন্যতম সৈন্যাধ্যক্ষ কূফার বীর সন্তান হোর বিন ইয়াযীদ পক্ষত্যাগ করে ইবনে যিয়াদ বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করে নিহত হন। অতএব ইবনে যিয়াদের কঠোর নির্দেশ ও শিমার বিন যিল-জাওশান-এর নিষ্ঠুরতাই ছিল এই হত্যাকাণ্ডের জন্য মূলতঃ দায়ী।

উপসংহারঃ

আমাদেরকে কারবালার ঘটনা সম্পর্কে সকল প্রকার আবেগ ও বাড়াবাড়ি হ'তে দূরে থাকতে হবে এবং আশূরা উপলক্ষে প্রচলিত শিরক ও বিদ'আতী আক্বীদা-বিশ্বাস ও রসম-রেওয়াজ হ'তে বিরত থাকতে হবে। সাথে সাথে নিজেদের ব্যক্তি জীবন ও বৈষয়িক জীবন এবং সর্বোপরি আমাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থাকে নিখুঁত ইসলামী ছাঁচে ঢেলে সাজাবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হবে এবং তা বাস্তবায়নের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দিন- আমীন!!

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনুসরণের গুরুত্ব ও ফযীলত

*আখতারুল আমান বিন আব্দুস সালাম**

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

নবী করীম (ছাঃ)-এর অনুসরণের কারণ সমূহঃ

(১) তিনি হ'লেন মুমিনদের জন্য আদর্শঃ

মহান আল্লাহ বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا-

'যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহ্কে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্র মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে' *(আহযাব ২১)*।

হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, অত্র আয়াতটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে তাঁর যাবতীয় কথা, কাজ এবং সর্বাবস্থায় মান্য করার ক্ষেত্রে বড় দলীল। এ কারণেই মহান আল্লাহ মানুষকে ইয়াওমুল আহযাব তথা খন্দক যুদ্ধের দিনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর প্রতি ছবর, অবিচলতা, সাধনা এবং মহান আল্লাহ প্রদত্ত নে'মত প্রভৃতির অপেক্ষা করার ক্ষেত্রে।[১২]

(২) মুমিনদেরকে তাঁর আনুগত্য করার আদেশ করা হয়েছেঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَآأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْآ أَطِيْعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ-

'হে ঈমান্দারগণ! তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের শাসকের অনুসরণ কর' *(নিসা ৫৯)*।

(৩) তাঁর আনুগত্যে রয়েছে অন্তর সমূহের জীবনঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ- 'হে ঈমান্দারগণ! আল্লাহ ও রাসূলের ডাকে সাড়া দাও, যখন তোমাদেরকে আহ্বান করা হয়, যাতে রয়েছে তোমাদের জীবন' *(আনফাল ২৪)*।

(৪) আল্লাহ্র ভালবাসা লাভ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আনুগত্যের উপর নির্ভরশীলঃ

মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ- '(হে রাসূল!) আপনি বলুন, তোমরা যদি আল্লাহ্কে ভালবাস তাহ'লে আমার অনুসরণ কর, তবেই আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহগুলো মার্জনা করে দিবেন। আর আল্লাহ হ'লেন মহা ক্ষমাশীল মহা দয়ালু' *(আলে ইমরান ৩১)*।

(৫) তাঁর অনুসরণের মাঝে আল্লাহ্র অনুসরণ নিহিত রয়েছেঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেন, مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ تَوَلّٰى فَمَآ أَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا- 'যে রাসূলের আনুগত্য করল সে আল্লাহ্রই আনুগত্য করল, পক্ষান্তরে যে মুখ ফিরিয়ে নিল, (তাদের জেনে রাখা উচিত যে,) আমি আপনাকে তাদের জন্য রক্ষণাবেক্ষণকারী নিযুক্ত করে পাঠাইনি' *(নিসা ৮০)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَنْ أَطَاعَنِيْ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ يَعْصِنِيْ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَمَنْ يُّطِعِ الْأَمِيْرَ فَقَدْ أَطَاعَنِيْ وَمَنْ يَّعْصِ الْأَمِيْرَ فَقَدْ عَصَانِيْ-

'যে আমার আনুগত্য করবে সে আল্লাহ্রই আনুগত্য করবে, আর যে আমার বিরুদ্ধাচরণ করবে সে আল্লাহ্রই বিরুদ্ধাচরণ করবে। যে আমীর (মুসলিম শাসক)-এর অনুসরণ করবে, সে আমারই অনুসরণ করবে। পক্ষান্তরে যে মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধাচরণ করবে সে আমারই বিরুদ্ধাচরণ করবে'।[১৩]

(৬) একমাত্র তাঁরই অনুসরণের উপর হেদায়াত নির্ভরশীলঃ

আল্লাহ পাক বলেন, وَإِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا، 'যদি তোমরা তার আনুগত্য কর তবে তোমরা হেদায়াতপ্রাপ্ত হবে' *(নূর ৫৪)*।

তিনি আরো বলেন, وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ، 'তোমরা তার অনুসরণ কর, তবেই তোমরা হেদায়াতপ্রাপ্ত হবে' *(আ'রাফ ১৫৮)*।

(৭) তাঁর আনুগত্য জান্নাত লাভের একটি অন্যতম প্রধান মাধ্যম, পক্ষান্তরে তাঁর বিরোধিতা করা জাহান্নামে যাওয়ার বড় কারণঃ

মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهِ مَاتَوَلّٰى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ط وَسَآءَتْ مَصِيْرًا-

'যে কেউ রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তার কাছে সরল পথ প্রকাশিত হওয়ার পর এবং সকল মুসলিমের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে, আমি তাকে ঐদিকেই ফিরাব যেদিক সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর তা নিকৃষ্টতর গন্তব্যস্থান' *(নিসা ১১৫)*।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমার উম্মতের সকলেই জান্নাতে প্রবেশ করবে,

---

* *দাঈ, ইসলামী ঐতিহ্য সংরক্ষণ সংস্থা, জাহরা শাখা, কুয়েত।*

১২. *তাফসীর ইবনে কাছীর (রিয়াদঃ দারুস সালাম, ১ম সংস্করণঃ ১৪১৪ হিঃ/১৯৯৪ইং), ৩/৬২৬।*

১৩. *মুসলিম, 'ইমারত' অধ্যায়, 'নেতৃত্ব' অনুচ্ছেদ, হা/৩৪১৭, ৩৪১৮।*

কেবল যারা অস্বীকার করেছে তারা ব্যতীত। তারা (ছাহাবীগণ) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কারা (জান্নাতে যেতে) অস্বীকার করে? তিনি বললেন, যারা আমার আনুগত্য করবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করে, আর যারা আমার বিরোধিতা করবে তারাই (জান্নাতে যেতে) অস্বীকার করে'।[১৪]

(৮) তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে মুমিনগণ জান্নাতে তাঁর সাহচার্য লাভে ধন্য হবেনঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَنْ يُّطِعِ اللهَ وَالرَّسُوْلَ فَأُولٰئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَحَسُنَ أُولٰئِكَ رَفِيْقًا–

'যে কেউ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, তাহ'লে যাদের প্রতি আল্লাহ নে'মত দান করেছেন, সে তাদের সঙ্গী হবে। তারা হ'লেন, নবী, ছিদ্দীক্ব, শহীদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ। আর তাদের সান্নিধ্যই হ'ল উত্তম' *(নিসা ৬৯)*।

(৯) তাঁর আনুগত্য করা ইবাদত কবুলের অন্যতম প্রধান শর্তঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَآأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْآ أَطِيْعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلاَ تُبْطِلُوْآ أَعْمَالَكُمْ– 'হে ঈমান্দারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের আমলগুলো বাতিল কর না' *(মুহাম্মাদ ৩৩)*।

মুক্বাতিল (রহঃ) বলেন, মহান আল্লাহ বলেছেন, 'তোমরা যখন রাসূলের বিরোধিতা করবে তখনই (মনে করবে এর দ্বারা তোমরা) তোমাদের আমল বাতিল করে দিলে'।[১৫]

নবী করীম (ছাঃ) বলেন,

مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ، 'যে ব্যক্তি আমার এই দ্বীনের মাঝে নতুন কিছু আবিষ্কার করবে যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত'।[১৬]

(১০) তাঁর আনুগত্য করা তাঁর প্রতি ভালবাসা নিবেদনের প্রতীকঃ

ইমাম ইবনু রজব হাম্বালী (রহঃ) বলেন, খাঁটি ভালবাসা চায় প্রেমিকের পসন্দনীয়-অপসন্দনীয় সমুদয় বিষয়ে তার অনুসরণ ও অনুকরণ।[১৭]

(১১) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আনুগত্য করাই নবী-রাসূল প্রেরণের অন্যতম উদ্দেশ্যঃ

আল্লাহ পাক বলেন, وَمَآ أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ، 'বস্তুতঃ আমি একমাত্র এই উদ্দেশ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি, যাতে আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুযায়ী তাদের আনুগত্য করা হয়' *(নিসা ৬৪)*।

১৪. *বুখারী, 'কুরআন ও সুন্নাহ আঁকড়ে ধরা' অধ্যায়, হা/৬৭৩৭।*
১৫. *তাফসীরে কুরতুবী, ১৬/২৫৫।*
১৬. *বুখারী, 'সন্ধি' অধ্যায়, হা/২৪৯৯; মুসলিম, 'বিচার' অধ্যায়, হা/৩২৪২।*
১৭. *জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম, পৃঃ ৩৯৬।*

(১২) তাঁর অনুসরণ আল্লাহ্‌র রহমত লাভের অন্যতম কারণঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَأَطِيْعُوا اللهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ، 'তোমরা আল্লাহ এবং রাসূলের আনুগত্য কর, যাতে করে তোমরা (আল্লাহ্‌র) করুণা প্রাপ্ত হও' *(আলে ইমরান ১৩২)*।

(১৩) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনুসরণ ফিৎনা-বিপর্যয় ও পরকালীন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার মাধ্যমঃ

মহান আল্লাহ বলেন,

فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ–

'যারা নবীর নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা যেন এই মর্মে অবশ্যই আশংকা করে যে, তাদেরকে হয় ফিৎনা স্পর্শ করবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি গ্রাস করবে' *(নূর ৬৩)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

فَإِنَّهُ مَنْ يَّعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِىْ فَسَيَرَى اِخْتِلاَفًا كَثِيْرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِىْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ، تَمَسَّكُوْا بِهَا وَعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَّكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ، وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِى النَّارِ،

'কেননা তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে সে অচিরেই বহু মতবিরোধ দেখতে পাবে। অতএব তোমরা আমার সুন্নাত এবং সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে। এই দু'টিকে আঁকড়ে ধরবে, মাড়ির দাঁত দিয়ে শক্ত করে ধরে রাখবে। আর সাবধান! (দ্বীনী বিষয়ে) বিভিন্ন নতুনত্ব থেকে। কারণ প্রত্যেক নতুনত্ব বিদ'আত, আর প্রত্যেক বিদ'আতই হ'ল ভ্রষ্টতা'।[১৮] আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতা (অনুসরণকারী) জাহান্নামী'।[১৯]

(১৪) রাসূলের সত্যিকারের আনুগত্য করার মাধ্যমে নিম্ন বর্ণিত হাদীছের সুসংবাদের আওতাভুক্ত হওয়া যাবেঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ زَمَانَ صَبْرٍ، لِلْمُتَمَسِّكِ فِيْهِ أَجْرُ خَمْسِيْنَ شَهِيْدًا مِنْكُمْ،

'তোমাদের পিছনে রয়েছে ধৈর্যের যামানা, সে সময় যে দ্বীনকে আঁকড়ে ধরে থাকবে, তার জন্য তোমাদের মধ্যকার পঞ্চাশ জন শহীদের নেকী রয়েছে'।[২০]

১৮. *আবুদাঊদ, 'সুন্নাত' অধ্যায় হা/৩৯৯১; তিরমিযী, 'ইলম' অধ্যায়, হা/২৬০০; ইবনু মাজাহ, ভূমিকা, হা/৪৩।*
১৯. *নাসাঈ, 'ঈদায়েন' অধ্যায়, হা/১৫৬০; ইবনু খুযায়মাহ, 'জুম'আ' অধ্যায়, হা/১৭৮৫, হাদীছ ছহীহ।*
২০. *তাবারানী, হাদীছ ছহীহ। দ্রঃ ছহীহুল জামে' হা/২২৩৪।*

এজন্যই ইমাম আবু উবাইদ ক্বাসেম বিন সাল্লাম (রহঃ) বলেন,

اَلْمُتَّبِعُ لِلسُّنَّةِ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ وَهُوَ الْيَوْمُ عِنْدِىْ أَفْضَلُ مِنْ ضَرْبِ السَّيْفِ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ،

‘সুন্নাতের অনুসারী আগুনের টুকরা হাতের মুঠোয় ধারণকারীর ন্যায়, আর আজকাল এটা আমার নিকট আল্লাহ্র রাস্তায় তরবারী দ্বারা যুদ্ধ করার চেয়েও উত্তম’।[২১]

ছাহাবায়ে কেরামের (রাঃ) পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাতের বিরোধিতাকারীদের প্রতিবাদ করার কতিপয় নমুনাঃ

(১) আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) কর্তৃক স্বীয় সন্তান বেলালের প্রতিবাদ ও তার সাথে আমরণ কথোপকথন বর্জন করাঃ

(ক) সালেম ইবনু আব্দুল্লাহ হ’তে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তোমরা তোমাদের নারীদেরকে মসজিদে আসার অনুমতি চাইলে বাধা দিয়ো না। তিনি (রাবী) বলেন, একথা শুনে বেলাল বিন আব্দুল্লাহ বলল, আল্লাহ্র কসম! আমি অবশ্যই তাদেরকে বাধা প্রদান করব। সেকারণ আব্দুল্লাহ তাকে খারাপ ভাষায় গালি দিলেন। (রাবী বলেন) আমি তাকে ইতিপূর্বে অনুরূপভাবে কখনই গালি দিতে শুনিনি। এরপর আব্দুল্লাহ বললেন, আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছ বর্ণনা করে শুনাচ্ছি আর তুমি বলছ, আল্লাহ্র কসম নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে (মসজিদে যেতে) বাধা দিব?[২২] অপর বর্ণনায় এসেছে, এরপর তিনি মৃত্যু পর্যন্ত তার সাথে আর কখনো কোন কথাই বলেননি।[২৩]

(খ) ইবনু ওমর (রাঃ)-এর প্রতিবাদের আরেকটি নমুনা,

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رَجُلاً عَطَسَ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا أَقُوْلُ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ، وَلَيْسَ هَكَذَا عَلَّمَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَّمَنَا أَنْ نَقُوْلَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ–

‘নাফে‘ থেকে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি ইবনু ওমর (রাঃ)-এর পাশে হাঁচি দিয়ে বলল, ‘আল-হামদু লিল্লাহ ওয়াস সালামু আলা রাসূলিল্লাহ’ (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর সালাম বর্ষিত হোক)। ইবনু ওমর বললেন, আমিও বলতাম, ‘আল-হামদু লিল্লাহ ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ’। কিন্তু এমনটি তো রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে শিক্ষা দেননি! তিনি আমাদেরকে এইভাবে বলা শিখিয়েছেন, ‘আল-হামদু লিল্লাহি ‘আলা কুল্লি হাল’ (সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র প্রশংসা)।[২৪]

(২) নবীর আদর্শের বিরোধিতাকারীর প্রতি ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর প্রতিবাদঃ

ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ‘হজ্জে তামাত্তু’ করেছেন। এতদশ্রবণে উরওয়াহ বললেন, আবুবকর ও ওমর (রাঃ) ‘মুত‘আহ’ তথা হজ্জ-ওমরাহ একত্রে জমা করতে নিষেধ করেছেন। তখন ইবনু আব্বাস (রাঃ) বললেন, উরওয়া কি বলে? তিনি বললেন, সে বলে, আবুবকর ও ওমর ‘মুত‘আহ’ থেকে নিষেধ করেছেন। তখন ইবনু আব্বাস বললেন, আমার মনে হয় তারা অচিরেই ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি বলছি, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আর তারা বলছে, আবুবকর ও ওমর বলেছেন?[২৫] অন্য বর্ণনায় এসেছে, ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্র কসম, আমার মনে হয় তোমরা বিরত হবে না, যতক্ষণ আল্লাহ তোমাদেরকে শাস্তি না দেন। আমি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কর্তৃক হাদীছ বর্ণনা করছি আর তোমরা (তার বিপরীতে) আমাদেরকে আবুবকর ও ওমরের কথা শুনাচ্ছ![২৬]

(৩) আব্দুল্লাহ বিন মুগাফফাল (রাঃ) কর্তৃক নবীর আদর্শের বিরোধিতাকারীর প্রতিবাদঃ

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يَخْذِفُ، فَقَالَ لَهُ لاَتَخْذِفْ، فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ، أَوْ كَانَ يَكْرَهُ الْخَذْفَ، وَقَالَ إِنَّهُ لاَيُصَادُ بِهِ صَيْدٌ، وَلاَيُنْكَى بِهِ عَدُوٌّ، وَلَكِنَّهَا قَدْ تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ، ثُمَّ رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَخْذِفُ، فَقَالَ لَهُ أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ أَوْ كَرِهَ الْخَذْفَ وَأَنْتَ تَخْذِفُ! لاَ أُكَلِّمُكَ كَذَا وَكَذَا–

আব্দুল্লাহ ইবনু বুরাইদাহ আব্দুল্লাহ বিন মুগাফফাল (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি জনৈক ব্যক্তিকে কঙ্কর নিক্ষেপ করতে দেখে বললেন, তুমি কঙ্কর নিক্ষেপ কর না। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কঙ্কর নিক্ষেপ করতে নিষেধ করেছেন অথবা (তিনি এ কথাটি বললেন) তিনি কঙ্কর নিক্ষেপ করা অপসন্দ করতেন। আর তিনি বলেছেন, এর দ্বারা না কোন প্রাণী শিকার করা যায়, আর না কোন দুশমনকে (উল্লেখযোগ্যভাবে) আঘাত হানা যায়। তবে তা কোন সময় দাঁত ভেঙ্গে দেয় এবং চোখ ফুটা করে দেয়। এরপরও তিনি তাকে কঙ্কর নিক্ষেপ করতে দেখে বললেন, আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে হাদীছ বর্ণনা করে শুনাচ্ছি যে, তিনি কঙ্কর নিক্ষেপ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি

---

২১. *আক্বীদাতুস সালাফ, পৃঃ ৭২। আছারটিকে আবুল হাসান কারেযীর সূত্রে খত্বীব বাগদাদী (১২/৪১০) এবং তার থেকে ইবনু আসাকির তারীখে দেমাশকে (১৪/১৬৭/১) সংকলন করেছেন।*

২২. *মুসলিম ‘ছালাত’ অধ্যায়, হা/৬৬৭-৬৭২।*

২৩. *মুসনাদু আহমাদ, হা/২৪৯৬।*

২৪. *তিরমিযী, ‘আদব’ অধ্যায়, হা/২৬৬২, হাকেম, হাদীছ হাসান। দ্রঃ ছহীহ তিরমিযী, হা/২২০০, মিশকাত হা/৪৭৪৪।*

২৫. *ছহীহ জামেউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহী, পৃঃ ৫২৫, আছার নং ১৭২০।*

২৬. *প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫২৫, আছার নং ১৭১৯।*

কঙ্কর নিক্ষেপ করা অপসন্দ করতেন অথচ তুমি কঙ্কর নিক্ষেপ করেই যাচ্ছ! আমি তোমার সাথে এত এত দিন কোন কথাই বলব না।[২৭] মুসলিম শরীফের শব্দে এসেছে, 'আমি তোমার সাথে আর কখনই কথা বলব না'।[২৮]

(৪) আমীরুল মুমিনীন ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) কর্তৃক সুন্নাতের বিরোধিতাকারীদের প্রতিবাদঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর তরীকার বিরোধিতাকারীকে ওমর (রাঃ)-এর কঠোর শাস্তি প্রদান করেনঃ

عَنْ أَبِى عُثْمَانَ النَّهْدِىْ قَالَ كَتَبَ عَامِلٌ لِعُمَرَ بْـنِ الْخَطَّـابِ إِلَيْهِ أَنَّ هَاهُنَا قَوْمًا يَجْتَمِعُوْنَ، فَيَدْعُوْنَ لِلْمُـسْلِمِيْنَ وَلِلْـأَمِيْرِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَقْبِلْ بِهِمْ مَعَكَ، فَأَقْبَلَ، وَقَالَ عُمَرُ لِلْبَـوَّابِ أَعِدَّ سُوْطاً، فَلَمَّا دَخَلَ عَلاَ أَمِيْرُهُمْ ضَرْبًا بِالسُّوْطِ-

'আবু ওছমান আন-নাহদী (রহঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, ওমর বিন খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর এক গভর্ণর এই মর্মে লিখে পাঠালেন যে, এখানে কিছু লোক আছে, তারা সমবেত হয়ে সমস্ত মুসলিমদের জন্য এবং আমীরের জন্য দো'আ করে। ওমর (রাঃ) প্রতিউত্তরে তার নিকট লিখে পাঠালেন, তুমি তাদেরকে সাথে করে আমার নিকটে নিয়ে আস। অতঃপর তিনি তাদেরকে সাথে করে নিয়ে আসলেন। ওমর (রাঃ) তার দারোয়ানকে বললেন, তুমি চাবুক প্রস্তুত করে রাখ। ঐ গভর্ণর (তাদেরকে সাথে করে ওমরের দরবারে) যখন প্রবেশ করলেন তখন তিনি ঐ লোকগুলোর আমীরকে চাবুক দ্বারা প্রহার করতে লাগলেন'।[২৯]

যারা ফরয ছালাতের পর, ওয়ায মাহফিল শেষে, তথাকথিত বিদ'আতী মীলাদ শেষে এবং মৃতের দাফন পর্ব শেষে সম্মিলিতভাবে হাত উঠিয়ে দো'আর আয়োজন করে থাকেন উক্ত আছারটিতে তাদের জন্য অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে এই বিদ'আত পরিত্যাগ করার তাওফীক দিন- আমীন!

ওমর (রাঃ) সম্পর্কে অন্য আরেকটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ طُفْتُ مَـعَ عُمَـرَ بْـنِ الْخَطَّـابِ رَضِـىَ اللهُ عَنْهُ، فَلَمَّا كُنْتُ عِنْدَ الرُّكْنِ الَّذِىْ يَلِـى الْبَـابَ مِمَّـا يَلِـى الْحُجْـرَ، أَخَذْتُ بِيَدِهِ لِيَسْتَلِمَ، فَقَالَ أَمَّا طُفْتَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَهَلْ رَأَيْتَهُ يَسْتَلِمُهُ؟ قُلْـتُ لاَ، قَـالَ: فَانْفُذْ عَنْكَ فَإِنَّ لَكَ فِىْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ-

'ইমাম আহমাদ ইয়া'লা বিন উমাইয়ার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি ওমর বিন খাত্ত্বাবের সাথে তাওয়াফ করছিলাম, আমি যখন হিজরের সন্নিকটে অবস্থিত দরজার পাশের কোণের কাছে গেলাম, তখন আমি তাঁর হাতটি ধরে নিলাম, যাতে করে তিনি সেটিকে স্পর্শ করেন। তখন তিনি বললেন, তুমি কি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে তাওয়াফ করনি? আমি বললাম, হ্যাঁ অবশ্যই করেছি। তিনি বললেন, তবে কি তুমি তাঁকে সেটিকে স্পর্শ করতে দেখেছ? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তাহ'লে তুমিও এটা পরিত্যাগ কর। কারণ তোমার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মাঝে উত্তম নমুনা রয়েছে'।[৩০]

(৫) আব্দুল্লাহ বিন মাস'উদ (রাঃ) কর্তৃক রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত বিরোধী আমলকারীদের প্রতিবাদ ও নিন্দা জ্ঞাপনঃ

عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِىْ لُبَابَةَ أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَجْمَعُ النَّاسَ، فَيَقُـوْلُ رَحِـمَ اللهُ مَنْ قَالَ كَذَا وَكَذَا مَرَّةً سُبْحَانَ اللهِ، قَالَ: فَيَقُوْلُ الْقَوْمُ، فَيَقُوْلُ رَحِمَ اللهُ مَنْ قَالَ كَذَا وَكَذَا مَرَّةً اَلْحَمْدُ لِلَّهِ، قَالَ فَيَقُوْلُ الْقَوْمُ، قَالَ فَمَرَّ بِهِمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ، فَقَالَ لَقَدْ هَدَيْتُمْ لِمَا لَمْ يَهْتَدِ نَبِيُّكُمْ، أَوْ إِنَّكُمْ مُسْتَمْسِكُوْنَ بِذَنْبِ ضَلاَلَةٍ-

'আবদাহ বিন আবু লুবাবাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি লোকদেরকে একত্রিত করে বলত, আল্লাহ তাদেরকে রহম করুন, যারা এত এত বার 'সুবহানাল্লাহ' বলবে। তিনি বলেন, তখন লোকগুলি তা বলত। সে আবার বলত, যারা এত এত বার 'আল-হামদুলিল্লাহ' বলে, আল্লাহ তাদেরকে রহম করুন। তারা তখন সেভাবেই বলত। (একদা) তাদের নিকট দিয়ে আব্দুল্লাহ বিন মাস'উদ (রাঃ) অতিক্রমকালে (তাদেরকে লক্ষ্য করে) বললেন, হয় তোমরা এমন বিষয়ের হেদায়াত পেয়েছ, যার সন্ধান তোমাদের নবীও পাননি অথবা তোমরা অবশ্যই ভ্রষ্টতার লেজ ধারণকারী।[৩১] অত্র আছারটিতে বাংলার তথাকথিত অসংখ্য পীর-ফকীরদের জন্য বহু শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে, যারা নিজেদের কপোল-কল্পিত নিয়মে অন্ধ মুরীদদের কলব পরিষ্কারের নামে বিভিন্ন অযীফার তা'লীম দেন ও বিদ'আতী তরীকায় হালাকায়ে যিকরের আয়োজন করেন। আমরাও তাদেরকে আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাঃ)-এর ভাষায় বলতে চাই যে, এই সমস্ত বিদ'আতী যিকর ও অযীফার মাধ্যমে হয় আপনারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চেয়েও বেশী হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়েছেন, নতুবা গুমরাহীর লেজ শক্তভাবে ধারণ করেছেন। আল্লাহ আপনাদের সুমতি দিন- আমীন!

---

২৭. *বুখারী, 'পশু যবেহ ও শিকার' অধ্যায় হা/৫০৫৭; মুসলিম, 'পশু যবেহ ও শিকার' অধ্যায় হা/৩৬১৪।*
২৮. *মুসলিম, 'পশু যবেহ ও শিকার' অধ্যায় হা/৩৬১৪।*
২৯. *মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ ৫/২৯০, আছার ছহীহ। দ্রঃ আস-সুনানু ওয়াল মুবতাদা'আতু ফিল ইবাদাত, (মিসরঃ মাকতাবাতুল উলূম ওয়াল হিকাম ও মাকতাবাতু ইবাদির রহমান), পৃঃ ২৭৩।*
৩০. *মুসনাদু আহমাদ, হা/২৪৫, সনদ ছহীহ।*
৩১. *ইবনু ওয়াযযাহ, 'আল-বিদাউ ওয়ান্নাহয়ু আনহা' পৃঃ ২৪; আস-সুনান ওয়াল মুবতাদা'আতু ফিল ইবাদাত, পৃঃ ৩০৯।*

সুন্নাতের অনুসরণ ও বিদ'আত বর্জন সম্পর্কে সালাফে ছালেহীনের বাণীঃ

(১) ছাহাবী ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, اَلْاِقْتِصَادُ فِى السُّنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الْاِجْتِهَادِ فِى الْبِدْعَةِ 'সুন্নাতের ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা বিদ'আতী কাজে কঠোর পরিশ্রম করার চেয়েও উত্তম'।[৩২]

(২) ছাহাবী ইবনু ওমর (রাঃ) বলতেন, كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَإِنْ رَآهَا النَّاسُ حَسَنَةً 'সমস্ত বিদ'আতই ভ্রষ্টতা যদিও মানুষ তাকে ভাল মনে করে'।[৩৩]

(৩) ছাহাবী আলী ও ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ)-এর বাণীঃ

لاَيَنْفَعُ قَوْلٌ إِلاَّ بِعَمَلٍ، وَلاَ عَمَلٌ إِلاَّ بِقَوْلٍ، وَلاَقَوْلٌ وَلاَ عَمَلٌ إِلاَّ بِنِيَّةٍ، وَلاَنِيَّةٌ إِلاَّ بِمُوَافِقَةِ السُّنَّةِ-

'আমল ব্যতীত কোন কথা উপকারে আসবে না, কোন আমলও কথা ব্যতীত উপকারে আসবে না, কোন কথা ও আমল নিয়ত ব্যতীত উপকারে আসবে না, আর কোন নিয়তও উপকারে আসবে না সুন্নাতের আনুকুল্য ব্যতীত'।[৩৪]

(৪) ছাহাবী ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, إِنَّ أَبْغَضَ الْأُمُوْرِ إِلَى اللهِ تَعَالَى الْبِدَعُ، 'নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাধিক নিকৃষ্ট বস্তু হ'ল বিদ'আত'।[৩৫]

(৫) ছাহাবী উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ)-এর বাণী, عَلَيْكُمْ بِالسَّبِيْلِ وَالسُّنَّةِ، 'তোমরা সঠিক পথ ও সুন্নাত অবধারিত করে নাও'।[৩৬]

(৬) আইয়ূব সাখতিয়ানী (রহঃ)-এর বাণী, مَا ازْدَادَ صَاحِبُ بِدْعَةٍ اِجْتِهَادًا إِلاَّ ازْدَادَ مِنَ اللهِ بُعْدًا، 'বিদ'আতী যতই বিদ'আতী আমলে পরিশ্রম করে, ততই সে আল্লাহ থেকে নিজের দূরত্ব বৃদ্ধি করে'।[৩৭]

(৭) প্রখ্যাত তাবেঈ ইমাম যুহরী (রহঃ) বলেন, كَانَ مَنْ مَضَى مِنْ عُلَمَائِنَا يَقُوْلُ الْاِعْتِصَامُ بِالسُّنَّةِ نَجَاةٌ، 'আমাদের আলেমদের মধ্য হ'তে যাঁরা অতীত হয়েছেন, তাঁরা বলতেন সুন্নাতকে ভালভাবে আঁকড়ে ধরা মুক্তি (রক্ষাকবচ) স্বরূপ'।[৩৮]

(৮) প্রখ্যাত তাবেঈ সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (রহঃ)-এর আছারঃ

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يُصَلِّى بَعْدَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ أَكْثَرَ مِنْ رَكَعَتَيْنِ، يُكْثِرُ فِيْهَا الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ، فَنَهَاهُ سَعِيْدٌ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ يُعَذِّبُنِى اللهُ عَلَى الصَّلاَةِ؟ قَالَ: لاَ، وَلَكِنَّ يُعَذِّبُكَ عَلَى خِلاَفِ السُّنَّةِ-

'সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব থেকে বর্ণিত, তিনি জনৈক ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন, সে ফজর উদিত হওয়ার পরও দুই রাক'আতের অধিক (নফল) ছালাত আদায় করছে, যাতে সে রুকু ও সিজদাহ বেশী বেশী করে দিচ্ছে। সাঈদ (ইবনুল মুসাইয়্যাব) তাকে ঐরূপ করা থেকে নিষেধ করলেন। তখন সে লোকটি বলল, হে আবু মুহাম্মাদ! আল্লাহ আমাকে কি ছালাত আদায় করার কারণে শাস্তি দিবেন? তিনি বললেন, না, তবে তিনি তোমাকে সুন্নাতের বিরোধিতা করার জন্য শাস্তি দিবেন'।[৩৯]

উল্লেখ্য যে, ফজর উদিত হ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দুই রাক'আত (ফজরের সুন্নাত) ছালাত ব্যতীত আর কোন (নফল) ছালাত আদায় করতেন না।[৪০] বরং তিনি উক্ত দুই রাক'আতের অধিক ছালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন।[৪১] এ কারণেই সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব লোকটিকে এ কথা বলেছিলেন।

(৯) ইবনু আবিল জাওযা (রহঃ) বলেন,

لَئِنْ يُجَاوِرَنِى قُوْدَةٌ وَخَنَازِيْرُ أَحَبَّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ يُجَاوِرَنِىْ أَحَدٌ مِنْهُمْ يَعْنِىْ أَصْحَابُ الْأَهْوَاءِ،

'আমার পাশে তাদের (বিদ'আতীদের) থাকা অপেক্ষা বাঁদর ও শুকর পাশে থাকাই আমার নিকট অধিক প্রিয়'।[৪২]

---

৩২. *হাকেম, ১/১০৩; দারেমী ১/৭২; বায়হাক্বী ৩/১৯; ছহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব, ১/১২৫, হা/৪১।*

৩৩. *ইবনু নাছর মারওয়াযী, আছার নং ৮; লালকাঈ, শারহু উছূলিল ই'তিক্বাদ, ১ম খণ্ড, আছার নং ১২৬; ইবনু বাত্ত্বাহ, আল-ইবানাহ, আছার নং ২০৫; বায়হাক্বী, আল-মাদখাল, আছার নং ১৯১; সনদ ছহীহ। দ্রঃ সিলসিলাতুল আছার আছ-ছহীহাহ, আছার নং ১২১; আলবানী, ছালাতুত তারাবীহ পৃঃ ৮১।*

৩৪. *আজুররী, কিতাবুশ শরী'আত ১২৩। দ্রঃ আল-খুত্বাস সালীমাহ ফী বায়ানি উজূবি ইত্তিবাইস সুন্নাহ আল-ক্বাবীমা, পৃঃ ৫।*

৩৫. *বায়হাক্বী, আল-খুত্বাস সালীমাহ ফী বায়ানি উজূবি ইত্তিবাইস সুন্নাহ আল-ক্বাবীমা, পৃঃ ৬।*

৩৬. *শারহু উছূলিল ইতিকাদি আহলিস সুন্নাহ, ১/৫৬; আল-খুত্বাস সালীমাহ ফী বায়ানি উজুবি ইত্তিবাইস সুন্নাহ আল-ক্বাবীমা, পঃ ৬।*

৩৭. *শাতিবী, আল-ই'তেছাম, পৃঃ ৬০।*

৩৮. *সুনানু দারেমী, মুক্বাদ্দামাহ, আছার নং ৯৬, সনদ ছহীহ)।* ৩৮. *সুনানু দারেমী, মুক্বাদ্দামাহ, আছার নং ৯৬, সনদ ছহীহ।*

৩৯. *সুনানু দারেমী, মুকাদ্দামা, ১/৪০৪/৪৫০; বায়হাক্বী, ২/৪৬৬; আব্দুর রাযযাক, মুছান্নাফ, আছার নং ৪৭৫৫; আছারটির সনদ জাইয়্যেদ; আলবানী, ইরওয়াউল গালীল ২/২৩৬, সনদ ছহীহ; খত্বীব বাগদাদী (রহঃ) প্রায় অনুরূপ আছার সংক্ষিপ্তভাবে তার 'আল-ফাক্বীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ' কিতাবে (১/৩৮১/৩৮৭) ভিন্ন একটি হাসান সনদে সংকলন করেছেন। বিস্তারিত দ্রঃ 'সিলসিলাতুল আছার আছ-ছহীহাহ' ১/৫৮ পৃঃ, আছার নং ৪৫।*

৪০. *মুসলিম, হা/১১৮৫।*

৪১. *তিরমিযী, হা/৪১৯, ৩৮৪; আবুদাউদ, হা/১০৮৬, হাদীছ ছহীহ। দ্রঃ ইরওয়াউল গালীল ২/২৩২।*

৪২. *লালকাঈ, আছার নং ২৩১, ইবনু বাত্ত্বাহ, আল-ইবানাহ, আছার নং ৪৬৬; আল-আজুররী, কিতাবুশ শারী'আহ, পৃঃ ৯৬৫, আছার নং ২০৫৬।*

সুন্নাতের অনুসরণ ও তাক্বলীদ বর্জন সম্পর্কে মহামতি ইমামগণের কতিপয় বাণীঃ

(১) ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর বাণীঃ

(ক) ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল,

إِذَا قُلْتَ قَوْلاً وَكِتَابُ اللهِ يُخَالِفُهُ؟ قَالَ اُتْرُكُوْا قَوْلِى لِكِتَابِ اللهِ، فَقِيْلَ إِذَا كَانَ خَبَرُ الرَّسُوْلِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَالِفُهُ؟ قَالَ اتْرُكُوْا قَوْلِى لِخَبَرِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقِيْلَ إِذَا كَانَ قَوْلُ الصَّحَابَةِ يُخَالِفُهُ: قَالَ اتْرُكُوْا قَوْلِىْ لِقَوْلِ الصَّحَابَةِ–

‘আপনি যদি এমন কথা বলে থাকেন, যা আল্লাহ্‌র কিতাব বিরোধী (তাহ’লে আমাদের করণীয় কি)? তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কিতাবের কথা ধরবে এবং আমার কথা পরিত্যাগ করবে। তাঁকে পুনরায় বলা হ’ল, যদি সে কথা রাসূলের হাদীছ বিরোধী হয়? তিনি বললেন, রাসূলের কথা গ্রহণ করবে এবং আমার কথা বর্জন করবে। তাঁকে আবার জিজ্ঞেস করা হ’ল, যদি ছাহাবীদের কথার বিরোধী হয়? তিনি বললেন, ছাহাবীদের কথা পেলে আমার কথা বর্জন করবে’।[৪৩]

(খ) ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) থেকে আরো বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

إِذَا جَاءَ الْحَدِيْثُ عَنْ رَّسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى الرَّأْسِ وَالْعَيْنِ، وَإِذَا جَاء عَنِ الصَّحَابَةِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمْ فَعَلَى الرَّأْسِ وَالْعَيْنِ، وَإِذَا جَاءَ عَنِ التَّابِعِيْنَ فَنَحْنُ رِجَالٌ وَهُمْ رِجَالٌ–

‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে হাদীছ আসলে তা মাথায় ও চোখের উপর থাকবে, ছাহাবীদের থেকেও যদি কোন কথা আসে সেটিও মাথা ও চোখের উপর থাকবে। তবে তাবেঈদের থেকে কিছু আসলে তারা যেমন পুরুষ, আমরাও তেমনি পুরুষ’।[৪৪]

(গ) তিনি আরো বলেন, إِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبِىْ، ‘হাদীছ ছহীহ প্রমাণিত হ’লে সেটিই আমার মাযহাব’।[৪৫]

(২) ইমাম মালেক (রহঃ)-এর বাণীঃ

(ক) তিনি বলেন, اَلسُّنَّةُ سَفِيْنَةُ نُوْحٍ، مَنْ رَكِبَهَا نَجَا، وَمَنْ تُخَلَّفَ عَنْهَا غَرَقَ، ‘সুন্নাত হ’ল নূহ (আঃ)-এর নৌকা সদৃশ, যে তাতে আরোহণ করবে সে পরিত্রাণ পাবে, আর যে তা থেকে পিছে অবস্থান করবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে’।[৪৬]

(খ) তিনি আরো বলেন,

مَنِ ابْتَدَعَ فِى الْإِسْلَامِ بِدْعَةً يَرَاهَا حَسَنَةً فَقَدْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَانَ الرِّسَالَةَ، لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُوْلُ، اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ فَمَالَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِيْنًا فَلاَ يَكُوْنُ الْيَوْمَ دِيْنًا–

‘যে ইসলামের মধ্যে বিদ‘আতের প্রবর্তন করে তাকে উত্তম বলে মনে করল, সে মূলতঃ এই ধারণাই করল যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর রেসালতের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে খিয়ানত করেছেন। কেননা মহান আল্লাহ বলেন, ‘আজকের দিনে আমি তোমাদের ধর্মকে পরিপূর্ণ করে দিলাম’। অতএব যা সেদিন ধর্ম হিসাবে পরিগণিত ছিল না তা আজকেও ধর্ম বলে পরিগণিত হবে না’।[৪৭]

(গ) তিনি আরো বলেন,

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أُخْطِئُ وَأُصِيْبُ، فَانْظُرُوْا فِىْ رَأْيِى، فَكُلُّ مَا وَافَقَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَخُذُوْهُ، وَكُلُّ مَا لاَيُوَافِقُ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَاتْرُكُوْهُ–

‘আমি তো একজন মানুষ মাত্র। আমি ভুল করি, শুদ্ধও করি। অতএব তোমরা আমার রায়গুলি দেখবে। যে সমস্ত রায় কুরআন-হাদীছের অনুকূল হবে তা গ্রহণ করবে, আর যে সব রায় কুরআন ও হাদীছের অনুকূল হবে না তা পরিত্যাগ করবে’।[৪৮]

(৩) ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-এর বাণীঃ

(ক) তিনি বলেন,

أَجْمَعَ الْمُسْلِمُوْنَ عَلَى أَنَّ مَن اسْتَبَانَ لَهُ سُنَّةٌ عَنْ رَّسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَّدَعَهَا لِقَوْلِ أَحَدٍ،

‘মুসলিমগণ এই বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, যার নিকট রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে, তার জন্য অন্য কারো কথা শুনে তা (সুন্নাত) পরিত্যাগ করা বৈধ নয়’।[৪৯]

---

৪৩. *ইক্বদুল জীদ ফিল ইজতিহাদি ওয়াত্তা ক্বলীদতা-এর বরাতে জয়পুরী প্রণীত হাক্বীক্বাতুল ফিক্বহ পৃঃ ৬৯; ইকবাল কীলানী, কিতাবুস সুন্নাহ, পৃঃ ৯৫; ফাতহুল মাজীদ, পৃঃ ৩৯৩।*

৪৪. *ফাতহুল মাজীদ, পৃঃ ৩৯২।*

৪৫. *হাশিয়া ইবনু আবেদীন, ১/৬৩; রাসমুল মুফতী ১/৪; ফুল্লানী, ইকাযুল হিমাম, পৃঃ ৬২; শায়খ আলবানী, ছিফাতুছ ছালাত, পৃঃ ৪৬।*

৪৬. *বায়হাক্বী, আল-খুত্বাস সালীমাহ ফী বায়ানি উজূবি ইত্তিবাইস সুন্নাহ আল-ক্বাবীমা, পৃঃ ৬।*

৪৭. *ইমাম শাতিবী, আল-ই‘তেছাম, পৃঃ ৩৭।*

৪৮. *ইবনু আব্দুল বার্র, জামেউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহী ২/৩২; ইবনু হাযম, উছূলুল আহকাম ৬/১৪৯; আল-ফুল্লানী, ইকাযুল হিমাম, পৃঃ ৭২; গৃহীতঃ আলবানী, ছিফাতুছ ছালাত, পৃঃ ৪৮।*

৪৯. *ই‘লামুল মুওয়াক্কেঈন, ২/৩৬১; আল-ফুল্লানী, ইকাযুল হিমাম, পৃঃ ৬৮। দ্রঃ আলবানী, আল-হাদীছ হুজ্জাতুন বেনাফসিহী ফিল আক্বাঈদ ওয়াল-আহকাম, পৃঃ ৮০; ছিফাতুছ ছালাত, পৃঃ ৫০; কীলানী, কিতাবু ইত্তিবাইস সুন্নাহ, পৃঃ ৯৭।*

(খ) তিনি আরো বলেন, إِذَا رَأَيْتُمْ كَلاَمِيْ يُخَالِفُ الْحَدِيْثَ فَاعْمَلُوْا بِالْحَدِيْثِ وَاضْرِبُوْا بِكَلاَمِيْ عَرْضَ الْحَائِطِ، 'যদি তোমরা আমার কথা হাদীছ বিরোধী দেখতে পাও, তাহ'লে হাদীছের উপর আমল করবে, আর আমার কথাকে দেয়ালে ছুড়ে মারবে'।[৫০]

(গ) তিনি আরো বলেন, إِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبِيْ، 'হাদীছ ছহীহ প্রমাণিত হ'লে সেটিই আমার মাযহাব'।[৫১]

(৪) ইমাম আহমাদ (রহঃ)-এর বাণীঃ

(ক) তিনি বলেন, لاَ تُقَلِّدْنِيْ وَلاَ تُقَلِّدْ مَالِكًا وَلاَ الشَّافِعِيَّ وَلاَ الْأَوْزَاعِيَّ وَلاَ الثَّوْرِيَّ، وَخُذْ مِنْ حَيْثُ أَخَذُوْا، 'তুমি আমার অন্ধ অনুসরণ কর না, শাফেঈরও নয়, আওযাঈ এবং ছাওরীরও নয়; বরং তাঁরা যে উৎস থেকে গ্রহণ করেছেন, তুমিও সেখান থেকে গ্রহণ কর'।[৫২]

(খ) তিনি আরো বলেন,

لاَتُقَلِّدْ دِيْنَكَ أَحَدًا مِنْ هَؤُلاَءِ، مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ فَخُذْ بِهِ، ثُمَّ التَّابِعِيْنَ بَعْدَ الرَّجُلُ فِيْهِ مُخَيَّرٌ–

'তুমি তোমার ধর্মকে তাদের কারো নিকট লটকিয়ে রেখ না। নবী ও ছাহাবায়ে কেরাম থেকে যা বর্ণিত হয় তাই গ্রহণ কর। তবে তাবেঈদের বিষয়ে ব্যক্তির স্বাধীনতা রয়েছে'।[৫৩]

(গ) তিনি আরো বলেন, مَنْ رَدَّ حَدِيْثَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ عَلَى شَفَا هَلَكَةٍ، 'যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছ প্রত্যাখ্যান করবে সে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত'।[৫৪]

পরিশেষে আল্লাহ আমাদের সকলকে অন্ধ তাক্বলীদের শিকল থেকে চির মুক্তি দান করতঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যথাযথ অনুসরণ করার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

---

৫০. *হাক্বীক্বাতুল ফিক্বহ, পৃঃ ৭৪; কীলানী, কিতাবু ইত্তেবাইস সুন্নাহ পৃঃ ৯৮; ফাতহুল মাজীদ, পৃঃ ৩৯৩।*

৫১. *ইমাম নববী, আল-মাজমূ' ১/৬৩; শা'রানী, আল-মীযান ১/৫৭; তিনি এটিকে হাকেম ও বায়হাক্বীর দিকে সম্পর্কিত করেছেন; ফুল্লানী, ইকাযুল হিমাম, পৃঃ ১০৭। গৃহীতঃ শায়খ আলবানী ছিফাতুছ ছলাত, পৃঃ ৫০।*

৫২. *আলবানী, আল-হাদীছ হুজ্জাতুন বেনাফসিহী ফিল আক্বাইদ ওয়াল আহকাম, পৃঃ ৭০-৭১; ফুল্লানী, ইকাযুল হিমাম, পৃঃ ১১৩; ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন ২/৩২০; আলবানী, 'ছিফাতুছ ছালাত, পৃঃ ৫৩।*

৫৩. *আবুদাঊদ, মাসায়েলে ইমাম আহমাদ, পৃঃ ২৭৬, ২৭৭।*

৫৪. *ইবনুল জাওযী, পৃঃ ১৮২; আলবানী, ছিফাতুছ ছলাত, পৃঃ ৫৩।*

তাওহীদ

*আব্দুল ওয়াদূদ**

(৪র্থ কিস্তি)

তাওহীদ তিন প্রকারঃ

১. তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহঃ

তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহ অর্থ আল্লাহ্‌র কর্তৃত্ব ও ক্ষমতায় তাঁকে একক মর্যাদা দেয়া। সৃষ্টি, মালিকানা, জীবন-জীবিকা দান, বিশ্ব জাহানের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ, জীবন-মৃত্যুদাতা, দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-সংকট থেকে পরিত্রাণ দেয়া, সন্তান প্রদান ইত্যাদি সবকিছুর ক্ষমতা একমাত্র তাঁরই এ বিশ্বাস করা। আল্লাহ পাক অফুরন্ত নে'মতের মাধ্যমে গোটা সৃষ্টিজগৎকে প্রতিপালন করছেন। তাঁর এই সৃষ্টির প্রতিপালন কাজে কোন সাহায্যকারী ও পরামর্শদাতা নেই। তাওহীদে রুবূবিয়্যাহ বর্ণনায় পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে অসংখ্য বর্ণনা এসেছে। নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা হ'ল-

সৃষ্টিকর্তাঃ

মহান আল্লাহ তা'আলা মানুষ, জীব-জন্তু, পশু-পাখি, আসমান-যমীন এবং এ দু'য়ের মধ্যস্থিত সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং লালন-পালন করছেন। আল্লাহ বলেন,

يَآأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ– الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً وَّأَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلاَ تَجْعَلُوْا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَّ أَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ–

'হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ইবাদত কর, যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আশা করা যায় যে, তোমরা পরহেযগারিতা অবলম্বন করতে পারবে। যিনি তোমাদের জন্য ভূমিকে বিছানা এবং আকাশকে ছাদ স্বরূপ স্থাপন করে দিয়েছেন। আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তোমাদের জন্য ফল-ফসল উৎপাদন করছেন তোমাদের খাদ্য হিসাবে। অতএব আল্লাহ্‌র সাথে তোমরা অন্য কাউকে সমকক্ষ করো না। বস্তুতঃ এসব তোমরা জান' *(বাক্বারাহ ২১-২২)*।

রিযক দাতাঃ

আল্লাহ্ তা'আলা সব কিছুকে সৃষ্টি করে সকল প্রাণীর রিযিকের ব্যবস্থা করেছেন। আল্লাহ বলেন,

---

** তুলাগাঁও, সুলতানপুর, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।*

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِيْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ–

'পৃথিবীতে এমন কোন বিচরণশীল প্রাণী নেই যার জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ্‌র উপর নেই। তিনি তাদের অবস্থা জানেন। আর জানেন তারা কোথায় সমাধিস্থ হয়। সবকিছুই সুস্পষ্ট কিতাবে রয়েছে' *(হূদ ৬)*।

মৃত্যু দাতাঃ

আল্লাহ তা'আলা সব প্রাণীকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পৃথিবীতে বসবাসের সুযোগ দানের পর তাদের মৃত্যু দিবেন। আর এই মৃত্যু প্রদানের মালিক ও ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্‌র। মহান আল্লাহ বলেন, كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ، 'প্রত্যেক প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে' *(আনকাবূত ৫৭; আলে ইমরান ১৮৫; আম্বিয়া ৩৫)*।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اَلَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَوةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ–

'যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন যে, তোমাদের মধ্যে কে কাজের দিক থেকে শ্রেষ্ঠ। তিনি পরাক্রমশালী ক্ষমাশীল' *(মুলক ২)*।

বান্দার কল্যাণ-অকল্যাণ করাঃ

বান্দার কল্যাণ ও অকল্যাণ করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্‌র হাতেই রয়েছে। পৃথিবীর সমস্ত মানুষ মিলে বান্দার কোন কল্যাণ বা অকল্যাণ করতে পারবে না। ততটুকু পারবে যতটুকু আল্লাহ তার ভাগ্যে লিখে রেখেছেন। আল্লাহ বলেন,

وَإِنْ يَّمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَآدَّ لِفَضْلِهِ يُصِيْبُ بِهِ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ–

'আল্লাহ যদি তোমার কোন ক্ষতি বা অকল্যাণ পৌঁছান, তাহ'লে তিনি ছাড়া তা থেকে পরিত্রাণ দেয়ার কেউ নেই। পক্ষান্তরে তিনি যদি তোমার কল্যাণ চান, তবে তাঁর অনুগ্রহ রহিত করার মত কেউ নেই। তিনি নিজ বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি অনুগ্রহ করতে চান, তাকেই তিনি অনুগ্রহ করেন। বস্তুতঃ তিনিই ক্ষমাশীল দয়ালু' *(ইউনুস ১০৭)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন,

وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَّنْفَعُوْكَ بِشَيْئٍ لَمْ يَنْفَعُوْكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ، وَإِنِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَّضُرُّوْكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوْكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ–

'জেনে রাখ, সমস্ত জাতি এক সাথে মিলেও যদি তোমার কোন উপকার করতে চায়, তবে মহান আল্লাহ তোমার ভাগ্যে যা নির্ধারণ করে রেখেছেন, তাছাড়া কোন উপকার করতে পারবে না। আর তারা যদি এক সাথে মিলে তোমার ক্ষতি করতে চায়, তবে আল্লাহ যা তোমার ভাগ্যে নির্ধারণ করে রেখেছেন তাছাড়া কোন ক্ষতি করতে পারবে না'।[৩১]

সন্তান দানঃ

অনেকে সন্তান কামনায় মাযারে গিয়ে থাকে। মৃত ব্যক্তির নিকটে প্রার্থনা করে। এটা তাওহীদ পরিপন্থী এবং স্পষ্ট শিরক। কারণ সন্তান দেওয়া ও না দেওয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَايَشَآءُ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ إِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ– أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا إِنَّهُ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ–

'আকাশ সমূহ ও পৃথিবীর কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহ্‌র। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন। অথবা তাদেরকে দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ ক্ষমতাশীল' *(শূরা ৪৯-৫০)*।

কিছু নাস্তিক ও প্রকৃতিবাদী ছাড়া দুনিয়ার সকল মানুষ সকল যুগে তাওহীদে রুবূবিয়্যাহ তথা আল্লাহ্‌কে সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রিযিকদাতা, রোগ ও আরোগ্যদাতা, জীবন-মরণদাতা হিসাবে বিশ্বাস করে এসেছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আগমন কালে জাহেলী যুগের আরবরাও এ বিশ্বাস রাখত। আল্লাহ পাক বলেন,

قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَ مَنْ يُّخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُّدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُوْلُوْنَ اللهُ، فَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُوْنَ–

'আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, আসমান ও যমীন থেকে কে তোমাদেরকে রুযী দান করেন? কে তোমাদের কর্ণ ও চক্ষু সমূহের মালিক? কে জীবিতকে মৃতের মধ্য থেকে এবং মৃতকে জীবিতের মধ্য থেকে বের করে আনেন? কে কর্ম সমূহের ব্যবস্থাপনা করে থাকেন? সত্বর তারা বলবে, আল্লাহ। আপনি বলুন, এর পরেও কি আল্লাহ্‌কে ভয় করবে না'? *(ইউনুস ৩১)*।

একই মর্মে বর্ণিত হয়েছে- সূরা লোকমান ২৫; আন'আম ২৬; বনী ইসরাঈল ৯৮; মুমিনূন ৮৪, ৮৯, ৯১; আনকাবূত ৬১, ৬৩; যুমার ৩৮; যুখরুফ ৯, ৮২ নং আয়াতে।

---

৩১. *তিরমিযী, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/৬২*।

Contents

মক্কাবাসীরা তাদের সন্তানের নাম আব্দুল্লাহ, আব্দুল মুত্তালিব ইত্যাদি রাখত। কিন্তু তারা বিভিন্ন নামে আল্লাহ্কে ডাকত ও বিভিন্নভাবে তাঁর সাথে অন্যকে শরীক করত। তারা বিভিন্ন সৎকর্মশীল মৃতব্যক্তির মূর্তি বানিয়ে কা'বা ঘরে রাখত ও তাদের অসীলায় আল্লাহ্র নিকটে প্রার্থনা করত। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, এইসব সৎকর্মশীল মৃতব্যক্তিগণ তাদের জন্য আল্লাহ্র কাছে সুপারিশ করবে। তাদেরকে আল্লাহ্র নিকটে পৌঁছে দেবে ও তারা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهِ أَوْلِيَآءَ مَانَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُوْنَآ إِلَى اللهِ زُلْفَى،

'আর যারা আল্লাহ্র পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, তারা বলে, আমরা তো এদের পূজা এজন্যই করি যে এরা আমাদেরকে আল্লাহ্র সান্নিধ্যে পৌঁছে দেবে' *(যুমার ৩)*।

২. তাওহীদুল উলুহিয়্যাহঃ

আল্লাহ্কে সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা বিশ্বাস করার সাথে সাথে সকল প্রকার ইবাদতকে একমাত্র আল্লাহ্র জন্য নির্ধারণ করাই হ'ল তাওহীদে উলুহিয়্যাহ। একে তাওহীদে ইবাদতও বলা হয়।

বান্দার উপাসনা বা দাসত্ব হবে একমাত্র আল্লাহ্র জন্য। তার ছালাত, ছিয়াম, দো'আ, যিকর, আশা, ভরসা, সাহায্য প্রার্থনা, সন্তান ও রোগমুক্তি কামনা, কল্যাণ প্রার্থনা, অকল্যাণ দূর করার জন্য দো'আ হবে শুধুমাত্র আল্লাহ্র কাছে, অন্য কারো কাছে নয়। এরই নাম হচ্ছে তাওহীদে উলুহিয়্যাহ। আল্লাহ বলেন,

ذَالِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَآ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْئٍ فَاعْبُدُوْهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ وَّكِيْلٌ–

'তিনিই আল্লাহ, তোমাদের রব। তিনি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই। তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা। অতএব তোমরা তাঁরই ইবাদত কর। তিনি প্রত্যেক বস্তুর কার্যনির্বাহী' *(আন'আম ১০২)*।

আর আল্লাহ মূলত মানুষকে ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَاخَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ، 'আমি জিন এবং মানব জাতিকে একমাত্র আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি' *(যারিয়াত ৫৬)*। আর মানুষদেরকে ইবাদতের তাকীদ দেওয়ার জন্য আল্লাহ যুগে যুগে নবী-রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلاً أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ،

'আমি সকল জাতির নিকট রাসূল পাঠিয়েছি। তারা সবাই নিজ নিজ জাতিকে এ বলে আহ্বান জানিয়েছিল, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং ত্বাগূতকে বর্জন কর' *(নাহল ৩৬)*।

আর নবী-রাসূলগণও সকল মানুষকে ইবাদতের নির্দেশ দিয়েছিলেন। আল্লাহ বলেন,

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ إِلاَّ نُوْحِيْ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّآ أَنَا فَاعْبُدُوْنِ–

'হে নবী! তোমার পূর্বে যে রাসূলই আমি পাঠিয়েছি তার প্রতিই অহী পাঠিয়েছি এই কথার যে, আমি ব্যতিরেকে কোন ইলাহ নেই। অতএব তোমরা কেবল আমারই ইবাদত কর' *(আম্বিয়া ২৫)*।

ইবাদতের সংজ্ঞায় শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন,

اَلْعِبَادَةُ اِسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللهُ وَيَرْضَاهُ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ–

'সামগ্রিক অর্থে ইবাদত ঐ সকল প্রকাশ্য ও গোপন কথা ও কাজের নাম, যা আল্লাহ ভালবাসেন ও যাতে তিনি খুশি হন'।[৩২]

আর ইবাদতের ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি বা দলের অন্ধ অনুসরণ করা যাবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِتَّبِعُوْا مَآ أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهِ أَوْلِيَآءَ، 'তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে, তোমরা তারই অনুসরণ কর। আর আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন অলী-আউলিয়ার অনুসরণ করো না' *(আ'রাফ ৩)*।

আল্লাহ ও রাসূলের দেয়া বিধানকে বিনা দ্বিধায় অবনত মস্তকে মেনে নিতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَمْرًا أَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ،

'কোন মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীর এই অধিকার নেই যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যখন কোন বিষয়ের ফায়ছালা করেন, সে বিষয়ে নিজেদের কোন এখতিয়ার পেশ করবে' *(আহযাব ৩৬)*।

আর আমল করতে হবে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী। অন্যথা সে আমল ক্বিয়ামতের দিন কোন কাজে আসবে না। আল্লাহ বলেন,

---

৩২. *আব্দুর রহমান বিন হাসান, ফাতহুল মাজীদ, (জমঈয়াতু এহইয়াইত তুরাছ আল-ইসলামী), পৃঃ ১৭।*

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِيْنَ أَعْمَالاً، اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا، أُولَئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآئِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلاَ نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا–

'বলুন! আমি কি তোমাদেরকে আমলের দিক দিয়ে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের সংবাদ দেব? তারাই তো সেই লোক, প্রার্থিব জীবনে যাদের প্রয়াস-প্রচেষ্টা পণ্ড হয়ে থাকে। যদিও তারা মনে করে যে, তারা ভাল কাজ করছে। তারা তো সেই লোক যারা তাদের প্রতিপালকের নির্দেশাবলী ও তাঁর সাথে সাক্ষাতের বিষয় অস্বীকার করে থাকে। ফলে তাদের আমল সমূহ বরবাদ হয়ে যায়। সুতরাং ক্বিয়ামতের দিন আমি তাদের আমলের গুরুত্ব দেব না' *(কাহ্ফ ১০৩-১০৫)*।

৩. তাওহীদুল আসমা ওয়াছ ছিফাতঃ

তাওহীদুল আসমা ওয়াছ ছিফাত অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলীতে একত্ব। আল্লাহ তা'আলা শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য যাবতীয় গুণাবলীতে এক, একক এবং নিরংকুশভাবে পূর্ণতার অধিকারী। এক্ষেত্রে কোনক্রমেই কেউ তাঁর অংশীদার হ'তে পারে না। আল্লাহ পাক বলেন,

اَللهُ لَآ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَهُ الْأَسْمَآءُ الْحُسْنَى–

'আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, তাঁর রয়েছে সুন্দর নাম সমূহ' *(ত্বা-হা ৮)*।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلِلَّهِ الْأَسْمَآءُ الْحُسْنَى فَادْعُوْهُ بِهَا،

'আল্লাহ্র রয়েছে সুন্দর নাম সমূহ। সুতরাং তাঁকে ঐসব নামে ডাক' *(আ'রাফ ১৮০)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى تِسْعَةٌ وَّتِسْعِيْنَ اِسْمًا مِائَةً إِلاَّ وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ،

'আল্লাহ্র নিরানব্বইটি অর্থাৎ ১টি কম একশটি নাম রয়েছে। যে এই নামগুলি মুখস্থ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[৩৩]

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে আল্লাহ্র যেসব নাম ও গুণাবলী উল্লিখিত হয়েছে, সেসব নাম ও গুণাবলীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। এই নাম ও গুণাবলী যে অর্থ বহন করে সে অর্থেই বিশ্বাস করতে হবে। ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে মূল অর্থ বাদ দিয়ে অন্য অর্থ করা যাবে না। আল্লাহ্ বলেন, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ، 'কোন বস্তুই তাঁর সাদৃশ্য নয়। তিনি সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা' *(শূরা ১১)*।

আল্লাহ্র মত কিছুই নেই, না তাঁর সত্তায়, না তাঁর গুণে, না তাঁর কর্মে। উপরোক্ত আক্বীদা পোষণ করার নামই হচ্ছে আসমা ওয়াছ ছিফাত সংক্রান্ত তাওহীদ। আল্লাহ তা'আলার আযমত এবং জালালতের সাথে শোভনীয় ও সামঞ্জস্যশীল অনেক নাম ও গুণাবলীর অর্থ এবং হুকুম-আহকাম কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে আল্লাহ তাঁর নিজ সত্তার জন্য এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আল্লাহ্র জন্য সেগুলিকে যেভাবে ঘোষণা করেছেন সেভাবেই গ্রহণ করতে হবে ও বিশ্বাস করতে হবে।

আর 'আল্লাহ' শব্দটি আল্লাহ্র আসল সত্তা (ইসমে যাত)। 'আল্লাহ্' নামের কোন প্রতিশব্দ নেই। উপমহাদেশে মুসলমানরা আল্লাহ্র পরিবর্তে খোদা, বিজাতীরা ইশ্বর, ভগবান, গড প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করে থাকে। কুরআন ও ছহীহ হাদীছে যেহেতু আল্লাহ শব্দের প্রতিশব্দ পাওয়া যায় না, তাই আল্লাহ্কে ডাকার ক্ষেত্রে প্রতিশব্দ ব্যবহার জায়েয নয়। আল্লাহ শব্দে আল্লাহ্কে ডাকার মধ্যেই আল্লাহ্র মর্যাদা ফুটে উঠে। মহান আল্লাহ বলেন, اَتَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِىْ هُوَ أَدْنَى بِالَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ، 'তোমরা কি পরিবর্তন করতে চাও নিকৃষ্ট বস্তুকে উত্তম বস্তু দ্বারা' *(বাক্বারাহ ৬১)*।

আল্লাহ্র যেসব গুণবাচক নাম রয়েছে সেগুলি মানুষের রাখা ঠিক নয়। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

أَخْنَى الْأَسْمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللهِ رَجُلٌ يُسَمَّى مَلِكُ الْأَمْلاَكِ،

'আল্লাহ্র নিকট ক্বিয়ামতের দিন সবচেয়ে নিকৃষ্ট নাম হবে যে ব্যক্তি তার নাম রেখেছে মালিকুল আমলাক বা রাজ্যসমূহের মালিক'।[৩৪]

তাই আল্লাহ্র গুণবাচক নামে মানুষের রাখার ক্ষেত্রে عبد বা বান্দা উল্লেখ করতে হবে। যেমন আল্লাহ্র নাম الرحمن বা দয়াময়। কারো নাম রহমান রাখা যাবে না; বরং عبد الرحمن (দয়াময়ের বান্দা) রাখতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাই কিছু নামের পরিবর্তন করেছিলেন। আবু শুরাইহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, তাকে আবুল হাকাম নামে ডাকা হ'ত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন,

৩৩. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২২৮৭*।

৩৪. *বুখারী, মিশকাত হা/৪৭৫৫*।

إِنَّ اللهَ هُوَ الْحَكَمُ، وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ، فَلَمْ تُكَنَّي أَبَا الْحَكَمِ قَالَ: إِنَّ قَوْمِيْ إِذَا اخْتَلَفُوْا فِيْ شَيْءٍ أَتَوْنِيْ فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ، فَرَضِيَ كُلاَّ الْفَرِيْقَيْنِ بِحَكَمِيْ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَحْسَنَ هذَا، فَمَالَكَ مِنَ الْوَلَدِ؟ قَالَ لِيْ شُرَيْحٌ، وَمُسْلِمٌ وَعَبْدُ اللهِ، قَالَ: فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ؟ قَالَ: قُلْتُ شُرَيْحٌ، قَالَ فَأَنْتَ أَبُوْ شُرَيْحٍ–

'আল্লাহই তো হাকাম (চূড়ান্ত ফায়ছালাকারী), তাঁর দিকেই হুকুম ফিরে যায়। সুতরাং তোমরা আবুল হাকাম নামে উপনাম রেখো না। তখন তিনি বললেন, আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা কোন বিষয়ে মতবিরোধ করলে আমার কাছে আসত। আমি তাদের মাঝে ফায়ছালা করে দিতাম। এতে উভয় পক্ষই খুশি হ'ত। তিনি বললেন, কতইনা উত্তম! তোমার কোন সন্তান আছে কি? আমি বললাম, শুরাইহ, মুসলিম ও আবদুল্লাহ নামে আমার তিনটি ছেলে আছে। তিনি বললেন, তাদের মধ্যে বড় কে? আমি বললাম, শুরাইহ। তিনি বললেন, তাহ'লে তুমি আবু শুরাইহ'।[৩৫]

তাওহীদে আসমা ওয়াছ ছিফাত সম্পর্কে বিভিন্ন দলের আক্বীদাঃ

* একদল বলে, আমরা আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলীকে সাব্যস্তও করব না প্রত্যাখ্যানও করব না। কারণ যদি সাব্যস্ত করি তাহ'লে আল্লাহ্কে কোন কিছুর সাথে সাদৃশ্য করা হয়, আর যদি প্রত্যাখ্যান করি, তাহ'লে আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলী নেই এটা সাব্যস্ত হয়।

* আরেক দল বলে, আমরা আল্লাহ্র গুণের ক্ষেত্রে না সূচককে সাব্যস্ত করব, হ্যাঁ সূচককে সাব্যস্ত করব না। তারা বলে, আমরা বলব না আল্লাহ حي (জিবিত); বরং আমরা বলব, ليس بميت বা তিনি মৃত নন। আমরা বলব না আল্লাহ জ্ঞানী; বরং আমরা বলব, তিনি জাহেল নন।

* আরেক দল বলে, আমরা আল্লাহ্র নাম সমূহ ও তাঁর সাতটি ছিফাতকে সাব্যস্ত করি। সেই সাতটি ছিফাত হ'ল, (১) الحياة বা জীবন (২) العلم বা জ্ঞান (৩) القدرة বা শক্তি (৪) الإرادة বা ইচ্ছা (৫) السمع বা শ্রবণ করা (৬) البصر বা দেখা (৭) الكلام বা কথা বলা।

* আহলেহাদীছগণ আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলীকে এমনভাবে আল্লাহ্র সাথে সম্পৃক্ত করেন যেমনভাবে আল্লাহ স্বয়ং এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) করেছেন। কোন প্রকার تحريف বা পরিবর্তন, تعطيل বা পরিবর্ধন, تكيف বা আকৃতি প্রদান تمثيل বা উদাহরণ ছাড়া। আল্লাহ পাক বলেন, 'কোন বস্তুই তাঁর সাদৃশ্য নয়। তিনি সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা' *(শূরা ১১)*। আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে উপরোক্ত আক্বীদাগুলি উল্লেখযোগ্য। আহলেহাদীছ তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুকূলে। মানুষ আল্লাহ্র অসংখ্য সৃষ্টির অন্যতম। বড় বড় প্রাণীগুলির দিকে তাকালে বোঝা যায় যে, এগুলির তুলনায় মানুষের আকৃতি খুবই ছোট। তারপরও আল্লাহ মানুষকে ছোট-বড় সকল প্রাণীর উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। মানুষ আল্লাহ্কে জানবে ও চিনবে, কুরআন-হাদীছ বুঝবে ও মানবে এটাই হ'ল আল্লাহ্র উদ্দেশ্য। আর মানুষের জ্ঞান সামান্য, মানুষ গায়েব জানে না। মানুষের নিকট যা ঘটে বা যা বলা হয় তাই সে জানতে পারে, এর বেশী নয়। মহান আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলী হ'ল গায়েবের বিষয়, এগুলি আমরা ততটুকুই জানতে পারি যতটুকু আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে জানিয়েছেন। সুতরাং না জেনে আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলীর বিষয়ে অনুমান বা ধারণা করা ঠিক হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللهِ مَالاَ تَعْلَمُوْنَ

'(আল্লাহ হারাম করেছেন) আল্লাহ্র প্রতি এমন কথা আরোপ করা যা তোমরা জান না' *(আ'রাফ ৩৩)*।

আলোচ্য আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলীর ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) যা বর্ণনা করেননি, সে সকল মনগড়া আক্বীদা পোষণ করা হারাম। কারণ আল্লাহ্র গুণাবলী গায়েবী বিষয়। আর যে বিষয়ে মানুষের জ্ঞান নেই, সেই বিষয়ে মন্তব্য করাও উচিৎ নয়। আল্লাহ বলেন,

وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَ الْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً،

'যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তার পিছনে পড় না। নিশ্চয়ই কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণ এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে' *(বানী ইসরাইল ৩৬)*।

[চলবে]

প্রচলিত অর্থে আহলেহাদীছ কোন মাযহাবের নাম নয়; ইহা নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের নাম।

৩৫. *আবুদাউদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৪৭৬৬*।

যঈফ ও জাল হাদীছ বর্জনে কঠোর মূলনীতি এবং তার বাস্তবতা

মুযাফফর বিন মুহসিন

(৪র্থ কিস্তি)

জাল ও যঈফ হাদীছ কি আমলযোগ্য?

জাল ও যঈফ হাদীছের ব্যাপারে ছাহাবী, তাবেঈ এবং মুহাদ্দিছ ওলামায়ে কেরাম যে কঠোর নীতি অবলম্বন করেছেন তাতে জাল ও যঈফ হাদীছ ভিত্তিক আমল মুসলিম সমাজে প্রচলিত থাকার কথা নয়। কিন্তু বাস্তবতা সম্পূর্ণ উল্টা। হাযার বছর আগে প্রমাণিত জাল ও যঈফ হাদীছ সমাজে এখনও ব্যাপকভাবে চালু আছে।

জাল হাদীছ বর্জনে ঐকমত্যঃ

জাল হাদীছ বর্জনের ব্যাপারে সকল মুহাদ্দিছ একমত। জাল হাদীছ প্রচার করা এবং তার প্রতি আমল করা উভয়টিই মুসলিম উম্মাহর ঐকমত্যে হারাম।[১০৭] আহকাম, আক্বীদা, ফযীলত, ওয়ায-নছীহত কিংবা উৎসাহ ও সতর্কতা যে জন্যই জাল হাদীছ বর্ণনা করা হোক মুসলিম উম্মাহর ইজমা দ্বারা তা হারাম, কাবীরা গোনাহ সমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় গোনাহ এবং সর্বনিকৃষ্ট অপরাধ।[১০৮] জাল হাদীছ বলা আর মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া একই সমান। যায়েদ বিন আসলাম বলেন, مَنْ عَمِلَ بِخَبْرٍ صَحَّ أَنَّهُ كِذْبٌ فَهُوَ مِنْ خَدَمِ الشَّيْطَانِ 'হাদীছ মিথ্যা প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও যে আমল করে সে শয়তানের খাদেম'।[১০৯] কারণ হ'ল জাল হাদীছ প্রচার করা ও আমল করা মানেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর উপর সরাসরি মিথ্যারোপ করা। কিন্তু দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, এত কঠোর সিদ্ধান্ত থাকা সত্ত্বেও সমাজে লক্ষ লক্ষ জাল হাদীছ চালু আছে। একশ্রেণীর আলেম, ইমাম, খত্বীব, বক্তা, দাঈ, শিক্ষক, ছাত্র সহ বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ দিব্যি এই হারাম কাজ করে যাচ্ছে এবং শয়তানের খিদমতে সদা ব্যস্ত রয়েছে।

যঈফ হাদীছ সম্পর্কে সর্বোচ্চ সতর্কতাঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পক্ষ থেকে হাদীছ প্রচার করা এবং তার উপর আমল করার পূর্বেই সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত হ'তে হবে তা ছহীহ কি-না। এই চূড়ান্ত মূলনীতি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। সেই অনুসন্ধানে কোন হাদীছ যঈফ প্রমাণিত হ'লে তার ব্যাপারে দু'টি মৌলিক সতর্কতা রয়েছে-

(ক) যে কোন অবস্থায় যঈফ হাদীছ উল্লেখ করার ক্ষেত্রে তার ত্রুটি ও দুর্বলতা বর্ণনা করা ওয়াজিবঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছকে সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত রাখার জন্য যঈফ হাদীছ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি এবং ছহীহ হাদীছকে অগ্রাধিকার দেওয়ার উদ্দেশ্যেই উক্ত মূলনীতি। ইমাম মুসলিম এজন্যই যঈফ হাদীছ বর্ণনা করা নিষিদ্ধ করেছেন।[১১০] অনেকে শৈথিল্য প্রদর্শন ও অলসতাবশতঃ উক্ত মূলনীতি বলতে চাননি। এর প্রতিবাদ করে মুহাদ্দিছ আবু শামাহ বলেন,

وَهَذَا عِنْدَ الْمُحَقِّقِيْنَ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيْثِ وَعِنْدَ عُلَمَاءِ الْأُصُوْلِ وَالْفِقْهِ خَطَأٌ بَلْ يَنْبَغِيْ أَنْ يُّبَيَّنَ أَمْرُهُ إِنْ عُلِمَ وَإِلاَّ دَخَلَ تَحْتَ الْوَعِيْدِ فِيْ قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: من حدث عنى بحديث يُرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين.

'বিশ্লেষক মুহাদ্দিছবৃন্দ এবং উছূল ও ফিক্বহী ওলামায়ে কেরামের নিকটে উক্ত মনোভাব ভ্রান্তিপূর্ণ। বরং যদি জানা থাকে তাহ'লে তার অবস্থা বর্ণনা করা উচিত। অন্যথা সে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বক্তব্যে বর্ণিত শাস্তির অন্তর্ভুক্ত হবে। 'যে ব্যক্তি আমার পক্ষ থেকে এমন হাদীছ বর্ণনা করে যাকে সে মিথ্যা বলে ধারণা করে, তাহ'লে সে মিথ্যুকদের একজন'।[১১১] প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ আহমাদ মুহাম্মাদ শাকের (রহঃ) বলেন, وَالَّذِيْ أَرَاهُ أَنَّ بَيَانَ الضُّعْفِ فِيْ الْحَدِيْثِ الضَّعِيْفِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ 'আমি মনে করি, প্রত্যেক অবস্থাতেই যঈফ হাদীছের দুর্বলতা বর্ণনা করা ওয়াজিব'।[১১২]

শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, যঈফ হাদীছের ব্যাপারে এক শ্রেণীর আলেমের উদাসীনতার কারণে দ্বীনের নামে মানুষের মাঝে বিদ'আত জেঁকে বসেছে। অনেক ইবাদত সমাজে চালু আছে তার ভিত্তিই হ'ল জাল, বানোয়াট ও ভুয়া হাদীছ সমূহ। যেমন আশূরার আনুষ্ঠান, ১৫ই শা'বান রাত্রি জাগরণ, দিনে ছিয়াম পালন করা প্রভৃতি।[১১৩] অতএব যঈফ হাদীছ বর্ণনা করা হ'তে বিরত থাকতে হবে। আর কারণ সাপেক্ষে বর্ণনা করলে অবশ্যই ত্রুটিসহ বর্ণনা করতে হবে।

---

১০৭. *(وهُوَ إجِمَاع ضمنى آخر على تحريم العمل بالموضوع)* -আল-ওয়ায'উ ফিল হাদীছ ১/৩৩২।

১০৮. *(أنه لا فرق فى تحريم الكذب عليه صلى الله عليه وسلم بين ما كان من الأحكام وما لاحكم فيه كالترغيب والترهيب والمواعظ وغيرذلك فكله حرام من أكبر الكبائر وأقبح القبائح بإجماع المسليمن الذين يعتد بهم فى الإجاع.. تحرم رواية الحديث الموضوع)* -আল্লামা ইমাম নববী, শরহে ছহীহ মুসলিম ১/৭০ পৃঃ, মুক্বাদ্দামাহ মুসলিম, অনুচ্ছেদ ২-এর শেষাংশ; আল-ওয়ায'উ ফিল হাদীছ ১/৩২৪ পৃঃ; তাইসীরু মুছত্বালাহিল হাদীছ, পৃঃ ৯০।

১০৯. *মুহাম্মাদ তাহের পাট্টানী, তাযকিরাতুল মাওযূ'আত পৃঃ ৭; আল-ওয়ায'উ ফিল হাদীছ ১/৩৩৩ পৃঃ।*

১১০. *ছহীহ মুসলিম, মুক্বাদ্দামাহ দ্রঃ, অনুচ্ছেদ-৫।*

১১১. *আবু শামাহ, আল-বায়েছ আলা ইনকারিল বিদয়ি ওয়াল হাওয়াদিছ, পৃঃ ৫৪; আলবানী, তামামুল মিন্নাহ ফিত তা'লীক্ব আলা ফিক্বহিস সুন্নাহ, পৃঃ ৩২।*

১১২. *আল্লামা আহমাদ মুহাম্মাদ শাকের, আল-বায়েছুল হাছীছ, পৃঃ ৮৬।*

১১৩. *ইমাম আলবানী, ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, ভূমিকা দ্রঃ ১/৫৪ পৃঃ।*

(খ) যঈফ হাদীছ উল্লেখ করার সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দিকে সম্বোধন করা যাবে নাঃ

ইমাম নববী (৬৩১-৬৭৬হিঃ) বলেন,

قال العلماء المحققون من أهل الحديث وغيرهم إذا كان الحديث ضعيفا لايقال فيه: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فَعَلَ أوأَمَرَ أونَهَى أو حَكَمَ وما أشبه ذلِكَ صيغ الجزم وكذا لايقال فيه رَوَى أبو هريرة أو قَالَ ذَكَرَ أو أَخْبَرَ أوحَدَّثَ أو نَقَلَ أو أَفْتَى وما أشبهه، وكذا لايقال ذلك فى التابعين ومن بعدهم فيما كان ضعيفا فلا يقال فى شيئٍ من ذلك بصيغة الجزم وإنما يقال فى هذا كله رُوِىَ عنه أو نُقِلَ أو حُكِيَ عنه...

'বিশ্লেষক মুহাদ্দিছ ওলামায়ে কেরামসহ অন্যান্যরা বলেছেন, যখন কোন হাদীছ যঈফ প্রমাণিত হবে তখন বর্ণনার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, করেছেন, নির্দেশ করেছেন, নিষেধ করেছেন, সিদ্ধান্ত দিয়েছেন এবং এরূপই অন্যান্যদৃঢ়তা বাচক কোন শব্দ প্রয়োগ করা যাবে না। অনুরূপ ছাহাবীগণের ক্ষেত্রেও। যেমন- আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, বলেছেন, উল্লেখ করেছেন, সংবাদ দিয়েছেন, ফৎওয়া দিয়েছেন অথবা এরূপ অন্যান্য শব্দও বলা যাবে না। এমনকি তাবেঈ ও তাদের পরবর্তীদের ব্যাপারেও এরূপ বলা যাবে না যদি তা যঈফ প্রমাণিত হয়। বরং উপরোক্ত ক্ষেত্রসমূহে বলতে হবে 'তার থেকে কথিত আছে বা বর্ণিত আছে', উদ্ধৃত হয়েছে অথবা বিবৃত হয়েছে'...।[১১৪]

মুহাদ্দিছগণের উপরিউক্ত চূড়ান্ত মূলনীতিই প্রমাণ করে যঈফ হাদীছ কোন পর্যায়ের। যা বলার সময়ও রাসূল (ছাঃ)-এর নামে বলা যায় না। তাহ'লে কোন বিবেকে তার উপর আমল করা যাবে? আমরা মনে করি, যঈফ হাদীছ বর্জনের জন্য এই মূলনীতিই যথেষ্ট।

যঈফ হাদীছ কোন ক্ষেত্রেই গ্রহণযোগ্য নয়ঃ

শর্ত-সাপেক্ষে যঈফ হাদীছের প্রতি আমল করা যাবে মর্মে পূর্ববর্তী কতিপয় বিদ্বান মত প্রকাশ করলেও ছাহাবী, তাবেঈ ও মুহাদ্দিছগণ যে সমস্ত মূলনীতি এবং শর্ত আরোপ করেছেন তাতে কোন ক্ষেত্রেই যঈফ হাদীছ গ্রহণযোগ্য নয়। হাদীছ যঈফ প্রমাণিত হওয়া মাত্রই তাকে ছেড়ে দিতে হবে, তা আক্বীদা ও আহকামের ক্ষেত্রে হোক কিংবা ফযীলত ও অন্য কোন ক্ষেত্রে হোক- এটাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। কারণ হাদীছ যঈফ প্রমাণিত হওয়া মানেই তার ত্রুটি ও সন্দেহ প্রমাণিত হওয়া। আর ত্রুটিপূর্ণ ও সন্দেহযুক্ত বিষয় বর্জন করতে হবে এটা শরী'আত কর্তৃক স্বতঃসিদ্ধ।[১১৫] তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণীর যথাযথ বাস্তবায়ন এবং যঈফ ও জাল হাদীছের বিরুদ্ধে ছাহাবী, তাবেঈ ও মুহাদ্দিছগণের আপোসহীন সংগ্রাম তখনই সফল হবে, যখন রাসূলের পবিত্র বাণী ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল প্রকার ত্রুটি থেকে মুক্ত থাকবে। যঈফ হাদীছ যে গ্রহণযোগ্য নয় তা আমরা পূর্বে কুরআন-সুন্নাহ্‌র দৃষ্টিতে প্রমাণ করেছি এবং সে জন্যই যে মুহাদ্দিছগণের বিশ্বব্যাপী এই আন্দোলন-সংগ্রাম তাও তুলে ধরেছি। এক্ষণে আমরা মুহাদ্দিছগণের মতামত উল্লেখ করব।

(১) ইমাম ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন (রহঃ)-এর মন্তব্যঃ

পূর্ববর্তী মুহাদ্দিছগণের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন (১৫৮-২৩৩ হিঃ) সর্বক্ষেত্রেই যঈফ হাদীছ বর্জনের কথা বলেছেন। তা আহকামগত হোক আর ফযীলতগত হোক। ইবনু সাইয়িদিন নাস (মৃঃ ৭৩৪হিঃ) বলেন,

وَمِمَّنْ حُكِيَ عَنْهُ التَّسْوِيَّةُ بَيْنَ الْأَحْكَامِ وَغَيْرِهَا يحيى بن معين.

'আহকামসহ অন্যান্য সকল বিষয়ে সমানভাবে যঈফ হাদীছ বর্জন করেছেন বলে যাদের উল্লেখ করা হয় তাদের মধ্যে ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন একজন'।[১১৬]

(২) ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল আল-বুখারী (রহঃ)-এর মূলনীতিঃ

ইমাম বুখারী (১৯৪-২৫৬ হিঃ) যঈফ হাদীছকে যে সম্পূর্ণরূপেই প্রত্যাখ্যান করেছেন তা তাঁর ছহীহ বুখারীর সংকলন, রাবীদের ব্যাপারে সর্বোচ্চ কঠোরতা অবলম্বন এবং কোন প্রকার যঈফ হাদীছকে প্রশ্রয় না দেওয়া থেকেই প্রকৃষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। সর্বক্ষেত্রে যঈফ হাদীছ বর্জনের পক্ষে আলোচনা করতে গিয়ে শায়খ আল্লামা জামালুদ্দীন ক্বাসেমী (রহঃ) ইমাম বুখারী ও মুসলিম সম্পর্কে বলেন,

وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَذْهَبَ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ ذَلِكَ أَيْضًا يَدُلُّ عَلَيْهِ شَرْطُ الْبُخَارِيِّ فِيْ صَحِيْحِهِ وَتَشْنِيْعِ الْإِمَامِ مُسْلِمٍ عَلَى رُوَاةِ الضَّعِيْفِ كَمَا أَسْلَفْنَاهُ وَعَدَمُ إِخْرَاجِهِمَا فِيْ صَحِيْحِهِمَا شَيْئًا مِنْهُ-

'স্পষ্ট যে, ইমাম বুখারী ও মুসলিমের রীতিও তাই। ইমাম বুখারী ছহীহ বুখারীতে যে শর্ত অবলম্বন করেছেন এবং ইমাম মুসলিম যঈফ রাবীদের উপর যে বড় দোষ আরোপ করেছেন যা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি- তাতে সেটাই প্রমাণিত হয়। তাছাড়া তাদের ছহীহ গ্রন্থদ্বয়ে কোন প্রকার যঈফ হাদীছ বর্ণনা না করাও তার প্রমাণ'।[১১৭]

ডঃ আব্দুল করীম বিন আব্দুল্লাহ আল-খাযীর বলেন,

اَلظَّاهِرُ مِنْ صَنِيْعِ الْبُخَارِيِّ فِيْ صَحِيْحِهِ وَشِدَّةِ شَرْطِهِ فِيْ الرُّوَاةِ وَعَدَمِ إِخْرَاجِهِ شَيْئًا مِنَ الْأَحَادِيْثِ الضَّعِيْفَةِ أَنَّ مَذْهَبَهُ عَدَمُ الْعَمَلِ بِالْحَدِيْثِ الضَّعِيْفِ.

---

১১৪. *দেখুনঃ ইমাম নববী, আল-মাজমূ' শারহুল মুহাযযাব ১/৬৩ পৃঃ; মুক্বাদ্দামাহ শরহে মুসলিম, অনুচ্ছেদ ২-এর শেষাংশ; তামামুল মিন্নাহ, পৃঃ ৩৯।*

১১৫. *সূরা ইউনুস ৩৬; আন'আম ১১৬; ছহীহ বুখারী হা/৫১৪৩ ও ৬০৬৪; ছহীহ মুসলিম হা/৬৫৩৬; মিশকাত হা/৫০২৮; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৭৬২।*

১১৬. *আল-হাদীছুয যঈফ ওয়া হুকমুল ইহতিজাজি বিহী, পৃঃ ২৬১-২৬২; গৃহীতঃ ইবনু সাইয়িদিন নাস, উয়ূনুল আছার ১/১৫ পৃঃ।*

১১৭. *আল্লামা জামালুদ্দীন ক্বাসেমী, ক্বাওয়াইদুত তাহদীছ মিন ফনূনি মুছত্বালাহিল হাদীছ (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, ১৩৫৩ হিঃ),পৃঃ ১১৩; উয়ূনুল আছার ১/১৫ পৃঃ; হুকমুল আমাল বিন হাদীছিয যঈফ, পৃঃ ৬৯।*

'ইমাম বুখারীর ছহীহ বুখারীতে হাদীছ সংকলন, রাবীদের ব্যাপারে কঠোর মুলনীতি আরোপ এবং যঈফ হাদীছ সমূহের মধ্য হ'তে কোন প্রকার যঈফ হাদীছ বর্ণনা না করাতেই স্পষ্ট হয় যে, তাঁর নীতি ছিল যঈফ হাদীছের প্রতি আমল না করা'।[১১৮]

(৩) ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর দ্ব্যর্থহীন বক্তব্যঃ

যঈফ হাদীছ বর্জন সংক্রান্ত ইমাম মুসলিম (২০৪-২৬১)-এর বক্তব্য একেবারেই চূড়ান্ত। তিনি তাঁর 'ছহীহ মুসলিমের' ভূমিকাতেই তা আলোচনা করেছেন। তাঁর বক্তব্যের প্রমাণে হাদীছ উল্লেখ করেছেন এবং ছাহাবী, তাবেঈ ও মুহাদ্দিছগণের মতামত পেশ করেছেন। যেমন একটি শিরোনাম দিয়েছেন,

بَابُ وُجُوْبِ الرِّوَايَةِ عَنِ الثِّقَاتِ وَتَرْكِ الْكَذَّابِيْنَ وَالتَّحْذِيْرِ مِنَ الْكِذْبِ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

'ন্যায়পরায়ণ রাবীদের থেকে হাদীছ বর্ণনা করা, মিথ্যুকদের প্রত্যাখ্যান করা এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর মিথ্যারোপ করা থেকে ভীতি প্রদর্শন করা ওয়াজিব'।[১১৯] অতঃপর তিনি বলেন,

وَاعْلَمْ وَفَّقَكَ اللهُ تَعَالَى أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ عَرَفَ التَّمْيِيْزَ بَيْنَ صَحِيْحِ الرِّوَايَاتِ وَسَقِيْمِهَا وَثِقَاتِ النَّاقِلِيْنَ لَهَا مِنَ الْمُتَّهِمِيْنَ أَنْ لاَيَرْوِىَ مِنْهَا إِلاَّمَا عَرَفَ صِحَّةَ مَخَارِجِهِ وَالسِّتَارَةَ فِىْ نَاقِلِيْهِ وَأَنْ يَّتَّقِىَ مِنْهَا مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ أَهْلِ التُّهَمِ وَالْمُعَانِدِيْنَ مِنْ أَهْلِ الْبِدْعِ.

'তুমি (ছাত্র) জেনে রাখ, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে তাওফীক্ব দান করুন! যারা ছহীহ ও ত্রুটিপূর্ণ বর্ণনা সমূহ এবং ন্যায়পূর্ণ ও অভিযুক্তদের সম্পর্কে বুঝে তাদের প্রত্যেকের উপর ওয়াজিব হ'ল, তারা যেন সেগুলো থেকে কেবল তাই বর্ণনা করে যার উৎসের সত্যতা ও তার বর্ণনাকারীদের শ্লীলতা সম্পর্কে জানবে। সেই সাথে ঐগুলো থেকে সাবধান থাকবে যেগুলো ত্রুটিযুক্ত ও অস্বীকারকারী গোঁড়া বিদ'আতীদের থেকে এসেছে'।[১২০]

উপরিউক্ত দ্ব্যর্থহীন বক্তব্যের পক্ষে দলীল হিসাবে নিম্নের আয়াতগুলো তিনি পেশ করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوْا أَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِيْنَ–

'হে মুমিনগণ! কোন ফাসিক ব্যক্তি যদি তোমাদের কাছে কোন সংবাদ নিয়ে আসে তাহ'লে তোমরা তা যাচাই করে দেখবে। যাতে তোমরা মূর্খতাবশত কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতি সাধনে প্রবৃত্ত না হও এবং পরে নিজেদের কর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও' *(হুজুরাত ৬)*। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ– 'তোমরা সাক্ষীদের মধ্যে যাদেরকে পসন্দ কর' *(বাক্বারাহ ২৮২)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَأَشْهِدُوْا ذَوَىْ عَدْلٍ مِنْكُمْ 'তোমাদের মধ্যে থেকে দু'জন নির্ভরযোগ্য লোককে সাক্ষী রাঁখবে *(তালাক্ব ২)*। অতঃপর তিনি বলেন,

فَدَلَّ بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ هَذِهِ الآى أَنَّ خَبَرَ الْفَاسِقِ سَاقِطٌ غَيْرُ مَقْبُوْلٍ وَأَنَّ شَهَادَةَ غَيْرِ الْعَدْلِ مَرْدُوْدَةٌ–

'আমরা যে আয়াতগুলো উল্লেখ করলাম তাতে প্রমাণিত হ'ল যে, ফাসেক ব্যক্তির কথা পরিত্যাজ্য, অগ্রহণযোগ্য এবং মিথ্যা সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত'। অতঃপর ইমাম মুসলিম বলেন,

إِذْ كَانَ خَبْرُ الْفَاسِقِ غَيْرَ مَقْبُوْلٍ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَمَا أَنَّ شَهَادَتَهُ مَرْدُوْدَةٌ عِنْدَ جَمِيْعِهِمْ وَدَلَّتِ السُّنَّةُ عَلَى نَفْىِ رِوَايَةِ الْمُنْكَرِ مِنَ الْأَخْبَارِ كَنَحْوِ دَلاَلَةِ الْقُرْآنِ عَلَى نَفْىِ خَبْرِ الْفَاسِقِ وَهُوَ الْأَثَرُ الْمَشْهُوْرُ عَنْ رَسُوْلِ الله صلى الله عليه وسلم مَنْ حَدَّثَ عَنِّىْ بِحَدِيْثٍ يُرى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِيْنَ–

'সুতরাং মুহাদ্দিছগণের নিকটে ফাসেক ব্যক্তির সংবাদ অগ্রহণীয়, যেমন তাদের সকলের নিকট তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত। সুন্নাহও প্রমাণ করেছে যে, হাদীছ সমূহের মধ্যে দুর্বল-ত্রুটিপূর্ণ বর্ণনা নিষিদ্ধ যেমন- কুরআন ফাসেক ব্যক্তির সংবাদ নিষিদ্ধ হিসাবে প্রমাণ করেছে। আর সেই সুন্নাহ হ'ল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রসিদ্ধ হাদীছ, 'কেউ যদি আমার পক্ষ থেকে এমন হাদীছ বর্ণনা করে যার সম্পর্কে সে মিথ্যা বলে সন্দেহ করে, তাহ'লে সে মিথ্যুকদের একজন'।[১২১]

ইমাম মুসলিম নিম্নোক্ত শিরোনামে আরেকটি অধ্যায় রচনা করেছেন, بَابُ النَّهْىِ عَنِ الرِّوَايَةِ عَنِ الضُّعَفَاءِ وَالْاِحْتِيَاطِ فِىْ تَحَمُّلِهَا، 'দুর্বল রাবীদের থেকে হাদীছ বর্ণনা করা নিষিদ্ধ এবং তা বর্ণনার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন'।[১২২]

তিনি তাঁর উক্ত বক্তব্যের প্রমাণে অনেক দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। অতঃপর শেষ মুহূর্তে যঈফ হাদীছের প্রতি মুহাদ্দিছগণের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন,

وَإِنَّمَا أَلْزَمُوْا أَنْفُسَهُمُ الْكَشْفَ عَنْ مَعَايِبِ رُوَاةِ الْحَدِيْثِ وَنَاقِلِىْ الْأَخْبَارِ وَأَفْتَوْا بِذَلِكَ حِيْنَ سُئِلُوْا لِمَا فِيْهِ مِنْ عَظِيْمِ الْحَظِّ إِذِ الْأَخْبَارُ فِىْ أَمْرِ الدِّيْنِ إِنَّمَا تَأْتِىْ بِتَحْلِيْلٍ أَوْ تَحْرِيْمٍ أَوْ أَمْرٍ أَوْ نَهْىٍ أَوْ تَرْغِيْبٍ أَوْ تَرْهِيْبٍ فَإِذَا كَانَ الرَّاوِىْ لَهَا لَيْسَ بِمَعْدِنٍ لِلصِّدْقِ وَالْأَمَانَةِ ثُمَّ أَقْدَمَ عَلَى الرِّوَايَةِ عَنْهُ مَنْ قَدْ عَرَفَهُ وَلَمْ يُبَيِّنْ مَا فِيْهِ

১১৮. *ঐ, আল-হাদীছুয যঈফ ওয়া হুকমুল ইহতিজাজি বিহী, পৃঃ ২৬২।*
১১৯. *ছহীহ মুসলিম, মুক্বাদ্দামাহ দ্রঃ, অনুচ্ছেদ-১।*
১২০. *ছহীহ মুসলিম, মুক্বাদ্দামাহ দ্রঃ, অনুচ্ছেদ-১।*
১২১. *ছহীহ মুসলিম, মুক্বাদ্দামাহ দ্রঃ, অনুচ্ছেদ-১।*
১২২. *ছহীহ মুসলিম, মুক্বাদ্দামাহ দ্রঃ অনুচ্ছেদ-৪।*

لِغَيْرِهِ مِمَّنْ جَهِلَ مَعْرِفَتَهُ كَانَ آثِمًا بِفِعْلِهِ ذَلِكَ غَاشًّا لِعَوَامِّ الْمُسْلِمِيْنَ إِذْ لاَيُؤْمَنُ عَلَى بَعْضِ مَنْ سَمِعَ تِلْكَ الْأَخْبَارَ أَنْ يَسْتَعْمِلَ أَوْ يَسْتَعْمِلَ بَعْضَهَا وَلَعَلَّهَا أَوْ أَكْثَرَهَا أَكَاذِيْبُ لاَأَصْلَ لَهَا مَعَ أَنَّ الْأَخْبَارَ الصَّحَاحَ مِنْ رِوَايَةِ الثِّقَاتِ وَأَهْلِ الْقَنَاعَةِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُضْطَرَّ إِلَى نَقْلِ مَنْ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَلاَمَقْنَعٍ–

‘মুহাদ্দিছগণ হাদীছ বর্ণনাকারীদের যাবতীয় দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করাকে নিজেদের উপর অপরিহার্য দায়িত্ব হিসাবে গ্রহণ করেছেন এবং যখন তাদেরকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে তখন তারা একে মহান দায়িত্বের অংশ হিসাবে তার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। কারণ যখন দ্বীনের ব্যাপারে হাদীছ বলা হয় তখন সেটা হালাল অথবা হারাম, নির্দেশ অথবা নিষেধ কিংবা তার প্রতি উৎসাহিত করা বা সতর্ক থাকার কোন না কোন বিধান জারী করা হয়। সুতরাং সেই রাবীর বর্ণনায় যদি সততা ও বিশ্বস্ততার উপাদান না থাকে, অতঃপর অন্য কোন রাবী তার কাছ থেকে হাদীছ বর্ণনা করে- যে তার ব্যাপারে জানে, কিন্তু সে যদি অনবহিতদের নিকট সেই ত্রুটি না বলে, তাহ'লে সে এ কারণে মহা পাপী হবে এবং মুসলিম উম্মাহর সাথে সর্বোচ্চ প্রতারণাকারী বলে গণ্য হবে। যারা এ সমস্ত হাদীছ শুনবে তারা এ ব্যাপারে নিরাপদ নয় যে, তারা সে হাদীছের প্রতি বা তার কিছু অংশবিশেষের প্রতি আমল করবে। কারণ এগুলোর সবই অথবা অধিকাংশই মিথ্যা ও বানোয়াট হ'তে পারে। অথচ নির্ভরযোগ্য ও আস্থাশীল বর্ণনাকারীদের বর্ণিত ছহীহ হাদীছের বিশাল সম্ভার আমাদের নিকট রয়েছে। সুতরাং এমন ব্যক্তি থেকে হাদীছ গ্রহণ করার জন্য ব্যস্ত হওয়ার কোন আবশ্যকতা নেই, যার বর্ণনা নির্ভযোগ্য নয় এবং সে নিজেও ন্যায়পরায়ণ রাবী নয়’।

অতঃপর তিন বাস্তব চিত্র উল্লেখ করে বলেন,

وَلاَأَحْسِبُ كَثِيْرًا مِمَّنْ يُعَرِّجُ مِنَ النَّاسِ عَلَى مَا وَصَفْنَا مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيْثِ الضِّعَافِ وَالْأَسَانِيدِ الْمَجْهُوْلَةِ وَيَعْتَدُّ بِرِوَايَتِهَا بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ بِمَا فِيْهَا مِنَ التَّوَهُّنِ والضُّعْفِ إِلاَّ أَنَّ الَّذِىْ يَحْمِلُهُ عَلَى رِوَايَتِهَا وَالِاعْتِدَادِ بِهَا إِرَادَةُ التَكْثِيْرِ بِذَلِكَ عِنْدَ الْعَوَامِّ وَلِأَنْ يُّقَالَ مَا أَكْثَرَ مَا جَمَعَ فُلاَنٌ مِنَ الْحَدِيْثِ وَأَلَّفَ مِنَ الْعَدَدِ.

‘আমি মনে করি, অধিকসংখ্যক লোক যারা এধরণের যঈফ হাদীছ ও অপরিচিত সনদ বর্ণনা করে এবং এর দোষ-ত্রুটি ও দুর্বলতা সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও তা নিয়ে ব্যস্ত থাকে তাদের মূল উদ্দেশ্যই হ'ল- সাধারণ মানুষের সামনে নিজেদের অধিক বর্ণনা, ব্যস্ততা এবং বিদ্যার বহর দেখানো। আর লোকেরা তার হাদীছের সংখ্যাধিক্য দেখে বলবে, অমুক ব্যক্তি কত অধিক হাদীছই না জমা করেছে’!

উক্ত নীতির অনুসরণের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করতে তিনি ভুলেননি। তিনি বলেন,

وَمَنْ ذَهَبَ فِىْ العِلْمِ هَذَا الْمَذْهَبَ وَسَلَكَ هَذَا الطَّرِيْقَ فَلاَ نَصِيْبَ لَهُ فِيْهِ وَكَان بِأَنْ يُّسَمَّى جَاهِلاً أَوْلَى مِنَ أَنْ يُنْسَبَ إِلَى الْعِلْمِ–

‘যে ব্যক্তিই ইলমে হাদীছের নামে উক্ত নীতি গ্রহণ করে এবং ঐ পথে বিচরণ করে হাদীছশাস্ত্রে তার কোন স্থান নেই। বস্তুত এমন ব্যক্তি আলেম হিসাবে আখ্যায়িত হওয়ার চেয়ে জাহেল-মূর্খ উপাধি লাভের অধিক উপযোগী’।[১২৩]

ইমাম মুসলিমের নীতি সম্পর্কে ইবনু রজব (মৃঃ ৭৯৫ হিঃ) বলেন,

وَظَاهِرُ مَاذَكَرَهُ مُسْلِمٌ فِىْ مُقَدَّمَتِهِ يَقْتَضِىْ أَلاَّ تُرْوَى أَحَادِيْث التَّرْغِيْبِ وَالتَّرْهِيْبِ إِلاَّ عَمَّنْ تُرْوَى عَنْهُ الأَحْكَام فَقَدْ شَنَّعَ فِىْ مُقَدَّمَةِ صَحِيْحِهِ عَلَى رُوَاةِ الْأَحَادِيْثِ الضَّعِيْفَةِ وَالرِّوَايَاتِ الْمُنْكَرَةِ–

‘ইমাম মুসলিম তাঁর ভূমিকায় যা উল্লেখ করেছেন তাতেই স্পষ্ট যে, উৎসাহ ও ভীতিপ্রদর্শন সংক্রান্ত হাদীছ বর্ণনা করা যাবে না, আহকাম সংক্রান্ত হাদীছ যারা বর্ণনা করেছেন তাদের পক্ষ থেকে ছাড়া। তিনি ছহীহ মুসলিমের ভূমিকায় যঈফ হাদীছ সমূহের বর্ণনাকারী ও মুনকার বর্ণনা সমূহের উপর কঠোরভাবে দোষ আরোপ করেছেন’।[১২৪]

উক্ত আলোচনার মাধ্যমে প্রমাণিত হ'ল যে, মুহাদ্দিছগণের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় দুই মুহাদ্দিছ, হাদীছের প্রসিদ্ধ ছয় ইমামের শ্রেষ্ঠ দুই ইমাম বুখারী ও মুসলিম (রহঃ) সর্বক্ষেত্রেই যঈফ হাদীছ বর্জন করেছেন। তা আক্বীদা ও আহকামের ক্ষেত্রে হোক বা ফযীলত ও অন্য কোন ক্ষেত্রে হোক। উল্লেখ্য, অন্য চার ইমামের মধ্যে ইমাম নাসাঈ ও আবুদাঊদও মূলনীতির ক্ষেত্রে ছিলেন সিদ্ধহস্ত।[১২৫] বলা বাহুল্য যে, ইমাম মুসলিম যঈফ হাদীছ বলা ও আমল করা সবই নিষিদ্ধ করেছেন, মিথ্যুকদের প্রতিরোধ করেছেন, ত্রুটিপূর্ণ হাদীছ বর্ণনাকারী মুহাদ্দিছ নামের আলেমদেরকে প্রতারক ও গণ্ড-মূর্খ বলে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য হ'ল, বিশ্বব্যাপী ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছহীহ মুসলিমের ভূমিকা অত্যন্ত সচেতনতার সাথে পড়ানো হ'লেও বাস্তবে তার কোন প্রতিক্রিয়া নেই!

(৪) হাফেয আবু যাকারিয়া নিসাপুরী (রহঃ)-এর মন্তব্যঃ

আবুবকর খত্বীব আল-বাগদাদী (৩৯২-৪৬৩ হিঃ) বর্ণনা করেন, প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ আবু যাকারিয়া নিসাপুরী (মৃঃ ২৬৭হিঃ) বলেন,

---

১২৩. *ছহীহ মুসলিম, মুক্বাদ্দামাহ দ্রঃ, অনুচ্ছেদ-৫-এর শেষ অংশ।*
১২৪. *আশরাফ বিন সাঈদ, হুকমুল আমাল বিল হাদীছিয যঈফ ফী ফাযাইলিল আ'মাল, পৃঃ ৬৮; শারহু ইলালিত তিরমিযী ১/৭৪ পৃঃ।*
১২৫. *হাফেয আবু তাহের মাক্বদেসী (৪৪৮-৫০৭হিঃ), শুরূতুল আইম্মাহ আস-সিত্তাহ (কায়রোঃ মাকতাবাতুল কুদসী, ১৩৫৭হিঃ), পৃঃ ১৮; আল-ওয়াযউ ফিল হাদীছ ১/৬৯-৭০।*

لاَيُكْتَبُ الْخَبْرُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَرْوِيَهُ ثِقَةٌ عَنْ ثِقَةٍ حَتَّى يَتَنَاهَى الْخَبْرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ وَلاَ يَكُوْنُ فِيْهِمْ رَجُلٌ مَجْهُوْلٌ وَلاَ رَجُلٌ مَجْرُوْحٌ فَإِذَا ثَبَتَ الْخَبْرُ عَنِ النبىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الصِّفَةِ وَجَبَ قَبُوْلُهُ وَالْعَمَلُ بِهِ وَتَرْكُ مُخَالِفَتِهِ-

‘রাসূল (ছাঃ) থেকে হাদীছ লিখা যাবে না যতক্ষণ নির্ভরযোগ্য রাবী থেকে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি বর্ণনা না করবে, অবশেষে এই বৈশিষ্ট্যে রাসূল (ছাঃ) পর্যন্ত শেষ হবে। কিন্তু তাদের মধ্যে কোন অপরিচিত এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি থাকবে না। হাদীছ যখন রাসূল (ছাঃ) থেকে এভাবে প্রমাণিত হবে তখন তা গ্রহণ করা, তার প্রতি আমল করা এবং এর বিপরীত হ’লে তা পরিত্যাগ করা ওয়াজিব হবে’।[১২৬]

(৫) ইমাম আবু যুর‘আহ আর-রাযী (রহঃ):

যারা যঈফ হাদীছকে সর্বক্ষেত্রে বর্জন করেছেন তাদের মধ্যে ইমাম আবু যুর‘আহ অন্যতম। নিম্নে তার বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে।

(৬) ইমাম আবু হাতেম আর-রাযী (রহঃ):

আবু হাতেমও তাদের একজন। তিনি যঈফ বর্ণনা দ্বারা দলীল গ্রহণ করার বিরোধী ছিলেন।

(৭) ইমাম ইবনু আবী হাতেম আর-রাযীঃ

ইবনু আবী হাতেম (২৪০-৩২৭হিঃ) বলেন,

سَمِعْتُ أَبِيْ وَأَبَا زُرْعَةَ يَقُوْلاَنِ لاَيُحْتَجُّ بِالْمَرَاسِيْلِ وَلاَتَقُوْمُ الْحُجَّةُ إِلاَّ بِالْأَسَانِيْدِ الصِّحَاحِ الْمُتَّصِلَةِ وَكَذَا أَقُوْلُ أَنَا-

‘আমি আমার আব্বা এবং আবু যুর‘আহকে বলতে শুনেছি যে, মুরসাল হাদীছ সমূহ দ্বারা দলীল গ্রহণ করা হয় না এবং পরস্পর ধারাবাহিক ছহীহ সনদ ছাড়া কোন দলীল সাব্যস্ত করা যায় না। আর আমিও তাই বলি’।[১২৭]

(৮) ইমাম ইবনু হিব্বান (রহঃ)-এর মন্তব্যঃ

প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ ইমাম আবু হাতেম ইবনু হিব্বান (মৃঃ ৩৫৪ হিঃ) জাল ও যঈফ হাদীছের বিরুদ্ধে ছিলেন খড়গহস্ত। তিনি এক্ষেত্রে যে কঠোরতা অবলম্বন করেছেন তাতে বুঝা যায় যঈফ হাদীছ কোন ক্ষেত্রেই আমলযোগ্য নয়। তিনি পরিষ্কার বলেন,

ما روىَ الضَّعِيْفُ وَمَا لَمْ يَرْوِ فِيْ الْحُكْمِ سيان أَنَّهُ لاَيُعْمَلُ بِخَبْرِ الضَّعِيْفِ وَأَنَّ وَجُوْدَهُ كَعَدَمِهِ-

‘যঈফ হাদীছ বর্ণনা করুক বা না করুক হুকুমের ক্ষেত্রে উভয়টিই সমান। অর্থাৎ যঈফ হাদীছের উপর আমল করা যায় না। নিশ্চয়ই এর অস্তিত্ব থাকা না থাকার মতই’।

‘কোন ব্যক্তি মিথ্যুক হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে সে যা শুনে তাই বর্ণনা করে’ মর্মে হাদীছ উল্লেখ করে তিনি বলেন,

وَإِنِّيْ خَائِفٌ عَلَى مَنْ رَوى مَا سَمِعَ مِنَ الصَّحِيْحِ وَالسَّقِيْمِ أَنْ يَدْخُلَ فِيْ جُمْلَةِ الْكَذَبَةِ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ إِذَا كَانَ عَالِمًا بِمَا يروى, وَتَمْيِيْزُ الْعُدُوْلِ مِنَ الْمُحَدِّثِيْنَ وَالضُّعَفَاءِ وَالْمَتْرُوْكِيْنَ بِحُكْمِ الْمُبَيِّنِ عَنِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى-

‘যে ব্যক্তি ছহীহ ও ত্রুটিপূর্ণ হাদীছের যা শুনে তাই বর্ণনা করে আমি তার সম্পর্কে ভীত যে, সে রাসূল (ছাঃ)-এর উপর মিথ্যারোপকারী সংক্রান্ত বাক্যের অন্তর্ভুক্ত হবে। যদি সে তা জেনে বর্ণনা করে। কারণ হাদীছ বর্ণনাকারী, দুর্বল রাবী এবং পরিত্যক্ত ব্যক্তিদের ন্যায়পরায়ণতা পার্থক্য বা যাচাই করা বরকতময় আল্লাহর পক্ষ থেকে বর্ণিত হুকুম দ্বারাই প্রমাণিত’।[১২৮]

‘যে ব্যক্তি আমার পক্ষ থেকে এমন কোন হাদীছ বর্ণনা করে যাকে সে মিথ্যা বলে ধারণা করে, তাহ’লে সে মিথ্যুকদের একজন’ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উক্ত হাদীছ উল্লেখ করে তিনি বলেন,

فِيْ هَذَا الْخَبْرِ دَلِيْلٌ عَلَى صِحَّةِ مَاذَكَرْنَا أَنَّ الْمُحَدِّثَ إِذَا رَوَى مَالَمْ يَصِحِّ عَنِ النبىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مِمَّا تُقُوِّلَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُ ذَلِكَ يَكُوْنُ كَأَحَدِ الْكَاذِبِيْنَ عَلَى أَنَّ ظَاهِرَ الْخَبْرِ مَاهُوَ أَشَدُّ وَذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ صلى الله عليه وسلم مَنْ رَوَى عَنِّيْ حَدِيْثًا وَهُوَ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ وَلَمْ يَقُلْ إِنَّهُ تَيَقَّنَ أَنَّهُ كِذْبٌ.

‘আমরা যা উল্লেখ করলাম তার সত্যতার দলীল উক্ত হাদীছে বিদ্যমান যে, মুহাদ্দিছ ব্যক্তি যখন এমন হাদীছ বর্ণনা করবে যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে ছহীহ হিসাবে প্রমাণিত নয় অথচ তাঁর নামে বলা হয়েছে। তিনি যদি এমন কথা সজ্ঞানে বলেন তাহ’লে তিনি মিথ্যুকদের একজন হবেন। বলা চলে হাদীছের প্রকাশ্য অর্থ তার চেয়ে আরো কঠোর। কারণ হ’ল- তিনি বলেছেন, ‘মিথ্যা হ’তে পারে এমন সন্দেহবশত যে আমার পক্ষ থেকে একটি হাদীছও বর্ণনা করে’। (এখানে) ‘মিথ্যার ব্যাপারে সে নিশ্চিত’ এমনটি তিনি বলেননি’।[১২৯]

অন্য এক জায়গায় ইবনু হিব্বান বলেন,

وَلَسْنَا نَسْتَجِيْزُ أَنْ نَحْتَجَّ بِخَبْرٍ لاَيَصِحُّ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ فِيْ شَيْئٍ مِنْ كِتَابِنَا وِلَأَنَّ فِيْمَا يَصِحُّ مِنَ الْأَخْبَارِ بِحَمْدِ اللهِ وَمَنِّهِ يُغْنِيْ عَنَّا عَنِ الْإِحْتِجَاجِ فِيْ الدِّيْنِ بِمَا لاَيَصِحُّ مِنْهَا وَلَوْلَمْ

১২৬. *ঐ, আল-কিফাইয়াহ ফী ইলমির রিওয়াইয়াহ, পৃঃ ৫৬; আল-হাদীছুয যঈফ ওয়া হুকমুল ইহতিজাজি বিহী, পৃঃ ২৬৩।*

১২৭. *ইবনু আবী হাতেম, আল-মারাসীল, পৃঃ ৭; আল-হাদীছুয যঈফ ওয়া হুকমুল ইহতিজাজি বিহী, পৃঃ ২৬৩।*

১২৮. *ইবনু হিব্বান, আল-মাজরূহীন, মুক্বাদ্দামাহ, পৃঃ ৬; হুকমুল আমাল বিল হাদীছিয যঈফ, পৃঃ ২৪।*

১২৯. *আল-মাজরূহীন, মুক্বাদ্দামাহ, পৃঃ ৬; হুকমুল আমাল বিল হাদীছিয যঈফ, পৃঃ ২৫।*

يَكُن الْإِسْنَادُ وَطَلَبُ هَذِهِ الطَّائِفَةِ لَهُ لَظَهَرَ فِيْ هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ تَبْدِيْلِ الدِّيْنِ مَاظَهَرَ فِيْ سَائِرِ الْأُمَمِ–

'আমরা বৈধ মনে করি না যে, কোন বিষয় বর্ণনা করতে গিয়ে ছহীহ নয় এমন হাদীছ দ্বারা আমরা আমাদের কিতাবে দলীল পেশ করব। কেননা আল্লাহর প্রশংসা ও অনুগ্রহে ছহীহ হাদীছের যে বিশাল ভাণ্ডার আমাদের কাছে রয়েছে, দ্বীনের ব্যাপারে দলীল পেশ করার জন্য তা অনেক গুণে যথেষ্ট। যদি সনদ না থাকত এবং তার জন্য এই অনুসন্ধানী কাফেলা না থাকত তাহ'লে এই উম্মতের মাঝে দ্বীন পরিবর্তনের ফিতনা প্রকাশিত হ'ত, যা অন্যান্য সকল জাতির মাঝে প্রকাশ পেয়েছে'।[১৩০]

(৯) ইবনু হাযাম আন্দালুসী (রহঃ)-এর মন্তব্যঃ

ইমাম ইবনু হাযাম (৩৮৪-৪৬৫ হিঃ) জাল ও যঈফ হাদীছের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। এক মুহূর্তের জন্যও তিনি তাকে প্রশ্রয় দেননি। তিনি বলেন,

إِمَّا بِنَقْلِ أَهْلِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ أَوْ كَافَّةٍ عَنْ كَافَّةٍ أَوْ ثِقَةٍ عَنْ ثِقَةٍ حَتَّى يَبْلُغَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِلاَّ أَنَّ فِيْ الطَّرِيْقِ رَجُلاً مَجْرُوْحًا بِكِذْبٍ أَوْ غَفْلَةٍ أَوْ مَجْهُوْلَ الْحَالِ فَهَذَا أَيْضًا يَقُوْلُ بِهِ بَعْضُ الْمُسْلِمِيْنَ وَلاَ يَحِلُّ عِنْدَنَا الْقَوْلُ بِهِ وَلاَ تَصْدِيْقُهُ وَلاَ الْأَخْذُ بِشَئٍ مِنْهُ–

'পূর্ব ও পশ্চিমের অধিবাসীর বর্ণিত হোক কিংবা এক জামা'আত থেকে আরেক জামা'আত এবং নির্ভরযোগ্য রাবী থেকে নির্ভরযোগ্য রাবী কর্তৃক বর্ণিত হোক এভাবে রাসূল (ছাঃ) পর্যন্ত পৌঁছলে (তা গ্রহণীয়)। অন্যথা উক্ত সূত্রে যদি কোন ব্যক্তি মিথ্যুক, অলস কিংবা অপরিচিত হিসাবে অভিযুক্ত থাকে তাহ'লে তা গ্রহণযোগ্য হবে না, যা কতিপয় মুসলিম ব্যক্তি বলে থাকে। এধরনের কথা বলা, বিশ্বাস করা এবং তা থেকে কিছু গ্রহণ করাকে আমরা হালাল মনে করি না'।[১৩১]

(১০) আবুবকর ইবনুল আরাবী মালেকী (রহঃ)-এর মন্তব্যঃ

ইবনুল আরাবী (মৃঃ ৫৪৩ হিঃ) সর্বক্ষেত্রে যঈফ হাদীছ বর্জনের পক্ষে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। তার এ মত খুবই প্রসিদ্ধ। যেমন-

إِنَّ الْحَدِيْثَ الضَّعِيْفَ لاَيُعْمَلُ بِهِ مُطْلَقًا

'যঈফ হাদীছ কোন ক্ষেত্রেই আমল করা যায় না'।[১৩২]

(১১) হাফেয আবুল ফারজ আব্দুর রহমান ইবনুল জাওযী (রহঃ)-এর বক্তব্যঃ

হাফেয ইবনুল জাওযী (৫১০-৫৯৭ হিঃ)-এর বিভিন্ন আলোচনা ও যঈফ হাদীছ উল্লেখকারী ফক্বীহদের ব্যাপারে সমালোচনার দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, তিনি যঈফ হাদীছ দ্বারা দলীল গ্রহণ করার বিরোধী ছিলেন। প্রথম সারির মুহাদ্দিছগণের মধ্যে যারা জাল হাদীছ চিহ্নিত করে গ্রন্থ লিখেছেন ইবনুল জাওযী তাদের শীর্ষস্থানীয় একজন। তার গ্রন্থের নাম 'কিতাবুল মাওযূ'আত'। তিনি এক সমালোচনায় বলেন,

فصنفت الكتب وتقررت السنن وعرف الصحيح والسقيم ولكن غلب على المتأخرين الكسل بالمرة عن أن يطالعوا علم الحديث حتى إِنِّيْ رَأَيْتُ بَعْضَ الْأَكَابِرِ مِنَ الفُقَهَاءِ يَقُوْلُ فِيْ تَصْنِيْفِهِ عَنْ أَلْفَاظٍ فِيْ الصِّحَاحِ لاَيَجُوْزُ أَنْ يَّكُوْنَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ هَذَا وَرَأَيْتُهُ يَحْتَجُّ فِيْ مَسْئَلَةٍ فَيَقُوْلُ دَلِيْلُنَا مَارَوَى بَعْضُهُمْ أَنَّ رَسُوْلَ الله صلى الله على وسلم قَالَ كَذَا وَيَجْعَلُ الْجَوَابَ عَنْ حَدِيْثٍ صَحِيْحٍ قد احتج به خصمه أن يقول هذا الحديث لايعرف وهذا كله جناية على الإسلام–

'(হাদীছের) গ্রন্থ সমূহ লিপিবদ্ধ হয়েছে, সুন্নাহ স্থিতিশীল হয়েছে এবং ক্রটিপূর্ণ হাদীছ থেকে ছহীহ হাদীছ স্পষ্ট হয়ে গেছে কিন্তু পরবর্তীদের উপর এমন শক্তিশালী উদাসীনতা চেপে বসেছে যে, হাদীছের জ্ঞান থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। এমনকি আমি বড় বড় ফক্বীহদের মধ্যে কাউকে দেখেছি যিনি ছহীহ হাদীছের ক্ষেত্রে এমন সব শব্দ উল্লেখ করেছেন, যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন মর্মে বলা জায়েয নয়। আরো দেখেছি, কোন মাসআলা সাব্যস্ত করে বলেছেন, এটা আমাদের দলীল, যার সম্পর্কে কেউ বর্ণনা করেছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অনুরূপ বলেছেন। পক্ষান্তরে ঐ বিষয়ের ছহীহ হাদীছ সম্পর্কে জবাব দিয়েছেন যে, এর দ্বারা দলীল নিলে বিতর্ক সৃষ্টি হবে। যেন তিনি ঐ হাদীছকে অপরিচিত বলতে চাচ্ছেন। নিঃসন্দেহে এগুলো সবই ইসলামের উপর জালিয়াতি'।[১৩৩]

---

১৩০. *আল-মাজরূহীন, মুক্বাদ্দামা, পৃঃ ২৫; হুকমুল আমাল বিল হাদীছিয যঈফ, পৃঃ ২৮।*

১৩১. *ইমাম ইবনু হাযাম আন্দালুসী, কিতাবুল ফাছল ফিল মিলাল ওয়াল আহওয়া ওয়ান নিহাল ২/৮৪ পৃঃ; আল-হাদীছুয যঈফ ওয়া হুকমুল ইহতিজাজি বিহী, পৃঃ ২৬৫।*

১৩২. *হাফেয সাখাভী, আল-ক্বাওলুল বালীগ ফী ফাযলিছ ছালাতি আলাল হাবীবিশ শাফি', পৃঃ ১৯৫; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ১/৪৭-৪৮ পৃঃ। উল্লেখ্য, ইবনুল আরাবীর তিরমিযীর ভাষ্যগ্রন্থ 'আরেযাতুল আহওয়াযীতে' মুরসাল হাদীছের ক্ষেত্রে তার শিথিলতা উল্লেখিত হয়েছে। -আরেযাতুল আহওয়াযী ২/২৩৭ ও ৫০ পৃঃ, ১/১৩ পৃঃ, ১০/২০৫ পৃঃ)। তবে তিনি ছাত্রদের উদ্দেশ্যে যঈফ হাদীছের বিষয়ে কঠোরতা আরোপ করতেন। -ঐ, আহকামুল কুরআন ২/৫৮০ পৃঃ)। ফলে বিশ্বব্যাপী মুহাদ্দিছ ওলামায়ে কেরামের মাঝে সর্বক্ষেত্রে যঈফ হাদীছ বর্জন করতে হবে মর্মে মতটিই প্রসিদ্ধ এবং এটাই তার প্রাধান্যযোগ্য বক্তব্য হিসাবে গৃহীত হয়েছে -আল-হাদীছুয যঈফ ওয়া হুকমুল ইহতিজাজি বিহী, পৃঃ ২৬৫-৬৭।*

১৩৩. *ঐ, তালবীসু ইবলীস, পৃঃ ১০৭।*

(১২) শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ)-এর মন্তব্যঃ

বিশ্ববিখ্যাত মুজাদ্দিদ, পাঁচ শতাধিক মৌলিক গ্রন্থের প্রনেতা, মিসরীয় পণ্ডিত শায়খ ইবনু তাইমিয়াহ (৬৬১-৭২৮ হিঃ) বলেন,

لاَيَجُوْزُ أَنْ يَعْتَمِدَ فِىْ الشَّرْيْعَةِ عَلَى الأَحَادِيْثِ الضَّعِيْفَةِ الَّتِىْ لَيْسَتْ صَحِيْحَةً وَلاَ حَسَنَةً–

‘শরী‘আতের ক্ষেত্রে যঈফ হাদীছ সমূহের উপর নির্ভরশীল হওয়া বৈধ নয়, যা ছহীহ এবং হাসান বলে প্রমাণিত হয়নি’।[১৩৪]

(১৩) ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ)-এর বক্তব্যঃ

ইবনুল ক্বাইয়িম (৬৯১-৭৫১হিঃ)-এর আলোচনায় বুঝা যায় যে, তিনিও যঈফ হাদীছ দ্বারা দলীল গ্রহণের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। তিনি তার বিভিন্ন গ্রন্থে সমাজে প্রচলিত যঈফ হাদীছ ভিত্তিক আমলের কঠোর সমালোচনা করেছেন এবং ইমাম আহমাদ সহ কতিপয় বিদ্বান যঈফ হাদীছের পক্ষে যা বলেছেন তারও ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন,

وليس المراد بالحديث الضعيف فى اصطلاح السلف هو الضعيف فى اصطلاح المتأخرين بل ما يسميه المتأخرين حسنا يسميه المتقدمين ضعيفا

‘সালাফী বিদ্বানগণের পরিভাষায় যঈফ হাদীছ দ্বারা যা উদ্দেশ্য পরবর্তী ওলামায়ে কেরামের নিকট তা যঈফ নয়; বরং পরবর্তীরা যাকে হাসান বলেছেন পূর্ববর্তীরা তাকে যঈফ বলেছেন’।[১৩৫] এছাড়া অন্যত্র তিনি এ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে যা বলেছেন তাতে তার মত আরো স্পষ্ট।[১৩৬]

(১৪) হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ)ঃ

ইবনু হাজার আসক্বালানী (৭৭৩-৮৫২হিঃ)-এর বক্তব্য অনুযায়ী বুঝা যায় তিনিও পুরোপুরি যঈফ হাদীছ বর্জনের পক্ষে ছিলেন। যেমন তিনি ‘তাবঈনুল আজাব’ গ্রন্থে বলেন,

أُشْتُهِرَ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ يَتَسَاهَلُوْن فِىْ إِيْرَادِ الْأَحَادِيْثِ فِىْ الْفضَائِل وإنْ كَانَ فِيْهَا ضُعْفٌ مَالَمْ تكُنْ مَوْضُوْعَةٌ وَيَنْبَغِى مَعَ ذَلِكَ اشتراطٌ أَنْ يَّعْتَقد الْعَامِلُ كَوْن ذَلِكَ الحديث ضعيفا وَأَنْ لاَ يُشهَرُ ذَلِك لِئَلاَّ يَعْمَلَ الْمَرْءُ بحَدِيْثٍ ضَعِيْفٍ فَيَشْرَعُ مَالَيْسَ بِشَرْعٍ أو يراه بَعْضُ الْجُهَّال فَيظُنُّ أَنَّهُ سُنَّةٌ صَحِيْحَةٌ ... وليحذر المرء مِنْ دُخُوْل تَحْتَ قَوْلِهِ صَلى الله عليهِ وسلم مَن حدث عنى بحديث يرى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الكَاذِبِيْنَ فَكَيْفَ بِمَنْ عَمِلَ بِه؟! وَلاَ فَرْقَ فِىْ الْعَمَلِ بِالْحَدِيْثِ فِىْ الْأَحْكَامِ أو فِىْ الْفَضَائِلِ إِذِ الْكُلُّ شَرْعٌ–

‘প্রসিদ্ধি আছে যে, মুহাদ্দিছগণ ফযীলত সংক্রান্ত হাদীছ বর্ণনায় শিথিলতা প্রদর্শন করেছেন, যদিও তাতে দুর্বলতা থাকে কিন্তু তা জাল পর্যায়ের নয়। সেই সাথে এ ব্যাপারে শর্ত করা উচিত যাতে আমলকারী তাকে যঈফ বলে বিশ্বাস করে এবং এটা ব্যাপকভাবে পরিচিতি লাভ না করে। যেন যঈফ হাদীছের উপরে আমল করতে গিয়ে তাকে শরী‘আত মনে না করে। কারণ তা শরী‘আত নয়। অথবা মূর্খরা যেন তাকে ছহীহ সুন্নাত বলে ধারণা না করে। ... মানুষ যেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিম্নোক্ত বাণীর অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে সাবধান থাকে। ‘যে ব্যক্তি আমার পক্ষ থেকে এমন হাদীছ বর্ণনা করে যাকে সে মিথ্যা বলে ধারণা করে, তাহ’লে সে মিথ্যুকদের একজন’। সুতরাং ঐ ব্যক্তি কী করবে যে তার প্রতি আমল করছে? আর হাদীছের উপর আমলের বেলায় আহকাম অথবা ফাযায়েলের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কারণ সবই তো শরী‘আত’।[১৩৭]

শায়খ আলবানী (রহঃ) উক্ত বক্তব্য উল্লেখ করে বলেন,

وَيَبْدَوُ لِى أَنَّ الْحَافِظَ رَحِمَهُ اللهُ يَمِيْلُ إِلىْ عَدَمِ جَوَازِ الْعَمَلِ بِالضَّعِيْفِ بِالْمَعْنَى الْمَرْجُوْحِ لِقَوْلِهِ فِيْمَا تَقُوْمُ ... وَلاَ فَرْقَ فِى الْعَمَلِ بِالْحَدِيْثِ فِىْ الْأَحْكَامِ أَوْفِىْ الْفَضَائِل إِذِ الْكُلُّ شَرْعٌ–

‘আমার নিকট স্পষ্ট হয়েছে যে, নিশ্চয়ই ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ)ও তার কথার আর্থিক ব্যাপকতার মাধ্যমে যঈফ হাদীছ আমল না করার দিকে ঝুঁকে গেছেন। যেমন তার কথা- ‘হাদীছের উপর আমলের বেলায় আহকাম অথবা ফাযায়েলের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কারণ সবই তো শরী‘আত’।[১৩৮]

উল্লেখ, ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) ফাযায়েল সংক্রান্ত যঈফ হাদীছের ক্ষেত্রে যে তিনটি শর্তের কথা উল্লেখ করেছেন তাতেও যঈফ হাদীছের অসারতা প্রমাণের লক্ষ্যই প্রতিভাত হয়। শায়খ আলবানীও তাই বলেছেন।[১৩৯]

[চলবে]

---

১৩৪. *ইবনু তায়মিয়াহ, ক্বায়েদাতুন জালীলাহ ফিত তাওয়াসসিল ওয়াল ওয়াসীলাহ, পৃঃ ৮৪; আল-হাদীছুয যঈফ ওয়া হুকমুল ইহতিজাজি বিহী, পৃঃ ২৬৭।*

১৩৫. *ইবনুল ক্বাইয়িম, ই‘লামুল মুআক্কি‘ঈন ১/৬১ পৃঃ।*

১৩৬. *বিস্তারিত দ্রঃ ই‘লামুল মুআক্কি‘ঈন ১/৩১ পৃঃ।*

১৩৭. *ইবনু হাজার আসক্বালানী, তাবঈনুল আজাব ফীমা ওয়ারাদা ফী ফাযলি রজব, পৃঃ ৩-৪; তামামুল মিন্নাহ, পৃঃ ৩৬।*

১৩৮. *তামামুল মিন্নাহ, পৃঃ ৩৭।*

১৩৯. *ছহীহুল জামে‘ আছ-ছগীর ১/৫৩-৫৪; তামামুল মিন্নাহ, পৃঃ ৩৭-৩৮।*

Contents

রাষ্ট্রধর্ম ইসলামের দেশে

*মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান**

লোচন অর্থ চক্ষু। পদ্মলোচন অর্থ পদ্মফুলের মত চোখ। যার চোখ দৃষ্টিশক্তি রহিত, তার নাম যদি রাখা হয় পদ্মলোচন, নিশ্চয়ই তা হাস্যস্পদ। কেননা তা সঙ্গত নয়। তাই আমাদের দেশে অসংগতিকে ব্যাঙ্গার্থে প্রবাদের মত একটি বাক্য প্রচলিত আছে। বাক্যটি হ'ল 'কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন'। যে দেখতে পায় না, তাকে বলা হয় অন্ধ। অন্ধের চোখ থাকা আর না থাকা উভয়েই সমান। তাই দৃষ্টিহীনকে চক্ষুহীন বললে অসঙ্গত হয় না। সংস্কৃত ভাষায় একটা কথা আছে তা হ'ল 'লোচনাভ্যা রহিতস্য দর্পণে কিমকরিয়াতি'? এর অর্থ যার চোখ নেই সে দর্পণ (আয়না) দিয়ে কী করবে? বাস্তবিকই অন্ধের কাছে দর্পণ মূল্যহীন অর্থাৎ অপ্রয়োজনীয়।

আমাদের বাংলাদেশ এক সময়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল। স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয় ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে। আর এই বিভক্তির কারণ ছিল মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণ। স্বাধীনতার পর পাকিস্তানের শাসন ব্যবস্থায় তেমন কোন পরিবর্তন সূচিত হয়নি। খ্রীষ্টান ইংরেজ শাসনামলে দেশ যেরূপ চলছিল, সেরূপই চলতে থাকে। ১৯৪৭-এর স্বাধীনতার দীর্ঘকাল পরে ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা হয়। ইস্কান্দার মির্জা ইসলামী প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট। ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হ'লেও রাষ্ট্রে কোন ইসলামী আইন-কানূন জারী করা হয়নি। দেশ যেমন চলছিল, তেমনই চলতে থাকে।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এর নেতৃত্বে ছিলেন আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান। পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সঙ্গে দীর্ঘ নয় মাস মুক্তিযুদ্ধ চলে। অঢেল রক্ত এবং সীমাহীন ক্ষয়-ক্ষতির বিনিময়ে অর্জিত হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা। ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশের সংবিধান রচিত হয়। রাষ্ট্রীয় আদর্শ নির্ধারিত হয় গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদ। রাষ্ট্রের নামকরণ হয় 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ'। এবার থেকে দেশে কিছু পরিবর্তন আসে, বিশেষতঃ নামকরণে। যেমন সোনালী ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, বাংলাদেশ বেতার, জয় বাংলা, চিরজীবী হোক, অমর হোক, পরম করুণাময়ের নামে ইত্যাদি। অর্থাৎ আরবী, উর্দূ, ইংরেজী শব্দ পরিহার করে বাংলা শব্দের ব্যবহার এবং ইসলাম ধর্মীয় শব্দ বর্জন।

১৯৭৫ সালে আওয়ামী লীগের শাসন কর্তৃত্ব চলে যাবার পর জেনারেল জিয়াউর রহমানের শাসনামলে সংবিধানে কিছু পরিবর্তন সূচিত হয়। রাষ্ট্রীয় সংবিধান শীর্ষে 'বিসমিল্লা-হির রাহমা-নির রাহীম' যুক্ত হয়। ধর্মীয় মূল্যবোধ, ইনছাফ ইত্যাদি স্থান পায় ধর্মনিরপেক্ষতার স্থলে এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদের নতুন নামকরণ হয় বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ। জয় বাংলা, অমর হোক ইত্যাদির স্থলে আবার 'যিন্দাবাদ' চালু করা হয়। বাংলাদেশ বেতার আবার হয় রেডিও বাংলাদেশ। কিন্তু আর সবই পূর্ববৎ। ইসলাম তথা মুসলমানীত্বের অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটেনি। প্রচলিত হয়নি কোন ইসলামী বিধান, বর্জন করা হয়নি পূর্ব প্রচলিত অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড। বরং অনেক ইসলাম গর্হিত কর্মকাণ্ডই বৃদ্ধি পেতে থাকে।

জেনারেল এইচ.এম. এরশাদ ১৯৮৩ সালের ডিসেম্বরে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হয়ে আরেকটি চমক সৃষ্টি করলেন 'রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম' ঘোষণা করে। 'কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন' বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এবার তা ষোলকলায় পূর্ণ হ'ল। তিনিও কোন ইসলামী কানূন জারী করলেন না কিংবা কোন অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড বন্ধের নির্দেশ দিলেন না। দেশ চলতে থাকল ঠিক পূর্ববৎ গড্ডালিকা প্রবাহে। তাহ'লে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম ঘোষণার সার্থকতা কোথায়? Dacca-কে Dhaka বানানো যত সহজ, একটি অনৈসলামিক মুসলিম রাষ্ট্রকে তত সহজে ইসলামী রাষ্ট্র বানানো যায় না। আর তা বানানো না গেলে 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' ঘোষণাকে আহম্মকী বলাই সমীচীন। যেমন কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন।

রাতারাতি কোন কিছুর আমূল পরিবর্তন সাধন করা যায় না। সেই ব্রিটিশ আমল থেকে এ দেশের রাষ্ট্র এবং সমাজ ব্যবস্থা যে স্রোতের দিকে ধাবিত, সে দিকে আরও এগিয়ে নেওয়া বরং সহজ। বাস্তবে হচ্ছেও তাই। বিপরীত দিকে স্রোতকে প্রবাহিত করতে চাইলে একটু একটু করে ক্ষেত্র প্রস্তুত করা আবশ্যক। অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা সময় সাপেক্ষ। সময় না দিলে কিছুই করা সম্ভব নয়। বাংলাদেশে ৯০% লোক মুসলিম। তাদের ধর্ম ইসলাম হ'লেও দেশটি কখনও ইসলামী ভাবধারায় গড়ে উঠেনি। তাই তাকে একটি মুসলিম দেশ বা রাষ্ট্র বলা যেতে পারে। আর মুসলমানরা আমলে, আখলাকে খাঁটি মুসলমান থাকলেই হ'ল। তা না থাকলে ইসলামী রাষ্ট্র বা দেশ চালাবেন কারা? সর্ষে যদি ভূতে পায়, তাহ'লে তা দিয়ে ভূত ছাড়ানো যায় না। তেমনি ইসলামী রাষ্ট্রের কর্ণধারদেরকে আগে খাঁটি ইসলামভাবাপন্ন হ'তে হবে। পরিবেশ যখন অনুকূলে আসবে তখন ইসলামী রাষ্ট্র ঘোষণা করা যাবে। তাতে 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' আর ঘোষিত থাকার প্রয়োজন হয় না। বিশ্বের কোন মুসলিম দেশে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম ঘোষিত আছে কি-না আমার জানা নেই। আমল-আখলাকে কোন মুসলিম দেশের সকল মুসলমানই নিষ্ঠাবান পরহেযগার, এমন খবর পাওয়া যায় না। তবে কোন কোন মুসলিম দেশে এখনও ইসলামী ভাবধারা বর্তমান, সে দেশের কিছু লোক পাশ্চাত্যের খ্রীষ্টান ভাবাপন্ন হ'লেও। তাই সেই সকল রাষ্ট্রে ও সমাজে আইন করে কোন ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ড প্রচলন করতে পারে না, যেমন পারে বাংলাদেশে, ইন্দোনেশিয়ায়, তুরস্কে এবং এ রকম কিছু দেশে।

আমাদের দেশ স্বাধীন হবার পর থেকে সরকারী আইন ও আনুকূল্যে অনেক অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড চালু হয়ে গেছে। তারপর 'বিসমিল্লাহ' এবং 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' সংবিধানভুক্ত

* *সম্পাদক, কালান্তর, রাজাবাড়ী, পিরোজপুর।*

হবার পর তা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ ইসলামী রাষ্ট্র না হ'লেও মুসলিম অধ্যুষিত দেশ। সে হিসাবে মুসলমানদের অন্ততঃ মুসলমানিত্ব অক্ষুণ্ণ থাকবার কথা। এমন কোন বিধান বিধিবদ্ধ হওয়া উচিত নয়, যা মুসলমানদের পক্ষে পালন করা অসম্ভব। অন্ততঃ সকল মুসলমান যেন সেই ইসলাম বিরোধী বিধান মানতে বাধ্য না হয়। কিন্তু হয়েছে তার বিপরীত।

আমাদের দেশে কিছু সংখ্যক ভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকও রয়েছে, যেমন- হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান। তাদের ধর্ম এবং সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে মুসলমানদের ধর্ম এবং সমাজ ব্যবস্থায় দুস্তর ব্যবধান। বিপরীতমুখীও বলা যেতে পারে। যেমন তাদের নৃত্যগীত ধর্মের অংগ। যা মুসলমানদের জন্য হারাম। মূর্তি এবং ছবি তাদের উপাস্য। মুসলমানদের জন্য তা হারাম। সংরক্ষণ এবং প্রস্তুত করাও নিষিদ্ধ। তাদের ধর্ম এবং সমাজে অসম্পর্কিত পুরুষ এবং মহিলার একত্র বসবাস, চলাফিরায় কোন বাধা নেই। মুসলমানদের জন্য তা নিষিদ্ধ। মুসলমান মহিলাদের জন্য পর্দাকে ফরয করা হয়েছে। অন্যান্য ধর্মে পর্দার বালাই নেই। সুতরাং অমুসলিমরা তাদের ধর্ম, রীতি-নীতি প্রথা অনুসারে এদেশেও চলতে পারে। কিন্তু মুসলমানরা তাদেরকে অনুসরণ করতে পারে না। সুতরাং মুসলিম দেশের আইন-বিধান রচনা করতে হবে এসব বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রেখেই।

কিন্তু স্বাধীনতার পর তা কখনও এ দেশে হয়নি । বরং হয়েছে তার বিপরীত। মুসলমানদের ধর্মীয় এবং সামাজিক রীতি-নীতির তোয়াক্কা কখনও করা হয়নি। চলেনি তাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার চেষ্টা । বরং কেউ প্রতিবাদ করতে গেলে সে মৌলবাদী বলে নিন্দিত হয়েছে। কখনও মৌলবাদ ঠেকাবার আন্দোলন করেছে এদেশের তথাকথিত প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী পণ্ডিত, কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার, বক্তারা। গ্রন্থ রচনা করে, কবিতা লিখে, নাটকের অভিনয়ের মাধ্যমে, পত্র-পত্রিকায় কলাম লিখে, গল্প লিখে, সভা-সমাবেশে ভাষণ-বক্তৃতা দিয়ে এ কাজে নেতৃত্ব দিয়েছে। কেউ বলেছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা। মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য কি এরূপ ছিল যে, দেশটি স্বাধীন হ'লে ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ডের সম্প্রসারণ করা হবে?

আমি যখন প্রাইমারী স্কুলে যেতে শুরু করি, তখনও দেশে ইংরেজদের শাসন চলছিল। সে সময়ে প্রাইমারী স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য স্ব স্ব ধর্মের ধর্মীয় বিষয় পাঠ্যভুক্ত ছিল। হাইস্কুলে আরবী ভাষা মুসলমানদের জন্য এবং সংস্কৃত ভাষা হিন্দুদের জন্য পাঠ্য বিষয় ছিল। অবশ্য এ দু'টি ভাষার যে কোন একটি পড়তে মুসলমান কিংবা হিন্দুর কোন বাধাও ছিল না। এই সুযোগে আমি নবম শ্রেণী পর্যন্ত সংস্কৃত ভাষা পড়েছিলাম। পাকিস্তানী শাসনামলেও প্রাইমারী এবং হাইস্কুলে একই নিয়ম ছিল। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর প্রাইমারীতে ধর্ম শিক্ষা পাঠ্য তালিকা থেকে বর্জন করা হয়। কিছুকাল পরে আবার ধর্ম শিক্ষা চালু করা হয়। শুধু প্রাইমারীতেই নয়, মাধ্যমিক স্তরেও আরবী-সংস্কৃত ভাষা বাদ দিয়ে ধর্মশিক্ষা পাঠ্যতালিকাভুক্ত হয় এবং তাকে আবশ্যিক (Compulsory) বিষয় করে নেওয়া হয়। অবশ্য তারও বিরোধিতা করত কিছু সংখ্যক ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ব্যক্তিবর্গ। ধর্ম শিক্ষা শুধু পাঠ্য তালিকায় থাকলেই কার্যসিদ্ধি হয় না। পড়ুয়াদের আচরণে, মন-মানসিকতায় তার প্রভাব থাকা চাই। তা কিন্তু দেখা যায় না, বিশেষ করে মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে। শুধু রাষ্ট্রধর্ম ইসলামই থাকল সাইনবোর্ডের মত। অপরদিকে মুসলমানদের মধ্যে অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পেতে থাকল।

বাংলাদেশে যে সকল ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ড চক্রবৃদ্ধিহারে বৃদ্ধি পেয়েছে, তার একটা তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হ'ল-

(১) এনজিও'র দারিদ্র্য বিমোচনের নামে সূদের বিনিময়ে ঋণ প্রদান শুরু হবার পর প্রায় প্রতিটি গ্রামে ব্যক্তি উদ্যোগে একাধিক সূদের ঋণদান সমিতি গড়ে উঠেছে। সূদ এখন আমাদের দেশে প্রকাশ্য ব্যবসায় পরিণত হয়েছে।

(২) ঘুষের আদান-প্রদান বৃদ্ধি পেয়েছে।

(৩) নাটক-সিনেমায় অশ্লীলতা, যৌনতা, ধর্ম বিরোধিতা মুখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

(৪) গল্প, কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ ইত্যাদিতে যৌনতা, অশ্লীলতা এবং ইসলাম ধর্ম নিয়ে ভাঁড়ামি চলছে অবাধে।

(৫) নারীর ক্ষমতায়ন, নারী স্বাধীনতা ইত্যাদি ইস্যুতে পর্দা প্রায় উঠে গেছে। নারীরা (মুসলিম) সরকার প্রধান হচ্ছে। রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব করছে। মিছিল-হরতালে পুরুষদের সঙ্গে নারীরাও রাজপথ পরিক্রমায় অবতীর্ণ হয়েছে। পুলিশের লাঠি চার্জে রাস্তায় গড়াচ্ছে, বসন স্খলিত হচ্ছে। পুরুষের সঙ্গে সহাবস্থানে সর্বপ্রকার কর্মে অংশগ্রহণ করছে। যে কারো সঙ্গে বিদেশ সফর করছে।

(৬) নারী স্বাধীনতার ফলে ব্যভিচার বৃদ্ধি পেয়েছে। ধর্ষণের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

(৭) প্রাইমারী স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের উপবৃত্তির টাকা মায়েদের হাতে দেবার নিয়ম করায়, তাদের ছবি তুলে জমা দিতে হয়। নির্দিষ্ট দিনে ইউনিয়ন ভিত্তিক সকল মহিলাকে এক স্থানে সমবেত হয়ে প্রায় সারাদিন অবস্থান করে উপবৃত্তির টাকা বিতরণকারী কর্মকর্তাদের হাত থেকে গ্রহণ করতে হচ্ছে। যদি কারও পরপুরুষের সামনে আসার ইচ্ছা নাও থাকে, তবু টাকার লোভে আসতে হচ্ছে। মায়েদের নামে সন্তানের পরিচয় দেবার প্রথাও চালু হয়েছে।

(৮) পাশ্চাত্যের খ্রীষ্টান সমাজের মহিলা এবং হিন্দু সমাজের বাল্যবিধবা মেয়েদের মত এ দেশের স্বাধীনচেতা নারীবাদী মহিলাদের মধ্যে Live together নামের Free Sex-এর কারবারও আমরা দু'একটা শুনতে পাই। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়- সংগীত শিল্পী রুনা লায়লা সিনেমা নায়ক আলমগীরের সঙ্গে লিভ টুগেদার করার ফলে আলমগীরের স্ত্রী অধ্যাপিকা কবি খোশনুর তাকে তালাক দিয়েছিলেন। আর রুনার বিদেশী খ্রীষ্টান স্বামী রনদানিয়েল পিলনিক তার বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে দিয়েছিল। এক সময়ে এসব নিয়ে এদেশের পত্র-পত্রিকায় খুব লেখালেখি

চলেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের এককালীন অধ্যাপক, বিখ্যাত ঔপন্যাসিক, টিভি নাটকের পরিচালক, সিনেমা নির্মাতা হুমায়ুন আহমেদ তার মেয়ের সহপাঠিনী বান্ধবীকে সিনেমা-নাটকে নিয়ে প্রথমে লিভ টুগেদার, তারপর বিয়ে করেন এবং স্ত্রী গুলতেকিনকে তালাক দেন। এ্যাডফিলমের নায়িকা মডেল তিন্নি লিভ টুগেদার করতে করতে এক সময়ে খুন হয়ে যায়। পত্রিকায় সে খবর প্রকাশিত হয়। আজিজ মোহাম্মাদ ভাই (ইসমাঈলিয়া সম্প্রদায়ের নেতা)-এর নামতো লিভ টুগেদারে বিখ্যাত। সে নিজেই একবার বলেছিল, 'আমি কোন মেয়ের কাছে যাই না। মেয়েরাই আমার কাছে আসে'। তার নারী কেলেংকারীর বহু খবর পত্র-পত্রিকায় এসেছে। তসলিমা নাসরিন বাংলাদেশের এক বিতর্কিত ইসলাম বিরোধী লেখিকা। অবশ্য বহুকাল থেকে সে দেশছাড়া। সে তার 'আমার মেয়েবেলা' বইয়ে লিখেছে যে, তার বাবা ডাঃ রজব আলী রাজিয়া বেগম নামের এক মহিলার সঙ্গে লিভ টুগেদার করত। আর সে তো যৌনস্বাধীনতার দাবীদার, দেশ-বিদেশ চষে বেড়ানো মেয়ে, তার লিভ টুগেদারতো বেশ্যাবৃত্তির শামিল। আমাদের দেশের নাটক-সিনেমা-সঙ্গীত পাড়ার কদর্যতার কথা মাঝে মাঝে সিনেমা-নাটক বিষয়ক পত্র-পত্রিকার চুটকি হিসাবে বিবেচিত এবং প্রকাশিত হয়।

(৯) জাতে-বেজাতে বিবাহের খবরও আছে কিছু কিছু। আমার জানা মতে ফেরদৌসী মজুমদারের স্বামী হিন্দু রামেন্দু মজুমদার। শহীদুল্লাহ কায়সার বিয়ে করেছিলেন সুমিতা দেবীকে। যাদুশিল্পী জুয়েল আইচের স্ত্রী বিপাশা পিরোজপুর সরকারী কলেজের এক সময়কার প্রিন্সিপাল জনাব দরবেশ আলীর কন্যা। কবি সুফিয়া কামালের কন্যা সুলতানা কামাল (এবারে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা মনোনীত হয়েছিলেন, পরে পদত্যাগ করেন)-এর স্বামী হিন্দু সুপ্রিয় চক্রবর্তী। সংগীত শিল্পী সাবিনা ইয়াসমীনকে বিয়ে করেছিল ভারতীয় গায়ক সুমন চট্টোপাধ্যায়। এ বিয়ে বেশী দিন টেকেনি। টিভি অভিনেত্রী শমী কায়সারের বিয়ে হয় ভারতীয় হিন্দু অর্ণব ব্যানার্জী রিংগোর সঙ্গে। এ বিয়েও টেকেনি বেশী দিন। এ রকম ঘটনা হয়তো আরও আছে, যা আমার জানা নেই।

(১০) জেনারেল এডুকেশনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কো-এডুকেশন (নারী-পুরুষ একত্রে শিক্ষা গ্রহণ) প্রথা বহুকালের। মুসলমানের মাদরাসা দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানে ছেলে-মেয়ে একত্রে পড়ার বিধান ছিল না। এখানকার শিক্ষকতায় নারী এবং বিধর্মী স্থান পেত না। এমনকি পরহেযগার মুসলমান না হ'লে মাদরাসায় চাকুরী পেতেন না। বর্তমানে সর্বত্র না হ'লেও কোন কোন মাদরাসায় সহ-শিক্ষা চলছে। হিন্দুরাও মাদরাসার শিক্ষক হচ্ছেন। মহিলা শিক্ষিকা রয়েছেন। এমনকি দাড়িমুণ্ডনকারী, ধূমপায়ী, শার্ট-প্যান্ট পরিহিত ছালাত-ছিয়ামে গাফিল মুসলমানও মাদরাসায় শিক্ষকতা করছে। এখন আবার সরকারী তাকীদও রয়েছে যাবতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৩০% মহিলা শিক্ষক নিয়োগ দেওয়ার জন্য। মাদরাসাও তার আওতায় পড়ে। এমতাবস্থায় তো জামা'আতে ছালাত পড়াবার জন্য ইমাম (শরী'আতসিদ্ধ) পাওয়াই মুশকিল হয়ে দাঁড়াবে।

(১১) অনৈসলামিক অশ্লীল কৃষ্টি-কালচার বৃদ্ধি পেয়েছে দেশে। যেমন- নববর্ষ উদযাপন। তাতে অনেক বেহায়া কারবার ও অযথা ব্যয় হয়ে থাকে। নববর্ষের উৎসব যারা দেখেছেন তারা জানেন, তাতে কী কী অশ্লীল, অপ্রয়োজনীয় ব্যাপার-স্যাপার ঘটে। এ উৎসব নারী-পুরুষ সম্মিলিতভাবে করা হয়। ইসলামী বিধান মতে মুসলমানদের জন্য তা বর্জনীয়। মূর্তি সংস্থাপন, তাতে পুষ্পার্ঘ্য দেওয়া হারাম, যা আমাদের দেশে চলছে।

(১২) ভালোবাসা দিবস। এ উৎসবটি ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ হারাম। নারী-পুরুষ একত্র হয়ে ভালোবাসা দিবস পালন করায় কোন ফায়দা আছে কি? এও একরূপ অসভ্যতা, ব্যভিচার। আর এসব করতে গিয়ে অনেক সময় অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটে যায়। সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা আরও অশ্লীল এবং জঘন্য।

(১৩) মৃতের জন্য দো'আ করা মুসলমানের কর্তব্য। এটা ছওয়াবের কাজ। এখন রেওয়াজ হচ্ছে ১ থেকে ৫ মিনিট নীরবতা পালন। এতে ফায়দা কী? এটা কোন জাতির রীতি?

(১৪) সঙ্গীত শিল্পী সানজিদা খাতুনের প্রাক্তন স্বামী ছায়ানটের প্রতিষ্ঠাতা অহিদুল হকের মৃত্যুর পর তার লাশ সামনে রেখে তিন ঘন্টা রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। এতে সানজিদা খাতুনও অংশগ্রহণ করে। লাশের কাছে বসে রবীন্দ্র সংগীত গাওয়া তাও আবার রাষ্ট্রধর্ম ইসলামের দেশে?

(১৫) ঈদের নাটক, ঈদের সিনেমা এসব আবার কি? ঈদ মুসলমানদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান। ঈদের জামা'আতে ছালাত আদায় করা মুসলমানদের জন্য অবশ্য কর্তব্য। ঈদের আবার সিনেমা-নাটক কী? সিনেমা-নাটক ইসলামী বিধানমতে হারাম। মুসলমান কেন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের নামে সিনেমা-নাটক করবে?

(১৬) ধর্মবিরোধী সাহিত্য-সংস্কৃতি ধর্মকে বিকৃত করে। ধর্মের নিন্দা করে কবিতা, নাটক, উৎসব (যা ইসলামে জায়েয নেই, তা বাঙালি সংস্কৃতি নামে) কেন করবে মুসলমানরা? এসব যদি প্রশাসন বন্ধ নাই করবে, তাহ'লে 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' কেন? এসব কি ইসলামের সঙ্গে গাদ্দারী করা নয়?

বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত বহু অনৈসলামিক কর্মকাণ্ডের মধ্য থেকে বিশেষ কয়েকটি উল্লেখ করা হ'ল। এবার এর বিপক্ষে মুসলমানদের আসমানী কিতাব পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (ছাঃ)-এর হাদীছ কী বলে তা থেকে কতিপয় উদ্ধৃতি উপস্থাপন করছি।

কুরআন পাকের উদ্ধৃতিঃ

(১) 'আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সূদকে হারাম করেছেন' *(বাক্বারাহ ২৭৫)*।

(২) 'অপব্যায়কারীরা শয়তানের ভাই এবং শয়তান তার প্রভুর প্রতি অত্যন্ত অবাধ্য' *(বানী ইসরাঈল ২৭)*।

(৩) 'তোমরা একে অন্যের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে ভক্ষণ কর না' *(বাক্বারাহ ১৮৮)*।

(৪) মুমিন পুরুষগণকে বল যে, তারা যেন আপন দৃষ্টি সংযত ও নত করে রাখে এবং আপন লজ্জাস্থান হেফাযত করে। এটা তাদের জন্য অত্যন্ত পবিত্র বিষয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ অবগত আছেন যা কিছু তারা করছে। আর মুমিন নারীগণকে বল, তারা যেন তাদের আপন দৃষ্টি সংযত রাখে, আপন লজ্জাস্থান রক্ষা করে চলে, প্রকাশ না করে তাদের বেশ ভূষা ও অলংকার, ততটুকু ভিন্ন যতটুকু সাধারণতঃ এমনিতে প্রকাশ পায় এবং আপন চাদর আপন গলা ও বুকের উপর জড়িয়ে দেয়। আর তারা যেন প্রকাশ না করে তাদের সাজ-পোষাক, তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, নিজের পুত্র বা স্বামীর পুত্র কিংবা সহোদর ভাই, ভাইয়ের পুত্র, ভাগিনা অথবা তাদের নারীগণ বা অধীনস্থ গোলাম তথা কামপ্রবৃত্তিহীন ভৃত্য অথবা সেই সকল শিশু যারা নারীদের গোপন বিষয় সম্বন্ধে জানে না তাদের ব্যতীত' *(নূর ৩১)*।

(৫) 'মুনাফিক নর-নারী সকলেই এক স্বভাবের। তারা কুকাজ করতে পরামর্শ দেয়। ভাল কাজ করতে নিষেধ করে' *(তওবা ৩৭)*।

(৬) 'তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং মিথ্যা মূর্তিপূজা হ'তে দূরে থাক' *(নাহল ৩৬)*।

(৭) 'ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী, তাদের প্রত্যেককে একশত চেত্রাঘাত করে' *(নূর ২)*।

(৮) 'কোন মুমিন পুরুষ এবং কোন মুমিন রমণীর এখতিয়ার নেই যে, যখন আল্লাহ ও রাসূল কোন কাজের জন্য হুকুম করেন, তখন সেই বিষয়ে তাঁদের ভিন্ন মত পোষণ করে এবং যে কেউ আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম অমান্য করে, সে অবশ্যই প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়েছে *(আহযাব ৩৬)*।

(৯) 'আর তোমরা মুশরিক নারীদেরকে বিয়ে করোনা, যতক্ষণ না তারা ঈমান গ্রহণ করে। অবশ্য মুসলিম ক্রীতদাসী মুশরিক নারী অপেক্ষা উত্তম, যদিও তাদেরকে তোমাদের কাছে ভাল লাগে। আর তোমরা (নারীরা) কোন মুশরিক পুরুষের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ো না, যে পর্যন্ত না সে ঈমান আনে। একজন মুসলিম ক্রীতদাস একজন মুশরিকের তুলনায় অনেক ভাল। যদিও তোমরা তাদের দেখে মোহিত হও। তারা জাহান্নামের দিকে আহ্বান করে। আর আল্লাহ নিজের হুকুমের মাধ্যমে জান্নাত ও ক্ষমার দিকে আহ্বান করেন। আর তিনি মানুষকে নিজের নির্দেশ বাতলে দেন, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে' *(বাক্বারাহ ২২১)*।

(১০) 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলকে অমান্য করে এবং আল্লাহ্‌র সীমা লংঘন করে, তাকে তিনি জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন, সেখানেই সে চিরকাল থাকবে। আর সে লাঞ্ছনাজনক শাস্তিও পাবে' *(নিসা ১৪)*।

হাদীছ থেকে উদ্ধৃতিঃ

(১) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'গায়িকা বালিকাদেরকে খরিদ কর না, বিক্রয়ও কর না। তাদেরকে শিক্ষা দিও না। তাদের উপার্জন হারাম। এ বিষয়ে অহী অবতীর্ণ হয়েছে। লোকের মধ্যে এমন লোক রয়েছে যারা অনর্থক কথা ক্রয় করে' *(তিরমিযী)*।

(২) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূদ প্রদানকারী, তার লেখক এবং সাক্ষীকে অভিশাপ দিয়েছেন।[১]

(৩) দাইউছ (যারা নারীদেরকে বেপর্দায় চালায় এবং যে নারী বেপর্দায় চলে) জান্নাতে প্রবেশ করবে না।[২]

(৪) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ঘরে ছবি থাকে সেই ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করে না'।[৩]

(৫) 'যে ব্যক্তি যে কওমের অনুসরণ করে, সে তাদের দলভুক্ত'।[৪]

(৬) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'সর্বাপেক্ষা উত্তম বাণী আল্লাহ্‌র কুরআন এবং সর্বাপেক্ষা উত্তম হেদায়াত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর হেদায়াত, সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যাপার নবাবিষ্কার এবং প্রত্যেক নববিধানই ভ্রষ্টতা'।[৫]

(৭) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'লজ্জা ঈমানের অন্তর্গত এবং ঈমান জান্নাতে অবস্থিত; অশ্লীলতা মন্দের অন্তর্গত এবং মন্দ জাহান্নামে অবস্থিত'।[৬]

(৮) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আলী (রাঃ)-কে বলেন, 'হে আলী! একবার দৃষ্টিপাত করবার পর (স্ত্রী লোকদের প্রতি) আরেকবার দৃষ্টিপাত করো না। কেননা প্রথমবার তোমার জন্য, পরেরবার তোমার জন্য নয়'।[৭]

আমাদের রাষ্ট্রধর্ম ইসলামের বাংলাদেশে সংঘটিত ইসলাম বিরোধী কতিপয় কর্মকাণ্ডের তালিকা দেবার পর, তার বিরুদ্ধে কুরআন পাক এবং হাদীছ থেকে কিছু উদ্ধৃতি পেশ করা হ'ল। দ্বীনদার মুসলমান জানে এবং মানেও যে, আল্লাহ এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদেশ-নির্দেশ মুসলমানদের পক্ষে অলংঘনীয়। যারা তা লংঘন করে তাদের জন্য ইহকালে কোন মঙ্গল নেই, আর পরকালে রয়েছে কঠিন আযাব। অতএব সর্বস্তরের মুসলমানদের ভাবতে হবে, এখন আমাদের করণীয় কী? অন্যায়ের প্রতিবাদ করা আবশ্যক। কুরআন পাকে আল্লাহ বলেন, 'তাদের মধ্যে দরবেশ ও আলেম লোকেরা তাদের মিথ্যাকথা বলা ও হারাম খাওয়া হ'তে বারণ করেনি কেন? নিশ্চয়ই তারাও অন্যায় করে' *(মায়েদাহ ৬৩)*। অর্থাৎ অন্যায় যে করে এবং যে তার প্রতিবাদ করে না, তারা উভয়েই অপরাধী। অতএব যথানিয়মে অন্যায়ের প্রতিকার ও প্রতিবাদ করা দ্বীনদার মুসলমানদের একান্ত কর্তব্য।

---

১. *মুসলিম, মিশকাত হা/২৮০৭*।
২. *ছহীহ নাসাঈ, হা/২৫৬২*।
৩. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪৮৯*।
৪. *আবুদাঊদ হা/৪০৩১; মিশকাত হা/৪৩৪৭*।
৫. *মুসলিম, 'জুম'আর ছালাতের পূর্বে দুই খুৎবা' অনুচ্ছেদ, হা/৮৬৭; নাসাঈ হা/১৫৭৯*।
৬. *তিরমিযী, হা/২০০৯; মিশকাত হা/৫০৭৭*।
৭. *তিরমিযী, হা/২৭৭৭*।

Contents

অর্থনীতির পাতা

হালাল রূযীঃ দো‘আ কবুলের শর্ত

*শাহ্ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান**

মুসলমান মাত্রই চায় তার রব, তার প্রভু তার মনস্কামনা পূর্ণ করুন। তার দো‘আ কবুল করুন। বিশেষ বিশেষ প্রার্থনা বা আকাংখা যেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পূরণ করে দেন, এজন্য বান্দা বিশেষ ছালাত আদায় করে, যিকির করে, এমনকি মানত পর্যন্ত করে দো‘আ করে থাকে। সে দো‘আর সাথে থাকে আকুল আকুতি, এমনকি চোখের পানিও। তারপরও দেখা যায়, দো‘আ আল্লাহ কবুল করেননি, প্রার্থনা মঞ্জুর হয়নি। এর অন্যতম কারণ হ’ল আমাদের জীবন-জীবিকা, আয়-ব্যয় হালাল বা শরী‘আতের দৃষ্টিতে বৈধ না হওয়া। আল্লাহ্‌র হাবীব ও তাঁর প্রিয় রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘দো‘আ কবুল হওয়ার অন্যতম শর্ত হ’ল হালাল রূযীর উপর বহাল থাকা’।[১]

এ থেকেই বোঝা যায় মুমিনের জীবনে তথা ইসলামে হালাল রূযীর গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা কতখানি। কিন্তু বাস্তবে আমরা এই গুরুত্ব বা অপরিহার্যতা কতটা অনুভব করছি? বরং এর বিপরীতটাই অর্থাৎ হারাম রূযীরই সয়লাব চলছে।

রূযী বলতে কি বোঝায়? প্রচলিত অর্থে রূযী বলতে বোঝায় খাওয়া-পরা। প্রকৃতপক্ষে রূযী বলতে বোঝায় কিভাবে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের ব্যয় নির্বাহ করি, কিভাবে উপার্জন করি। আর একটু স্পষ্ট করে বললে দাঁড়ায়- আমরা কি খাই, কি পরি, কিভাবে জমি-জিরাত করি, বাড়ী-ঘর বানাই, ব্যবসা-বাণিজ্য করি এবং এসবের জন্য অর্থের যোগান আসে কিভাবে। আমাদের মুখের গ্রাস যেমন রূযীর অন্তর্ভুক্ত, তেমনি পরিধেয় বস্ত্রও এর অন্তর্ভুক্ত। ঘরের আসবাবপত্র, সাজ-সজ্জা, ইলেকট্রিক ও ইলেক্ট্রনিক্স সামগ্রী যেমন রূযীর মধ্যে গণ্য, তেমনি গণ্য আমাদের ব্যবহৃত যানবাহনও। কারণ এসবই আসে আমাদের উপার্জন হ’তে। এই উপার্জন যদি বৈধ পন্থায় অর্থাৎ শরী‘আত সম্মত পন্থায় না হয়, তাহ’লে আমাদের সব ইবাদতই বরবাদ। ছহীহ হাদীছ অনুসারে দো‘আ হ’ল সকল ইবাদতের সার। দো‘আ করাই হয় আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা লাভের জন্য। তাঁর রহমত লাভের জন্য, ফরিয়াদ কবুলের জন্য। কিন্তু হালাল রূযীর উপর বহাল না থাকার কারণে সেই দো‘আই যদি কবুল না হয় তাহ’লে সকল প্রচেষ্টা, সকল শ্রমই গণ্য হবে পণ্ডশ্রম হিসাবে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে হালাল বা বৈধ পন্থায় উপার্জন ও ব্যয় কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তা আখেরাতে বান্দাকে যে প্রশ্নগুলো করবেন বলে হাদীছে উল্লেখ রয়েছে তার প্রতি লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উক্তি অনুযায়ী সেদিন মানব সন্তানকে যে পাঁচটি প্রশ্নের মুখোমুখি হ’তে হবে তার মধ্যে দু’টি হ’ল দুনিয়ার জীবনে কিভাবে অর্থ সম্পদ উপার্জন করা হয়েছে এবং সেই অর্থ কিভাবে ব্যয় করা হয়েছে। এর জবাব না দেওয়া পর্যন্ত মানুষ এক পাও নড়তে পারবে না।[২] এ থেকেই বোঝা যায়, আমাদের জীবন ও জীবিকা নির্বাহের জন্য শরী‘আত নির্দেশিত পথ অনুসরণ করা কতটা যরূরী। এর পরিপন্থী কোন উপায় বা পথ অনুসরণ যে ভয়াবহ শাস্তির কারণ হবে তা বলাই বাহুল্য।

ইসলামে উপার্জনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ উপায় হ’ল সূদ। পবিত্র কুরআনে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হয়েছে, ‘আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সূদকে করেছেন হারাম’ *(বাক্বারাহ ২৭৫)*।

ঐ ঘোষণার অব্যবহিত পরেই বলা হয়েছে, ‘তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সূদের যে সমস্ত বকেয়া আছে তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক। অতঃপর যদি তোমরা সূদ পরিত্যাগ না কর, তাহ’লে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও’ *(বাক্বারাহ ২৭৮-২৭৯)*।

অথচ বর্তমান বিশ্বের দিকে বিশেষতঃ এর অর্থনৈতিক কার্যক্রমের কৌশল ও পদ্ধতি একটু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে, যে সূদকে ইসলামে পুরোপুরি নিষিদ্ধ বা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে, সেই সূদই অর্থনীতির পরতে পরতে জড়িয়ে রয়েছে। বর্তমানে অর্থনীতির চালিকাশক্তি বা নিয়ামক শক্তি হিসাবেই সূদ ব্যবহৃত হচ্ছে। ইসলামী পদ্ধতির গুটিকয়েক ব্যাংক ও ফাইন্যান্সিয়াল প্রতিষ্ঠান কিছু মুসলিম দেশে আশার আলো সঞ্চার করলেও সমগ্র অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সূদের রাহুগ্রাসে আবদ্ধ। সেই সঙ্গে বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)-এর উপর নির্ভরশীলতা ও তাদের দেওয়া প্রেসক্রিপশন এতটাই দুরভিসন্ধিমূলক যে সূদের ফাঁদ হ’তে বেরিয়ে আসা এক কথায় দুঃসাধ্য। বিপরীতক্রমে এদের পরামর্শ যারাই আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছে তাদের কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য ধ্বংস হয়ে গেছে।

সূদ ছাড়াও অন্যান্য যেসব বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ততা রূযী হালাল হওয়াকে প্রশ্নবিদ্ধ করে, সেসবের মধ্যে রয়েছে ইয়াতীম ও বিধবাদের অর্থ-সম্পদ গ্রাস, প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনের জমিজমা ও বাগান দখল, ভূয়া বা জাল দলীল করে সম্পত্তি ও বাড়ীর মালিক বনে যাওয়া ইত্যাদি।

---

* *প্রফেসর, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

১. *মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬০ ‘ক্রয়-বিক্রয়’ অধ্যায়।*

২. *তিরমিযী, মিশকাত হা/৫১৯৭ ‘মনগলানো উপদেশমালা’ অধ্যায়।*

এছাড়াও রয়েছে নানা ব্যবসায়িক অসাধুতা। যেমন- মজুদদারী, মুনাফাখোরী, ভেজাল দেওয়া, নকল করা, সব ধরনের প্রতারণা ও চাতুরী, মিথ্যা শপথ নিয়ে পণ্য সামগ্রী বিক্রি প্রভৃতি। ক্রয়-বিক্রয়ের সময়ে ওযনে কম দেওয়া ও বেশী নেওয়া ইসলামে এতটাই ধিকৃত ও গুনাহের কাজ যে এজন্য আল-কুরআনে 'আল-মুতাফফিফীন' নামে একটা পুরো সূরাই নাযিল হয়েছে।

অবৈধ উপার্জনের আরেকটি বড় ধরনের উৎস ঘুষ। চাকুরীর মূল বেতনের চাইতে 'উপরি'র জন্যই ছোট চাকুরীরও কদর অনেক। উপরন্তু ঘুষ এখন উপহার ও উপঢৌকনের মোড়কে আবৃত। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বর্তমানে ঘুষ এতটাই শক্তিধর ও অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, খোদ বিশ্বব্যাংক পর্যন্ত ঘুষের নতুন নামকরণ করছে 'স্পীড মানি'। পৃথিবীর সকল দেশেই ঘুষ এখন কমবেশী প্রচলিত। ধনী দেশও এর ব্যতিক্রম নয়। ভারতের বফোর্স অস্ত্রক্রয় কেলেংকারী, জাপানের প্রধানমন্ত্রীদের ঘুষ গ্রহণের দায়ে পদত্যাগ, যুক্তরাজ্যের বিমান তৈরী কোম্পানীগুলোর ঘুষ প্রদান খবরের কাগজের পাতাতেও ঝড় তুলেছে। পরিতাপের বিষয়, ঘুষের টাকায় বিলাসবহুল জীবন যাপন করে সমাজের কেউকেটা হ'তে পারাটা গর্বের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সংশ্লিষ্টদের পরকালে জবাবদিহিতার কথা আদৌ মনে আসে কি?

মদের ব্যবসা, জুয়া এবং লটারীও অবৈধ উপার্জনের উৎস। এসব উপায়ের মাধ্যমে যে অর্থ সংগ্রহ হয় এবং জীবন যাপনের ব্যয় নির্বাহসহ সম্পদ গড়ে তোলা হয় সেসবও নিঃসন্দেহে হারাম। আল-কুরআনে আল্লাহ এ প্রসঙ্গে বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! নিশ্চিত জেনো মদ, জুয়া, মূর্তি এবং তীর নিক্ষেপ (গায়েব জানার জন্য) এ সবগুলোই নিকৃষ্ট শয়তানী কাজ। কাজেই এসব থেকে সম্পূর্ণভাবে দূরে সরে থাক যেন তোমরা মুক্তিলাভ করতে ও কল্যাণ পেতে পারো' *(মায়েদাহ ৯০)*।

ঈমানের অপরিহার্য শর্ত হালাল রূযীর উপর বহাল থাকার জন্য প্রকৃত মুমিনের প্রচেষ্টা কেমন তা জানার জন্য দু'একটি উদাহরণই যথেষ্ট। ইমামে আযম হিসাবে খ্যাত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) একবার তাঁর বসবাসের এলাকায় একটা ছাগল চুরি হওয়ার খবর শুনে খাদেমকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন চল্লিশ দিন তার বাড়ীর জন্য ছাগলের গোশত না কেনা হয়। তাঁর আশংকা ছিল ঐ চোরাই ছাগল বাজারে যবেহ হবে এবং সেই গোশত খাদেম না জেনে কিনতে পারে।

আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ)-এর পিতার ঘটনাও ইতিহাসে মশহূর হয়ে রয়েছে। তিনি নদীর স্রোতে ভেসে আসা আপেল খেয়ে ফেলে অনুতপ্ত হয়েছিলেন নাম না জানা কারও বাগানের ফল খেয়ে গুরুতর অপরাধ করে ফেলেছেন ভেবে। এরপর তিনি উজানে হাঁটতে হাঁটতে সেই ফলের বাগানের মালিকের সন্ধান পেয়ে তার কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন সব ঘটনা আনুপূর্বিক জানিয়ে। তার পরের ঘটনা তো ইতিহাসের অংশ। সেই ফলের বাগানের মালিকের মেয়ের সাথেই বিয়ে হয়েছিল তার। তাদেরই সন্তান আব্দুল কাদের জিলানী। সন্দেহ নেই, এ ছিল নেক আমলের নেক পুরস্কার।

ভোগের জন্য, ইন্দ্রিয়সুখের জন্য আজ আমরা এতটাই বেপরোয়া যে এক্ষেত্রে নীতি-নৈতিকতার আর কোন বাছ বিচার নেই। ছলে-বলে-কৌশলে পরস্বহরণ হ'তে শুরু করে কত না নতুন নতুন ফন্দি-ফিকিরের আশ্রয় নেওয়া হচ্ছে ভোগ-লালসা চরিতার্থতার জন্য। বৈধ-অবৈধ সকল উপায়েই সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলা হচ্ছে। সেই সম্পদেরই অংশবিশেষ আবার সমাজ হিতকর কাজে দান করে বা নিজেই নানা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে একাধারে দানবীর ও সমাজসেবীর খেতাব জুটিয়ে নিচ্ছে। সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসাবে গণ্য হবার জন্য এ এক চমৎকার কৌশলও বটে।

শিশু খাদ্যের নিয়ন্ত্রণ করে, ভোজ্য তেলে ভেজাল দিয়ে এক মাসেই কোটি টাকা বাড়তি আয় করেছে এমন উদাহরণ আমাদের দেশে মোটেই অপ্রতুল নয়। এদেরকে না সরকার নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে, না এরা নিজেদের বিবেকের কাছে দায়বদ্ধ। আখেরাতের জবাবদিহিতার প্রসঙ্গ এদের চিন্তা-চেতনায় লেশমাত্র ঠাঁই পায় না। তাই এভাবে নিরুদ্বেগ অর্থ উপার্জনে এরা সক্ষম। অবশ্য কেউ কেউ এভাবে উপার্জিত অর্থের ভগ্নাংশ দান করে মসজিদে-মাদরাসায়, সমাজ সেবায় এমনকি হজ্জের মতো পুণ্য কাজেও উদ্দেশ্য পাপস্খলন। কিন্তু সত্যিই কি এতে পাপস্খলন হয়? কুরআন ও হাদীছের শিক্ষা কি তাই বলে? অবৈধ আয়ের সৃষ্ট রক্ত-মাংস কি এতে জাহান্নামের আগুন হ'তে রেহাই পাবে?

এই অবস্থা হ'তে পরিত্রাণ পেতে হ'লে প্রয়োজন হালাল-হারাম সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান অর্জন। পাশাপাশি চূড়ান্ত সতর্কতা অবলম্বন এবং তা এখুনি। এজন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে নিরলসভাবে ও আন্তরিকতার সাথে। কারণ অবৈধ উপায়ে উপার্জনের সুযোগ ও প্রলোভন এখন এত বেশী যে এর প্রতিরোধ খুব সহজসাধ্য নয়। এ থেকে বেরিয়ে আসাও যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার দাবী করবে। তথাপি সবধরনের উপার্জন, ব্যয়, ভোগ, সম্পদ আহরণ অর্থাৎ হালাল রূযী অর্জনের জন্য সবকিছুই করতে হবে বৈধভাবে। শরী'আতের নিরিখে অর্থনৈতিক সকল কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টাই হবে মুমিনের দায়িত্ব ও কর্তব্য। তাহ'লেই কেবল আল্লাহ্র দরবারে আমাদের দো'আ কবুল হওয়ার আশা করা যায়। এই পথেই ইহকালীন কল্যাণের পাশাপাশি পরকালীন কল্যাণ হাছিল করা সম্ভব।।

Contents

চিকিৎসা জগত

আর্সেনিক দূষণ ও এর প্রভাব

*মুহাম্মাদ বাবলুর রহমান**

বাংলাদেশ বহুমুখী প্রাকৃতিক দুর্যোগ কবলিত একটি দেশ। প্রায় ১৫ কোটি মানুষ অধ্যুষিত এই দেশটি প্রায়শই বন্যা, খরা, কিংবা ঘূর্ণিঝড়ের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত হয়। এসবের সঙ্গে সম্প্রতি যোগ হয়েছে ভূ-গর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক দূষণের মত ভয়াবহ বিষয়টি। এটি দীর্ঘদিনের একটি সমস্যা। অতিসম্প্রতি আর্সেনিকের অস্তিত্ব ভূ-গর্ভস্থ পানি ছাড়া অন্যত্রও বিস্তার লাভ করেছে। ফলে বিষয়টি খুব গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা প্রয়োজন। নলকূপের ব্যাপক সম্প্রসারণের মাধ্যমে ৯৭ ভাগ মানুষকে বিশুদ্ধ পানির আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে বলে যে সামাজিক সূচকটি বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গর্বের কারণ ছিল, তা উল্টে গিয়ে এখন বড় ধরনের উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিপদজনক আর্সেনিক বিষক্রিয়ায় বিশাল জনোগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য আজ মারাত্মক হুমকির মুখে।

আর্সেনিক কি?

আর্সেনিক ধাতু জাতীয় একটি মৌলিক বিষাক্ত খনিজ পদার্থ। ভূ-তলের সর্বত্র এর পর্যাপ্ত উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। পর্যাপ্ত প্রাপ্তির বিচারে এটি বিষ। এটি মূলতঃ ২৪০ প্রকার খনিজ যৌগের উপাদান। আর্সেনিক বহু খনিজ পদার্থ (ধাতু ও অধাতু) যেমন গন্ধক, তামা, নিকেল, সীসা, কোবাল্ট, দস্তা প্রভৃতির সাথে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশ নেয়। এর আচরণ কোন সময় অজৈব পদার্থের ন্যায়। এর অত্যধিক উপস্থিতি দেখা যায় আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের স্তূপে, সেমি অ্যারিড জোনের পলিমাটি স্তূপে, ভূত্ব উত্তাপ সম্বলিত সিষ্টেমে এবং স্বর্ণ ও ইউরেনিয়াম খনিতে। পরিবেশে আর্সেনিকের উপস্থিতি সম্পর্কে বিশ্লেষণের প্রয়োজন। আর্সেনিক সর্বব্যস্ত একটি উপাদান। প্রকৃতিতে এর রয়েছে অফুরন্ত উৎস। বাতাস, মাটি, পানিসহ প্রকৃতির প্রতিটি মাধ্যমেই আর্সেনিক আছে। মাটিতে সব সময় কিছু না কিছু আর্সেনিক থাকে। ভূ-গর্ভের শিলাস্তরের সঙ্গে মিশে আছে বিভিন্ন আর্সেনিক খনিজ। পৃথিবীর মাটি, খনিজ ও শিলায় সাধারণত গড়ে প্রতি কেজিতে দেড় থেকে ২ মিলিগ্রাম হিসাবে আর্সেনিক থাকে। বায়ুতে সাধারণত ০.০৪ থেকে ৩০ ন্যানোগ্রাম/ঘনমিটার আর্সেনিক থাকে। নির্দিষ্ট কিছু শিল্প কলকারখানার আশেপাশের বায়ুতে আর্সেনিক পরিমাণে অবশ্য আরো বেশী পাওয়া যায়। মানুষ, অন্যান্য জীবজন্তু ও উদ্ভিদের মধ্যেও আর্সেনিকের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ প্রতিদিন মানুষ বাতাস, খাদ্য ও পানীয়ের মাধ্যমে কিছু না কিছু আর্সেনিক গ্রহণ করছে। আপাত দৃষ্টিতে কোন অসুবিধা ছাড়াই মানুষ প্রতিদিন তার শরীরের প্রতি কেজি ওযনের বিপরীতে ১৫০ মাইক্রোগ্রাম পর্যন্ত আর্সেনিক সহ্য করতে সক্ষম। তবে স্পর্শকাতর মানুষ প্রতিদিন ২০ মাইক্রোগ্রামেই অসুস্থ হয়ে পড়ে। নির্দিষ্ট মাত্রার আর্সেনিক স্বাস্থ্যের কোন ক্ষতি করে না। তবে মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণ থাকলে ওলাউঠা, ত্বক, মূত্রথলি, ফুসফুস, লিভার ও কিডনির ক্যান্সার এবং পচন (গ্যাংগ্রিন) রোগ সৃষ্টি করে।

ভূ-গর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক দূষণঃ

পানির প্রধান ৩টি উৎস হচ্ছে ভূ-পৃষ্ঠের পানি, ভূ-গর্ভের পানি এবং বৃষ্টির পানি। এর মধ্যে শেষোক্ত দু'টিকে প্রাকৃতিক অবস্থায় কোনরূপ পরিশোধন ছাড়াই পানীয় জল হিসাবে ব্যবহার করা যায়। বৃষ্টির পানির তুলনায় ভূ-গর্ভস্থ পানি সহজলভ্য ও নিরাপদ। অপরদিকে ভূ-পৃষ্ঠের পানি বর্ষাকালে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেলেও শুষ্ক মৌসুমে পাওয়া যায় না এবং এই পানি জীবাণু দ্বারা দূষিত। কোনরূপ পরিশোধন ছাড়া পান করা যায় না। তাছাড়াও পরিশোধন প্রক্রিয়া অনেক ব্যয়বহুল ও জটিল। ভূ-গর্ভস্থ পানি যেহেতু নিরাপদ, সহজে উত্তোলনযোগ্য এবং সব সময় পাওয়া যায়, তাই মানুষ এই পানির উপর অধিক মাত্রায় নির্ভরশীল।

যখন দেশের ৯৭% মানুষ সব কাজে নলকূপের (ভূ-গর্ভস্থ) পানি ব্যবহারের অভ্যাস গড়ে তুলেছে, তখনই নলকূপের পানিতে আর্সেনিক দূষণ ধরা পড়ে। ভূ-গর্ভস্থ পানিতে অত্যধিক মাত্রায় আর্সেনিকের উপস্থিতির ক্ষেত্রে দেশী-বিদেশী বিশেষজ্ঞরা মোটামুটি একমত যে বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মাটির সঙ্গে মিশে আছে আর্সেনিকের বিভিন্ন যৌগ। সম্ভবত নির্বিচারে ভূ-গর্ভের পানি উত্তোলনের কারণে এই আর্সেনিক যৌগ থেকে আর্সেনিক পানিতে মিশে যাচ্ছে।

বাংলাদেশে আর্সেনিক দূষণঃ বাংলাদেশের ভূ-গর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক বিষ ব্যাপকহারে ছড়িয়ে পড়ছে। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সূত্র থেকে জানা গেছে, এ পর্যন্ত দেশের ৬৪টি যেলার মধ্যে ৫২টি যেলার নলকূপের পানিতে আর্সেনিক বিষের উপস্থিতি ধরা পড়েছে। অবশিষ্ট যেলাগুলোও ক্রমশঃ আক্রান্ত হচ্ছে। বাংলাদেশের শহর ও পল্লী অঞ্চলের শতকরা ৯৫ ভাগের বেশী মানুষ খাবার পানি ও অন্যান্য গৃহস্থালী কাজের জন্য নলকূপের পানির উপর নির্ভরশীল। তাই ভূ-গর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক বিষের ব্যাপকতা বিবেচনা করে দেশের প্রায় সকল এবং বহু বিদেশী পত্রিকা যেমন গার্ডিয়ান, হেরাল্ড ট্রিবিউন, নিউইয়র্ক টাইমস প্রভৃতি একে ইতিহাসের বৃহত্তম গণবিষক্রিয়া বলে অভিহিত করে সরকার ও জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। পত্র-পত্রিকার খবরে প্রকাশ, বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ১৩ কোটি লোক কর্তৃক সরকারী বা বেসরকারী মিলে আনুমানিক ত্রিশ থেকে চল্লিশ লক্ষ হস্তচালিত অগভীর ও গভীর সরকারী ও বেসরকারী নলকূপ ব্যবহৃত হচ্ছে। বিশ্ব ব্যাংকের রিপোর্ট অনুযায়ী হস্ত চালিত নলকূপের পানি ব্যবহারকারীর মধ্যে প্রায় ২ কোটি লোক বিষ মিশ্রিত নলকূপের পানি এখনও ব্যবহার করছে। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সীমান্তবর্তী যেলাগুলোতে আর্সেনিক বিষক্রিয়ার ভয়াবহতা তুলনামূলক বেশী। এই অঞ্চলের একটি সীমান্ত গ্রামের পরীক্ষা করা টিউবওয়েলের ৯১ শতাংশেই গ্রহণযোগ্য মাত্রার অতিরিক্ত আর্সেনিক পাওয়া গেছে। গ্রামটির নাম হচ্ছে 'সামটা'। এটি যশোরের শার্শা-বেনাপোল সীমান্তে। এখানে ১৬ সদস্যের একটি জাপানী বিশেষজ্ঞ দল সরেজমিন পর্যবেক্ষণ করেন। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, কুষ্টিয়ায় সর্বোচ্চ প্রতি লিটার পানিতে ২.০৯১ মিলিগ্রাম, পাবনায় ০.৭৮৩ মিলিগ্রাম, ফরিদপুরে ০.০১৬ মিলিগ্রাম, খুলনায় ০.২৮০ মিলিগ্রাম, বাগেরহাটে ০.৪১৫ মিলিগ্রাম, চুয়াডাঙ্গায় ১৪০ মিলিগ্রাম, মেহেরপুরে ০.৭৮১ মিলিগ্রাম, গোপালগঞ্জে ০.১৬৮ মিলিগ্রাম আর্সেনিক মাত্রা পাওয়া গেছে। আরও জানা গেছে, কয়েক শত লোক আর্সেনিক বিষক্রিয়ায় ইতিমধ্যে মারাও গেছে। ফলে বাংলাদেশ হ'তে চলেছে মানব জাতির আর্সেনিক বিষের আক্রমণ জনিত প্রকৃতির এক ব্যতিক্রম ধর্মী বধ্যভূমি।

মানব দেহে আর্সেনিকের ক্ষতিকর বিভিন্ন দিকঃ

আর্সেনিক একটি মারাত্মক বিষ। এই বিষের Fatal Dose ১২৫ মিলিগ্রাম। পারদের তুলনায় এই বিষ চার গুণ বেশী শক্তিশালী। আর্সেনিকের বিষক্রিয়াগুলো হ'ল বমি, রক্ত বমি, পেটের যন্ত্রণা, জন্ডিস, কিডনির কার্যক্ষমতা লোপ পাওয়া, মাথার যন্ত্রণা, হাতে পায়ে কাল দাগ, কুষ্টের মত ঘা এবং অনেক দিন ভোগের পর ক্যান্সার। আর্সেনিক দূষণের প্রতিক্রিয়ার ফলে মানব

দেহের উপসর্গগুলো সকল দেশের একই রূপ হ'লেও স্থান ও মানব গোষ্ঠী অনুযায়ী তার কিছুটা তারতম্য হয়ে থাকে। বাংলাদেশে মানুষের দেহে ত্বক বা চামড়ার উপসর্গগুলোই প্রধানত দেখা যাচ্ছে। তবে দেহের যেকোন অঙ্গ জটিলতায় আক্রান্ত হ'তে পারে।

ইতিমধ্যে দেশী-বিদেশী বিভিন্ন সংস্থা আর্সেনিকযুক্ত নলকূপগুলোকে লাল রং দিয়ে এবং সহনীয় মাত্রার আর্সেনিকযুক্ত নলকূপগুলোকে সবুজ রং দিয়ে চিহ্নিত করেছে। ফলে মানুষের মধ্যে ব্যাপক সচেতনতা ও সর্তকতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আর্সেনিকের প্রভাবে যে ক্ষতি সাধিত হয় তা তৎক্ষণাৎ প্রকাশিত হয় না। আস্তে আস্তে অনেক দিন পর মানুষের দেহে এর ক্ষতিকর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। যার ফলে অনেকে এই বিষটিকে তেমন গুরুত্ব দেয় না। আর্সেনিকের ক্ষতিকর প্রভাব বা বিষক্রিয়া দেরিতে হ'লেও এটা খুবই মারাত্মক।

বর্তমানে আর্সেনিক বিষক্রিয়া শুধু ভূ-গর্ভস্থ পানিতে সীমাবদ্ধ নেই। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভূ-গর্ভস্থ পানি সেচ দ্বারা উৎপাদিত বিভিন্ন ফসলে ও উদ্ভিদে আর্সেনিকের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা গেছে। এ বিষয়টি আরো বেশী উদ্বেগের কারণ। কেননা আমরা প্রতিদিন বিভিন্ন ধরনের লোকাল এবং বাইরের খাবার খেয়ে জীবন ধারণ করছি। আর এই খাবারে যদি থাকে আর্সেনিক বিষ, তাহ'লে পানির মাধ্যমে যত বিস্তার ঘটছে তার চেয়ে বেশী বিস্তার লাভ করবে বিভিন্ন খাদ্য গ্রহণের ফলে। দেশী এবং বিদেশী বিশেষজ্ঞ মহল বিষয়টি নিয়ে খুব উদ্বিগ্ন। কারণ তড়িৎ গতিতে এর শতভাগ নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে, জনস্বাস্থ্য ব্যাপক হুমকির মধ্যে পড়বে। ফলে তারা বিভিন্নভাবে খাদ্যে আর্সেনিক বিষক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের জন্য বৈজ্ঞানিক উপায় খুঁজে চলেছেন। দেশের এই বৃহৎ সমস্যা সমাধানের জন্য শিক্ষিত-সচেতন মানুষকে উদারভাবে এগিয়ে আসতে হবে। আর্সেনিক দূষণ সম্পর্কে গণসচেতনতা, যোগাযোগ ও উদ্বুদ্ধকরণের ক্ষেত্রে জনগণের মাঝে আর্সেনিক বিষ সম্পর্কে সঠিক তথ্য সহজভাবে উপস্থাপন করতে হবে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, ইলেট্রনিক্স মিডিয়া, পেশাদার সমাজকর্মী, ধর্মীয় কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ, সরকারী-বেসরকারী বিভিন্ন সংস্থাকে আরো আন্ত রিকভাবে এগিয়ে আসতে হবে। সর্বোপরি ইতিমধ্যে এই বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের সরকারীভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যরূরী।

** প্রভাষক, আত্রাই অগ্রণী ডিগ্রি কলেজ, মোহনপুর, রাজশাহী।*

হেলথ টিপ্‌স

স্বাস্থ্য সুরক্ষায় লেবু

খুশকি, হাত-পা ফেটে যাওয়া, ব্ল্যাকহেড ইত্যাদি বিভিন্ন সমস্যায় অনেকেই ভুগে থাকেন। একেক জনের সমস্যা একেক রকম। বিশেষ করে ত্বকের সমস্যায় বেশিরভাগ লোক ভুগে থাকেন। কারও ত্বক তৈলাক্ত, কারো আবার শুষ্ক। তাই সবাই এক ধরনের চিকিৎসা প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহার করলে চলে না। বিভিন্ন ধরনের ত্বকের জন্য চাই বিভিন্ন মাস্ক ও পরিচর্যা-

(১) শুষ্ক ত্বকের জন্য চটকানো আঙ্গুর ও মধু একসঙ্গে মিশিয়ে মাস্ক তৈরী করে লাগানো যেতে পারে। কিন্তু তৈলাক্ত ত্বকের জন্য মধুর বদলে ডিমের কুসুমের সঙ্গে আঙ্গুর মিশিয়ে তৈরীকৃত মাস্ক লাগানো যায়।

(২) ব্ল্যাকহেডের জন্য লবণ ও সমপরিমাণ চিনির সঙ্গে ২/১ ফোঁটা পানি মিশিয়ে ব্ল্যাকহেডের উপর ঘষে ঘষে লাগালে ব্ল্যাকহেড সহজে উঠে যায়।

(৩) এছাড়াও ব্ল্যাকহেড, ব্রণের দাগ মেটাতে ২ চামচ জিলেটিন সামান্য পানিতে ভিজিয়ে কম আঁচে গলিয়ে এর সঙ্গে ১-৪ চামচ জায়ফল গুড়া মিশিয়ে মুখে মেখে শুকিয়ে গেলে ঘষে তুলে ফেলতে হবে। এতে ব্ল্যাকহেড ও ব্রণের দাগ কমবে, সঙ্গে জিলেটিন চামড়াকে টান টান করে তুলবে।

(৪) মুখ ভালভাবে পরিষ্কার করলে রঙ উজ্জ্বল দেখায় কিন্তু শুধু সাবান ঘষে তা সম্ভব নয়। এর জন্য ৩ চামচ কাঁচা দুধ, ২ চামচ গাজরের রস ও ৭-৮ ফোঁটা লেবুর রস একসঙ্গে মিশিয়ে মুখে মেখে দশ মিনিট পর পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। এতে ত্বকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পাবে।

(৫) নির্জীব ও তৈলাক্ত ত্বকের জন্য শসার রস, লেবুর রস ও গোলাপজল এক সঙ্গে মিশিয়ে মুখে, ঘাড়ে ও গলায় লাগালে উপকার পাওয়া যাবে।

(৬) খুশকি তাড়িয়ে চুল নরম ও চকচকে করতে হ'লে কারিপাতা, লেবুর খোসা, মেথিদানা, শিকাকাই ও সবুজ মুগ এক সঙ্গে বেটে মাথায় লাগাতে হবে শ্যাম্পু করার আগে।

(৭) চায়ের লিকার দিয়ে চুল ভিজিয়ে চুল সেট করা যেতে পারে। এমনকি কোন কারণে শ্যাম্পু করতে না পারলে চায়ের লিকারে ব্রাশ ভিজিয়ে চুল ব্রাশ করলেও চলবে।

(৮) বাদাম বাটা, দুধের সর, লেবুর রস ও গ্লিসারিন একসঙ্গে মিশিয়ে রোদে পোড়া ত্বকে, বিশেষ করে হাতে ও পায়ে লাগালে রোদে পোড়া কালচে ভাব দূর হবে।

(৯) ঠোঁট ফাটলে সামান্য সরষে বাটা, কয়েক ফোঁটা লেবুর রস, গ্লিসারিন ও গোলাপজল মিশিয়ে রাতে লাগিয়ে সকালে ধুয়ে ফেললে ফাটা দূর হবে। এতে ঠোঁট নরমও থাকবে।

(১০) পোকা কামড়ালে অনেকের দাগ পড়ে যায়। এতে মসুর ডাল ও চাল বেটে এর সঙ্গে বেসন, লেবুর রস ও দুধ দিয়ে পেষ্টের মতো তৈরী করে কিছুদিন লাগালে উপকার পাওয়া যাবে।

(১১) মধু, ডিমের সাদা অংশ ও মুলতানি মাটি মিশিয়ে থকথকে করে মাস্ক তৈরী করে মুখে লাগালে মুখের ত্বক সতেজ হবে।

(১২) মুখ, ঘাড় ও গলায় সাদা ছোপ ধরলে তুলসী পাতা ও লবণ একসঙ্গে বেটে লাগাতে হবে। এরপর গোলাপ জলে তুলা ভিজিয়ে মুছে নিয়ে তারপর ধুয়ে ফেলতে হবে। এভাবে নিয়মিত কিছু দিন করলে সাদা ছোপ চলে যাবে।

(১৩) চোখের চারধারে কালো ছাপ পড়লে সমপরিমাণ তুলসিপাতা, পুদিনাপাতা ও মেথিপাতা একসঙ্গে বেটে রস বের করে চোখের চারধারে রাতে লাগিয়ে রেখে সকালে ধুয়ে ফেলতে হবে। ধীরে ধীরে কালো ছোপ মিটে যাবে।

(১৪) চামড়ার কমনীয়তা বজায় রাখতে হ'লে স্ট্রবেরি চটকে এর সঙ্গে গোলাপজল মিশিয়ে মুখে, ঘাড়ে, গলায় বা পুরো শরীরে মাখা যেতে পারে।

(১৫) ব্রণের সমস্যা থেকে রেহাই পেতে করলা বাটার সঙ্গে বেসন মিশিয়ে কেসপ্যাক তৈরী করে তা নিয়মিত ব্যবহারে এ সমস্যাটি দূর হবে।

(১৬) গ্লিসারিন, গোলাপজল, লেবুর রস ও টমেটোর রস একত্রে মিশিয়ে ঘষে ঘষে মুখে, ঘাড়ে, গলায়, হাতে ও পায়ে লাগানো যেতে পারে। লাগানোর কিছু সময় পর অবশ্যই পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। এসবের রস ময়েশ্চারাইজারের কাজ করে। নিয়মিত লাগালে ত্বক উজ্জ্বল ও পরিষ্কার হ'বে।

(১৭) দুই চামচ আপেল কোরা, ১ চামচ আখরোট গুঁড়ো ও কয়েক ফোঁটা নারকেল বা সরিষার তেল একসঙ্গে মিশিয়ে মুখে ঘষলে মরা কোষ উঠে যাবে, ত্বকও পুষ্টি পাবে। এটি কনুই, ঘাড়, গলা অথবা হাঁটুতে লাগানো যায়।

(১৮) চোখের পাতা ফুলে উঠলে ঠাণ্ডা করা ফুটানো পানিতে লবণ মিশিয়ে ঐ পানিতে তুলা ডুবিয়ে ঝরিয়ে নিয়ে কিছু সময় চোখ বন্ধ করে চোখের উপর রাখলে উপকার পাওয়া যাবে। দিনে কয়েকবার এমন করলে ফোলা ভাবটা কমে যাবে, চোখও আরাম পাবে।

[সংকলিত]

Contents

কবিতা

দ্বীন ইসলামের পথে

- শহীদুল হক বাদল
আল-যাহরা, কুয়েত।

বৃথা তর্ক দম্ভ ভুলো
সময় নাইরে আর
দ্বীন ইসলামের নূরের প্রভায়
জাগো হে ঈমানদার!
হিংসা-বিভেদ ঘুচাও কালি
সত্য-ন্যায়ের বাহক মুসলমান,
কুরআন-হাদীছ নবীর পথে
দাও জীবন কুরবান।
ছাড় ভ্রান্তি লোভ-লালসা
সংযত হও বিবেক-বুদ্ধি ও কথায়,
অটুট রাখ সাম্য-মৈত্রীর বন্ধন
এক হও মানবতায়!
আরশে আযীম লওহে মাহফূয
হাউযে কাওছার,
অসীম রহমত বিশেষ নে'মত
মহান স্রষ্টা বিধাতার।
তামাম জাহান গুণগান তাঁর
করছে অবিরত,
প্রাণীর নিঃশ্বাসের বায়ু
তাঁরই যে নে'মত।
প্রার্থনা করি জ্বালাও আলো
দূর হোক যত আঁধার কালো
পায় যেন সৃষ্টি
যে পথে চললে সদা
সহজ হবে হিসাব-নিকাশ
মিলিবে জান্নাত।
সে পথ আঁকড়ে ধরতে
হবে মুমিন দৃঢ়চিত্ত,
আমলে ছালেহ করবে নিত্য
ছাড়বে শিরক বিদ'আত।
অহি-র পথে অটল থাকতে
নিবে দৃপ্ত শপথ
মহিমান্বিত সে পথ।

***

পথহারা

- মুহাম্মাদ আযীযুল ইসলাম
গন্ধর্ববাড়ী, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

পথহারা এক পথিক আমি পাই না পথের দিশা
স্রষ্টা তুমি দূর করে দাও পথের অমানিশা।
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা
পাহাড় নদী বসুন্ধরা
চলে সবাই তোমার পথে তোমারই গান গায়
আমি নিথর দাঁড়িয়ে কাঁদি পথের কিনারায়।
দীর্ঘ পথ চলতে হবে নামছি পথে যদি
ভয় হয় যে সাঁঝ হয়ে যায় সামনে বড় নদী।
আসলে পথে বৃষ্টি ও ঝড়
নাইকো কোন সহায় আমার
কোন মতে একটু বাঁচার
শূন্য ঝুঁলি সব হাহাকার সাথী চোখের পানি
স্রষ্টা তুমি পথহারাকে নাওগো পথে টানি।
এই ভুবনের পান্থশালায় কেউ আসে কেউবা যায়
আমার এই মন বন্দী কেন গভীর মমতায়।
এ মন আমার স্বপ্ন দেখে
কত কিছু কল্পলোকে
শূন্য হাতে যাব চলে
সব হেথা যাবে থেকে।
আমার এ মন উদাস আজি সুপথ চিনতে চায়
স্রষ্টা তুমি দাও আমাকে সেই পথের পরিচয়।

***

পাপের পরিণাম

- আতিয়ার রহমান
মাদরা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

হবু বাবু বড়ই কাবু মন্ত্রী ব্যরিষ্টার,
চোখের নীরে গোসল করে দিন করিছে পার।
জনগণের রক্ত খেয়ে আজকে যারা বড়,
জেলের খানা খেয়ে তারা সবাই জড়সড়।
শক্ত হাতের ভক্ত সবাই রক্তখোরের দল,
অল্প দিনে ফুলিয়ে সীনা কোথায় গেল বল?
এখনও স্যার বহুত বাকী সামনে জাহান্নাম,
সেই জায়গাতে পৌঁছে গেলে বাড়বে বহুত দাম।
দেখবে সেখায় মেজবানেরা দাঁড়িয়ে তোমার তরে,
অগ্নিমালা পরিয়ে দেবে কণ্ঠে যতন করে।
জাককুমের ঐ কাঁটা গাছের নাস্তা তোমায় দেবে,
মানুষগলা রক্ত-পানি খাদ্য তুমি পাবে।
যাদের তরে লুটছ টাকা তারা রবে দূরে,
তুমি সেথায় একা শুধু ভাসবে চোখের নীরে।
আর ক'টা দিন ছবর কর ধৈর্য ধর তুমি,
হাতছানিতে ডাকছে তোমায় দেখ অন্তর্যামী।
এসব দেখেও লজ্জা নাহি বাইরে যারা আছে,
লোলুপ জিহ্বা বাড়িয়ে তারা ছুটছে টাকার পিছে।
তাদের তরে পালকি ভরে আসছে পুরস্কার,
সামনে যারা চলছে তারা খুলবে আতশদ্বার।

***

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (সর্ববৃহৎ)-এর সঠিক উত্তর

১। কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত।
২। নায়াগ্রা জলপ্রপাত (যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা সীমান্তে অবস্থিত)।
৩। গ্রীনল্যান্ড (আটলান্টিক মহাসাগরে অবস্থিত)।
৪। আফ্রিকা মহাদেশে।
৫। মাউন্ট এভারেস্ট, উচ্চতা ৮৮৫০ মিটার।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (দৈনন্দিন বিজ্ঞান)-এর সঠিক উত্তর

১। অপরাহ্নে।
২। মৌসুমী বায়ু।
৩। উষ্ণ ও হাল্কা।
৪। শীতল ও ভারী।
৫। ভারী।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ)

১। বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী যেলা কয়টি?
২। বাংলাদেশের সর্ব উত্তরের উপযেলার নাম কি?
৩। বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণের উপযেলার নাম কি?
৪। বাংলাদেশের সর্ব পূর্বের উপযেলার নাম কি?
৫। বাংলাদেশের সর্ব পশ্চিমের উপযেলার নাম কি?

** সংগ্রহেঃ আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস*
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (দৈনন্দিন বিজ্ঞান)

১। স্থল অপেক্ষা পানিতে কোন জিনিস বহন করা অধিকতর সহজ কেন?
২। আগুনে পানি ঢাললে আগুন নিভে যায় কেন?
৩। শীতকালে ধাতব পদার্থকে অধাতব পদার্থের চেয়ে ঠাণ্ডা মনে হয় কেন?
৪। তাপ পরিবহনের কোন্ পদ্ধতির জন্য কোন মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না?
৫। বর্ষাকালে ভিজা কাপড় শুকাতে দেরী হয় কেন?

** সংগ্রহেঃ আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস*
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

সোনামণি সংবাদ

প্রশিক্ষণঃ

নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর ১৪ ডিসেম্বর শুক্রবারঃ অদ্য সকাল ৭-টায় রাঘবিন্দ্রপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সোনামণি রাঘবিন্দ্রপুর শাখার উদ্যোগে এক বিশেষ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত পরিচালক জনাব শিহাবুদ্দীন আহমাদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য প্রদান করেন অত্র শাখার সোনামণি দায়িত্বশীল মুহাম্মাদ সেলিম রেযা। প্রশিক্ষণে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করে ছোট্ট সোনামণি মুহাম্মাদ শু'আইব ও জাগরণী পরিবেশন করে মুহাম্মাদ সাম'উন কবীর। প্রশিক্ষণে সমাপণী বক্তব্য পেশ করেন অত্র মসজিদ সংলগ্ন হাফেযিয়া মাদরাসার শিক্ষক হাফেয আশরাফুল ইসলাম।

খামার দেবীপুর, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর ১৪ ডিসেম্বর শুক্রবারঃ অদ্য দুপুর ২-টায় খামার দেবীপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক বিশেষ সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। 'আন্দোলন'-এর কর্মী জনাব মুহাম্মাদ বযলুর রহমান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত পরিচালক জনাব শিহাবুদ্দীন আহমাদ। তিনি সোনামণিদেনরক সত্যিকারের মানুষ হয়ে দেশ ও জাতির দক্ষ কর্ণধার হওয়ার প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন রাঘন্দ্রিপুর শাখার পরিচালক সামউন কবীর। অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি হাসানাহ খাতুন এবং জাগরণী পরিবেশন করে সোনামণি হালিমা খাতুন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কর্মী জনাব মাহবুবুর রহমান ।

দেশের খেলা

আল-আমীন
তারাগুনিয়া, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

দেশটা আজ চলছে ভাল
নেই সন্ত্রাসের জ্বালা।
পরিচালনা করছে একজন
দেখছেন উপর ওয়ালা।
ওরা বলে,
জেলটা আমার মামার বাড়ি
বসে বসে খাব,
এমপি আমার দলের লিডার
ইশারায় ছাড়া পাব।
তিমির পথে চলেছ তোমরা
প্রাসাদেরই লোভে,
আজকে তাই চারদেয়ালে
বন্দি থাকতে হবে।
অসৎ পথে এনেছ সম্পদ
ভক্ষণ করেছ ভাই,
জেলের ভাত খাও আজ
কারো নিস্তার নাই।
***

Contents

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে অবমাননা করে বগুড়া পলিটেকনিকের ম্যাগাজিনে কৌতুক প্রকাশ

প্রথম আলোর পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কটূক্তি করে এবার কৌতুক প্রকাশ করেছে বগুড়ার একটি সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বগুড়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের বার্ষিক ম্যাগাজিনে কৌতুকটি প্রকাশ করা হয়েছে। ইনস্টিটিউটের পাওয়ার ডিপার্টমেন্টের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ঐ কৌতুক লিখেছে। উক্ত ম্যাগাজিনের ৫০নং পৃষ্ঠায় আব্দুল হালীম তার কৌতুকে রাসূল (ছাঃ)-এর নামকে 'কই' মাছের সাথে তুলনা করেছে। কৌতুকটি হচ্ছে- শিক্ষক এক ছাত্রকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার নাম কি'? ছাত্র জবাব দিল, 'আমার নাম কবির স্যার'। শিক্ষক রেগে গিয়ে বললেন, 'সব সময় নামের আগে মোহাম্মাদ বলবে'। ক'দিন পর শিক্ষক ক্লাসে ঐ ছাত্রকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি দিয়ে ভাত খেয়েছো'? ছাত্র জবাব দিল, 'মোহাম্মাদ কই মাছ দিয়ে'।

ম্যাগাজিনটি প্রকাশের পর ছাত্র-ছাত্রী ও ধর্মপ্রাণ জনতার মাঝে ঐ কৌতুক নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা শুরু হ'লে বগুড়ার ডিবি পুলিশ কৌতুক লেখককে গ্রেফতার করে। পরে আদালতের নির্দেশে তাকে জেলহাজতে প্রেরণ করা হয়। অন্যদিকে কলেজ অধ্যক্ষ সৈয়দ ফারূক আহমাদ এ অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার জন্য ক্ষমা চেয়েছেন এবং ম্যাগাজিনটি বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করেছেন। তাছাড়া উক্ত কৌতুক প্রকাশ করায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় পলিটেকনিকের প্রিন্সিপাল সৈয়দ ফারূক আহমাদ, ভাইস প্রিন্সিপাল মহেন্দ্র কুমার শিকদার, দুই বিভাগীয় প্রধান শাহাদত হোসাইন ও মিনহাজ মনীরকে স্ট্যান্ড রিলিজ এবং প্রকাশের দায়িত্বপ্রাপ্ত ইন্স্ট্রাক্টর শহীদুল ইসলামকে সাময়িক বরখাস্ত করেছে।

অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনের কারণে দেশে হৃদরোগীর সংখ্যা বাড়ছে

অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন, ধূমপান, ফাষ্টফুড ও তেল-চর্বি জাতীয় খাবার অধিক গ্রহণ, কায়িক পরিশ্রম এবং ব্যায়াম না করার কারণে দেশে হৃদরোগীর সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। তরুণদের মধ্যেও এ রোগ দ্রুত বাড়ছে। এ রোগের চিকিৎসা ব্যয়বহুল- যা সবার পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়। তাই প্রতিকারের চেয়ে এ রোগটি প্রতিরোধের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া উচিত হবে। সঠিক নিয়মে জীবনযাপন, স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য গ্রহণ, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ, ধূমপান বর্জন, নিয়মিত ব্যায়াম, কায়িক পরিশ্রমের মাধ্যমে হৃদরোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব। দেশে হৃদরোগ চিকিৎসার সর্বশেষ অগ্রগতি ও দক্ষতা বিনিময়ের লক্ষ্যে ইবরাহীম কার্ডিয়াক হসপিটাল এন্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট আয়োজিত বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে বিশিষ্ট হৃদরোগ বিশেষজ্ঞরা ১৭ ডিসেম্বর এ কথা বলেন।

জনসংখ্যার বিরাট অংশ অপুষ্টিতে ভুগছে

বাংলাদেশের মোট জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ অপুষ্টিতে ভুগছে। পর্যাপ্ত খাদ্য গ্রহণে সমর্থ হ'লেও তারা কোন না কোনভাবে সুষম খাদ্য থেকে বঞ্চিত। ক্যালরি গ্রহণ সংক্রান্ত বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) এক সমীক্ষা থেকে এ তথ্য পাওয়া গেছে। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচীর পুষ্ঠিমান নিরীক্ষণ তথ্য বিনিময় বিষয়ক এক কর্মশালায় এ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। কর্মশালায় বলা হয়, দেশের মোট জনগোষ্ঠীর ৬৮ শতাংশ অলস জীবন যাপন করলেও তারা প্রয়োজনের তুলনায় বেশী ক্যালরি গ্রহণ করছে। অন্যদিকে শিশুদের ক্ষেত্রে এ হার উদ্বেগজনক। ১০ বছরের কম বয়সী শিশুরা যে খাদ্য গ্রহণ করছে, তাতে তাদের ক্যালরি চাহিদা মিটছে না।

গড়ে প্রতিজনের জন্য দৈনিক ২ হাযার ১৮৯ ক্যালরি প্রয়োজন হ'লেও দেখা গেছে গড়ে প্রতিজন পাচ্ছে এক হাযার ৮৯৪ ক্যালরি। সমীক্ষায় দেখা গেছে, ১০ বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে ৪০ শতাংশের ক্যালরি ঘাটতি রয়েছে। ১০ বছরের বেশী বয়সের পুরুষরা এর শিকার আরো বেশী। পুরুষদের মধ্যে ক্যালরি ঘাটতির পরিমাণ একই বয়সের নারীদের চেয়ে বেশী।

ছয়টি ঝুঁকির মুখে দেশের অর্থনীতি

চলতি অর্থবছরের সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো ছয়টি স্বল্প ও মধ্যমেয়াদী নিম্নমুখী ঝুঁকি এবং অনিশ্চয়তার মুখোমুখি হ'তে পারে। এগুলো হচ্ছে মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধিজনিত চাপ, আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের অব্যাহত উচ্চমূল্য, জ্বালানী দ্রব্যে অভ্যন্তরীণ স্বল্প মূল্য, বিদ্যুৎ, বন্দর ও পরিবহন খাতে অবকাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা, তৈরী পোষাক রফতানীতে চীনের উপর আরোপিত বাধা অপসারণ এবং ২০০৮ সালের শেষে অনুষ্ঠিতব্য পরবর্তী জাতীয় নির্বাচনের ফলাফল ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি।

বাংলাদেশ ব্যাংক প্রকাশিত অর্থবছর ২০০৬-০৭ এর বার্ষিক প্রতিবেদনে এসব কথা বলা হয়েছে। গত ২৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ ব্যাংক এ প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এসব ঝুঁকি ছাড়াও অর্থবছরের প্রথমভাগে সংঘটিত বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। এ সময়ে মূল্যস্ফীতি স্থিতিশীল রাখা নীতিনির্ধারকদের জন্য প্রধান চ্যালেঞ্জ বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিবেদনে বেসরকারী খাতে বিনিয়োগ বাড়াতে অনুকূল বিনিয়োগ পরিবেশ ও সুষ্ঠু সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা অব্যাহত রাখার তাকীদ দেয়া হয়।

আগামী ৫ বছরে ১৫ হাযার আইসিটি গ্র্যাজুয়েট তৈরী হবে

বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উপদেষ্টা তপন চৌধুরী আশা প্রকাশ করেছেন, আইসিটি প্রফেশনাল স্কিল এসেসমেন্ট এন্ড এনহেন্সমেন্ট কর্মসূচী (আইপিএসএইপি) গ্রহণ করার ফলে আগামী পাঁচ বছরে ১৫ হাযার আইসিটি গ্র্যাজুয়েট তৈরী হবে। তিনি বলেন, এ কর্মসূচীর আওতায় মাত্র ১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে স্থানীয় বাজারে আনুমানিক ১০০ কোটি টাকা অর্জিত হবে এবং প্রায় ১১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রফতানী আয় বৃদ্ধি পাবে।

দেশের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের গ্র্যাজুয়েটদের মান নির্ধারণপূর্বক মানব সম্পদের রূপান্তর নিশ্চিত করতে আইপিএসএইপি গ্রহণ করা হচ্ছে। বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়নাধীনে এ কর্মসূচী সম্পর্কে বিস্তারিত প্রতিবেদন গত ২৪ ডিসেম্বর মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে বিজ্ঞান উপদেষ্টার কাছে উপস্থাপন করা হয়।

Contents

বসবাসের জন্য বিশ্বের সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত দেশ আইসল্যান্ড

বসবাসের জন্য বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত দেশ হচ্ছে আইসল্যান্ড। বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ও আকর্ষণীয় দেশগুলোকে পেছনে ফেলে বসবাসের জন্য সেরা দেশ হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে দেশটি। এর আগে বসবাসের জন্য সর্বাধিক পসন্দের দেশের তালিকায় টানা ছয় বছর শীর্ষস্থানে ছিল নরওয়ের। জাতিসংঘ কর্তৃক সদ্য প্রকাশিত 'মানব উন্নয়ন সূচক' শীর্ষক বার্ষিক প্রতিবেদনে এই তালিকা প্রকাশিত হয়।

জাতিসংঘ প্রকাশিত বসবাসের জন্য বিশ্বের সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত দেশগুলোর তালিকায় বাজার অর্থনীতির কয়েকটি দেশের জয়জয়কার। এর মধ্যে আগেরবারের শীর্ষ দেশ নরওয়ে এবার দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। এছাড়া অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা ও আয়ারল্যান্ড রয়েছে শীর্ষ পাঁচে। বিশ্ব অর্থনীতির প্রধান শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১২তম স্থানে নেমে গেছে। গতবার এই দেশটি ছিল অষ্টম স্থানে।

জাতিসংঘ মানব উন্নয়ন সূচকে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে কেবল শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপই রয়েছে ১০০-এর মধ্যে। শ্রীলঙ্কা ৯৩তম আর মালদ্বীপ ৯৬তম স্থানে অবস্থান করছে। বাংলাদেশসহ অন্য দেশগুলোর অবস্থান ভাল নয়। এ অঞ্চলের দেশগুলো বেশ পিছিয়ে রয়েছে। যেমন তালিকার মোট ১৭৫টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৪০তম। অন্যরা বাংলাদেশ থেকে এগিয়ে আছে। এর মধ্যে ভারত ১২৮তম, ভুটান ১৩৫তম, পাকিস্তান ১৩৬তম এবং নেপাল ১৩৭তম স্থানে রয়েছে।

বিশ্বের প্রথম 'সংবাদপত্র ফোন'

সুইডেনের 'ডাগেনস নাইহেটার' পত্রিকা জানিয়েছে, তারা বিশ্বের প্রথম 'নিউজপেপার টেলিফোন' বা সংবাদপত্র ফোন চালু করেছে। এ মোবাইল ফোনের গ্রাহকেরা সরাসরি ও বিনা মূল্যে পত্রিকাটির ওয়েবসাইটে প্রবেশ করতে পারবে। এ পত্রিকার প্রধান সম্পাদক ও প্রকাশক অর্বজয়েৰ্ন লারসন বলেন, 'আমরা চাই, পাঠক সব সময় যেন আমাদের পত্রিকা পড়তে পারে। এমনকি যখন তারা এমন স্থানে থাকবে, যেখানে হাতের কাছে পত্রিকা পাওয়া সম্ভব নয়; তখনো যেন তারা পত্রিকা পড়তে পারে। এজন্য মোবাইল ফোন থেকে পত্রিকার ওয়েবসাইটে প্রবেশের সুবিধা আমরা চালু করেছি। মানুষের কাছে সংবাদ পৌঁছিয়ে দেয়ার এটি আরেকটি উপায়'।

ভারতে জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলাভাষীরা দ্বিতীয় স্থানে

ভারতের সর্বশেষ আদমশুমারি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভারতে এখন বাংলাভাষীরা দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। প্রতিবেদনটিতে বলা হয়, ভারতের জনসংখ্যা ১০২ কোটি ৭০ লাখ ১৫ হাযার ২৪৭ জন। এর মধ্যে বাংলাভাষীর সংখ্যা আট কোটি ৩৩ লাখ ৬৯ হাযার ৭০৮। এদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেই বসবাস করে ছয় কোটি ৮৩ লাখ ৬৬ হাযার ২৫৫ জন। উল্লেখ্য, ভারতে কেবল বাঙ্গালীরাই বাংলা ভাষায় কথা বলে না- চাকমা, হোজাং ও রাজবংশীরাও বাংলায় কথা বলে। তবে জনসংখ্যার দিক দিয়ে ভারতের বিভিন্ন ভাষার জনগোষ্ঠীর মধ্যে এখনো হিন্দীভাষীরাই প্রথম স্থানে রয়েছে। তাদের সংখ্যা ৪২ কোটি ২০ লাখ ৪৮ হাযার ৬৪২ জন।

পেরুর সাবেক প্রেসিডেন্ট ফুজিমোরির ৬ বছরের কারাদণ্ড

ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগে পেরুর সাবেক প্রেসিডেন্ট আলবার্টো ফুজিমোরিকে গত ১২ ডিসেম্বর ৬ বছরের কারাদণ্ড প্রদান এবং ১২ হাযার মার্কিন ডলার জরিমানা করা হয়েছে। সেদেশের সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি পেড্রো আরবিনা তৎকালীন গোয়েন্দা প্রধান ভ্লাদিমির মন্টেসিনোস-এর বাড়ী ভেঙ্গে সেখানে থাকা দুর্নীতি সংক্রান্ত গোপন দলীল ৪০ বাক্স অডিও ভিডিও ক্যাসেট চুরিতে সহায়তার অভিযোগে সাবেক ঐ রাষ্ট্রপতিকে এই দণ্ডাদেশ দেন। পৃথক দু'টি গণহত্যার অভিযোগেও তার বিরুদ্ধে বিচার শুরু হয়েছে। ৯০-এর দশকে ক্ষমতায় থাকাকালে সংঘটিত ঐ গণহত্যার অভিযোগ প্রমাণিত হ'লে তার ৩০ বছরের কারাদণ্ড হ'তে পারে। তার বিরুদ্ধে কমপক্ষে ৩০ জনকে হত্যা ও অপহরণের অভিযোগে এই বিচার শুরু হয়েছে।

গণভোটে পরাজিত হ'লেন হুগো শ্যাভেজ

বিপুল জনসমর্থন নিয়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিজয়ী হ'লেও ভেনিজুয়েলার জননন্দিত নেতা হুগো শ্যাভেজ শেষ পর্যন্ত মার্কিন কূটকৌশলের কাছে হেরে গেলেন। দেশের সংবিধানে পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে তার প্রস্তাবিত সংস্কারের উপর গত ২ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত গণভোটে তিনি অল্পের জন্য হেরে গেলেন। গণভোটে 'না' ক্যাম্প ৫১ শতাংশ এবং শ্যাভেজপন্থী 'হ্যাঁ' ক্যাম্প ৪৯ শতাংশ ভোট পড়েছে। শ্যাভেজের সংস্কার প্রস্তাবে প্রেসিডেন্টের মেয়াদকাল রহিতকরণ, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ নিয়ন্ত্রণ, আঞ্চলিকভাবে নির্বাচিত কর্মকর্তাদের স্থলে নিজের প্রতি অনুগতদের নিয়োগদান এবং যরূরী অবস্থা জারী করা হ'লে প্রচার মাধ্যমের উপর সেন্সর আরোপের বিধান রাখা হয়েছিল। তার এই প্রস্তাবিত সংস্কারকে ক্ষমতা কুক্ষিগতকরণ ও একচ্ছত্র কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার কৌশল বলে আখ্যায়িত করে দেশের ছাত্রসমাজ, মানবাধিকার সংস্থাসমূহ, বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠন, বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহ, রোমান ক্যাথলিক চার্চ ও সাবেক রাজনৈতিক মিত্ররা শ্যাভেজ বিরোধী শিবিরে সমবেত হয়। এমনকি তার সাবেক পত্নীও তার সংস্কার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেয়। এদিকে গণভোটে পরাজিত হওয়ার পর শ্যাভেজ বলেছেন, ২০১৩ সালে তার চলতি মেয়াদ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি প্রেসিডেন্ট পদ ছেড়ে দেবেন।

সর্বাধিক কারাবন্দী রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে

বিশ্বের অন্যান্য দেশের চেয়ে তুলনামূলকভাবে যুক্তরাষ্ট্রে কারাবন্দীর সংখ্যা সর্বাধিক। ২০০৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ২২ লাখ ৫০ হাযার লোক বিভিন্ন অপরাধের দায়ে কারাগারে যেতে বাধ্য হয়। এটাই ছিল সর্বকালের সবচেয়ে বেশী সংখ্যক মানুষের কারাবন্দী থাকার ঘটনা। 'হিউম্যান রাইটস ওয়াচ' জানিয়েছে, ২০০৬ সালের হিসাবটি আরো মারাত্মক ও ভয়াবহ। এর আগের ৬ বছরের হিসাবকে ছাড়িয়ে তা রাতারাতি শীর্ষে গিয়ে পৌঁছায়। মার্কিন বিচার বিভাগ জানিয়েছে, গড়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১০ লাখের মধ্যে ৭৫১ জন বিভিন্ন অপরাধে অপরাধী হয়ে কারাগারে বন্দী আছে। সেই তুলনায় একই সংখ্যক মানুষের মধ্যে লিবিয়ার কারাগারে আটক আছে ২১৭ জন, ইরানের ২১২ জন। চীনে রয়েছে ১১৯ জন।

ভারতের পার্লামেন্টে আইন পাস

মা-বাবাকে অবহেলা করলে সন্তানদের শাস্তি হবে

ভারতের পার্লামেন্টে একটি আইন পাস করা হয়েছে, যার ফলে বয়স্ক অভিভাবকদের অবহেলা করার জন্য সন্তানদের ৩ মাস কারাদণ্ড হ'তে পারে। গত ৬ ডিসেম্বর এই আইনটি প্রণয়ন করা হয়। যেসব প্রাপ্ত বয়স্কদের ষাটোর্ধ্ব বয়সী পিতা-মাতা রয়েছেন তাদের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য হবে।

মুসলিম জাহান

বেনজীর ভুট্টো নিহতঃ উত্তাল পাকিস্তান

‘ডটার অব ইস্ট’ (প্রাচ্যকন্যা) খ্যাত পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও পাকিস্তান পিপলস পার্টির (পিপিপি) নেত্রী বেনজীর ভুট্টো গত ২৭ ডিসেম্বর রাওয়ালপিন্ডিতে এক নির্বাচনী জনসমাবেশে আত্মঘাতী হামলায় নিহত হয়েছেন। তাকে ঘাড়ে ও বুকে গুলী করা হয়। আত্মঘাতী হামলাকারী গুলী করার পর বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে নিজেও আত্মহত্যা করে। মারাত্মকভাবে আহত বেনজীরকে তাৎক্ষণিকভাবে রাওয়ালপিন্ডি জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালে স্থানীয় সময় সন্ধা ৬-টা ১৬ মিনিটে (বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭-টা ১৬ মিনিটে) তিনি ইন্তেকাল করেন। বিস্ফোরণে আরো ২০ জন নিহত এবং শত শত লোক আহত হয়।

পিপিপি’র সদস্য ওয়াসিফ আলী খান বলেন, বেনজীর ভুট্টো যখন হাযার হাযার লোকের সমাবেশে বক্তৃতা শেষে মঞ্চ ত্যাগ করছিলেন তখনই তার উপর এই গুলীবর্ষণ করা হয় এবং আত্মঘাতী বোমা হামলা হয়। পিপিপি’র মুখপাত্র রেহমান মালিক জানান, প্রথমে ভুট্টোর গাড়ী লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়। গুলি তার মাথায় আঘাত হানে।

বেনজীর ভুট্টোর মৃত্যুর খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লে সবাই শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন। তার ভক্ত এবং বিক্ষুব্ধ নেতা-কর্মীরা বিভিন্ন শহরের রাস্তায় রাস্তায় আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ ও মিছিল শুরু করে। এ সময় তারা রাস্তার পাশের দোকান ভাংচুর এবং ২০ হাযার গাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করে। ক্ষোভে গোটা পাকিস্তান উত্তাল হয়ে ওঠে। সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। সহিংসতায় এ পর্যন্ত নিহত হয় ৪৯ জন। ব্যাংক, পেট্রোল পাম্প, দোকান ও যানবাহনে ব্যাপক অগ্নিসংযোগ করা হয়।

এদিকে বেনজীর ভুট্টোকে গত ২৮ ডিসেম্বর সিন্ধু প্রদেশের লারকানার গহরী খোদাবখশ গ্রামে তার পারিবারিক গোরস্থানে পিতার পাশে দাফন করা হয়। উক্ত গ্রামে অনুষ্ঠিত তার জানাযায় লক্ষাধিক মানুষ শরীক হন।

বেনজীর ভুট্টোর নৃশংস হত্যাকাণ্ডে সারাবিশ্বে শোক ও নিন্দার ঝড় বয়ে যায়। এই নেত্রীর অকালমৃত্যুতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শোকের ছায়া নেমে আসে। বৃটেন, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, বাংলাদেশ, রাশিয়া, ইরান, আফগানিস্তান, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের নেতৃবৃন্দ তাঁর মৃত্যুতে গভীর দুঃখ ও শোক প্রকাশ করেছেন। প্রেসিডেন্ট বুশ এ হামলাকে কাপুরুষোচিত হামলা বলে মন্তব্য করেছেন।

পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেনজীর ভুট্টোর নির্মম হত্যাকাণ্ডের রহস্য এখনো উদঘাটিত হয়নি। এ হত্যাকাণ্ডের পিছনে আসলেই কারা দায়ী তা জানা সম্ভব হয়নি। তবে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহল এ হত্যাকাণ্ডের জন্য পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফকে দায়ী করেছেন। তারা তাদের দাবির সপক্ষে বলেছেন, এ ধরনের একটি নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে এতো বড় মাপের একজন নেতাকে নির্বিচারে হত্যা করার মতো সাহস এবং প্রেক্ষাপট ঘটনাস্থলে ছিল না। আর সে

উন্নত ও উন্নয়নগামী দেশে ঘুষ লেনদেনে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় দরিদ্র জনগোষ্ঠী

‘ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল’ আয়োজিত এক জনমত জরিপে জানা গেছে, উন্নয়নগামী ও উন্নত বিশ্বে ঘুষ দাবীর ফলে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয় গরীব পরিবারগুলো। রিপোর্টে আরো বলা হয়, সারাবিশ্বের বহু দেশে পুলিশ ও বিচার বিভাগ দুর্নীতিতে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত। তারা প্রকাশ্যে কিংবা গোপনে মানুষের কাছে ঘুষ চায়। আর এ ধরনের দুর্নীতি ক্রমাগত ঘটেই চলেছে। এই দুঃখজনক জরিপ ফলাফলের মানেই হ’ল আইনের চোখে সমান আচরণ পাবার মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করছে এসব দুর্নীতি। দৃষ্টান্ত হিসাবে জরিপে উল্লেখ করা হয়, পাকিস্তানের ৯৬ শতাংশ মানুষ বলেছে, তারা নিম্ন আদালতে দুর্নীতির যন্ত্রণায় পেরেশান। রাশিয়ায় প্রতি বছর আদালতে ২১ কোটি ডলার ঘুষ লেনদেন হয়। উল্লেখ্য, জরিপে বিশ্বের ৬০টি দেশের ৬৩,১৯৯ ব্যক্তির মতামত যাচাই করা হয়েছে।

মার্কিন অর্থনীতি বিশ্বে সবচেয়ে বেশি প্রতিযোগিতামূলক

যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি পুনরায় তার সাবেক স্থানে ফিরে গেছে। অর্থাৎ বিশ্বের সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানে ফিরেছে মার্কিন অর্থনীতি। এর জন্য দেশটির দক্ষ বাজার ও কর্পোরেট সৃজনশীলতাকে বহুলাংশে কৃতিত্ব দেয়া যেতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের পরে রয়েছে সুইজারল্যান্ড, ডেনমার্ক, সুইডেন ও জার্মানীর অবস্থান। আন্তর্জাতিক গবেষণা ও নীতি সহায়তা গ্রুপ হিসাবে পরিচিত ‘বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম’ (ডব্লিউইএফ) কর্তৃক প্রকাশিত ‘দি গ্লোবাল কমপিটিটিভনেস’ রিপোর্টের ২০০৭ সালের সংস্করণে একথা বলা হয়েছে। ২০০৬ সালে মার্কিন অর্থনীতি সার্বিক প্রতিযোগিতার দিক থেকে ৬ষ্ঠ স্থান অধিকার করেছিল।

৫০ বছর পর দুই কোরিয়ার মধ্যে রেল যোগাযোগ আবার শুরু

দুই কোরিয়ার মধ্যে গত ১১ ডিসেম্বর থেকে নিয়মিত রেল যোগাযোগ পুনরায় শুরু হয়েছে। দু’দেশের মধ্যে ১৯৫০ সাল থেকে ৫৩ সাল পর্যন্ত চলা যুদ্ধের পর এই প্রথম রেল যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হ’ল। দক্ষিণ কোরিয়ার পুনরেকত্রীকরণ মন্ত্রণালয় থেকে বলা হয়েছে, মালবাহী ট্রেন প্রতিদিন প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরত্বের সীমান্ত এলাকায় চলাচল করবে।

এর আগে উত্তর কোরিয়ার অভ্যন্তরে সীমান্ত ঘেঁষে দক্ষিণ কোরিয়ার যেসব শিল্পকারখানা রয়েছে, সেখানে কাঁচামাল পরিবহনে রেল যোগাযোগ ফের শুরু করার জন্য দক্ষিণ কোরিয়া চাপ দিয়ে আসছিল। গত অক্টোবর ২০০৭-এ দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট কিম জং ইল ও উত্তর কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট রোহ মু-ইউনের মধ্যে শীর্ষ আলোচনায় এছাড়াও আরো কয়েকটি ব্যাপারে একত্রে কাজ করার ব্যাপারে আলোচনার পর দু’দেশের মধ্যে আবার সম্পর্ক গড়ে উঠার পথ সুগম হয়। এরই ফলে দু’দেশের মধ্যে পরীক্ষামূলকভাবে ট্রেন চলাচলের ব্যাপারে দু’পক্ষ একমত হয়।

কলকাতা আলিয়া মাদরাসা বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত

ঐতিহ্যবাহী কলকাতা আলিয়া মাদরাসাকে এবার বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয়েছে। মাদরাসার নতুন নাম হ’ল ‘আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়’। গত ১৭ ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিধানসভায় এ সংক্রান্ত একটি বিল সর্বসম্মতভাবে পাস হয়। কংগ্রেস এবং তৃণমূল কংগ্রেস বিলের পক্ষে সমর্থন জানায়। পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী আব্দুস সাত্তার বিলটি পেশ করেন। তবে তৃণমূল কংগ্রেস দাবী করেছিল বিশ্ববিদ্যালয়টির নামের মধ্যে ‘মাদরাসা’ শব্দটি রাখার। এই দাবি নাকচ করে দিয়ে মন্ত্রী আব্দুস সাত্তার বলেন, ‘আলিয়া’ আরবী শব্দ। এর মানে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। উল্লেখ্য, ১৭৮০ সালে কলকাতা আলিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এখন এই মাদরাসায় ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমও চালু আছে।

কারণেই সরকার এ হত্যাকাণ্ডের দায়দায়িত্ব এড়াতে পারে না। এদিকে সিএনএন প্রচারিত একটি ই-মেইল থেকে জানা গেছে, বেনজীর ভুট্টো তার মার্কিন বন্ধু মার্ক সিগালের কাছে প্রেরিত ই-মেইলে বলে গেছেন যে, 'যদি আকস্মাৎ অপঘাতে তার মৃত্যু হয় তাহ'লে সেই মৃত্যুর জন্য দায়ী থাকবেন প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফ'।

এদিকে পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র জাভেদ ইকবাল চিমা বলেন, বেনজীর ভুট্টো গুলী কিংবা বোমায় নিহত হননি। তাঁর মতে, বেনজীর নির্বাচনী জনসভা শেষে তাঁর বুলেট প্রুফ গাড়ীতে করে যাবার সময় গুলী ও বোমার প্রচণ্ড শব্দে হতবিহ্বল হয়ে দ্রুত গাড়ীর ভিতরে লুকানোর চেষ্টা করার সময় মাথায় বড় ধরনের আঘাত পান এবং তাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু পাকিস্তানের ডন নিউজ টেলিভিশন ৩০ ডিসেম্বর একটি স্থির চিত্র প্রকাশ করেছে। এতে দু'জন হামলাকারীকে বেনজীর ভুট্টোর ওপর হামলা এবং তাঁকে হত্যা করার দৃশ্য দেখানো হয়েছে। তাছাড়া হত্যাকাণ্ডের পর পুলিশ বেনজীরের মৃতদেহের ময়নাতদন্ত করতে দেয়নি বলেও অভিযোগ উঠেছে।

উল্লেখ্য, ৮ বছর দুবাইয়ে নির্বাসনে থাকার পর গত ১৮ অক্টোবর বেনজীর দেশে ফিরেন। সেদিনই তার অভ্যর্থনা সভায় জনতার উপর বোমা হামলায় ১৫০ জন নিহত হয়। অল্পের জন্য তিনি সেই যাত্রায় প্রাণে বেঁচে যান। তাছাড়া বেনজীরের বাবা পাকিস্তানের মরহূম প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টোকে তারই দলের রাজনীতিক আহমাদ রাজা কাসুরী হত্যার অভিযোগে ১৯৭৯ সালের ৪ এপ্রিল ফাঁসিতে ঝুলিয়েছিলেন সামরিক শাসক জেনারেল জিয়াউল হক। এমনকি ১৯৮০ সালে বেনজীরের ভাই শাহনেওয়াজ ভুট্টো রহস্যময়ভাবে নিহত হন ফ্রান্সে এবং ১৯৯৬ সালে করাচীতে গুলী করে হত্যা করা হয় তার অপর ভাই মুর্তযা ভুট্টোকে। এবার বেনজীরের হত্যার মধ্য দিয়ে ভুট্টো পরিবারের শেষ দেউটি নিভে গেল।

বিলাওয়াল পিপিপি'র চেয়ারম্যান মনোনীতঃ

সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে বেনজীর পুত্র অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের ছাত্র বিলাওয়াল (১৯)-কে গত ৩০ ডিসেম্বর পিপিপি'র কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির এক বৈঠকে বেনজীরের উত্তসূরী হিসাবে চেয়ারম্যান মনোনীত করা হয়েছে। একই সাথে স্বামী আসিফ আলী জারদারীকে দলের কো-চেয়ারম্যান করা হয়। এছাড়া বেনজীরের বাসভবনে অনুষ্ঠিত পার্টির বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, আগামী সাধারণ নির্বাচনে তাদের দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। পিপিপি'র পক্ষ থেকে নওয়াজ শরীফকেও নির্বাচনে অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, পিপিপি'র পরবর্তী নেতৃত্ব সম্পর্কে বেনজীরের শেষ উইল বা অছিয়তনামাতে বিলাওয়ালের কথা লেখা ছিল না। এ দায়িত্ব দেয়া ছিল আসিফ আলী জারদারীর ওপর। কিন্তু জারদারী পার্টির নেতাদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে এ দায়িত্ব অর্পণ করেন পুত্র বিলাওয়ালের ওপর।

মার্কিন গোয়েন্দা রিপোর্ট

ইরান ২০০৩ সালে পারমাণবিক বোমা তৈরীর কর্মসূচী বন্ধ করেছে

মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার একটি নতুন রিপোর্টে বলা হয়েছে, ইরান পারমাণবিক বোমা তৈরীর কাজ শুরু করেছিল। তবে সময়মত যুক্তরাষ্ট্র চাপ দেয়াতে তারা গোপনেই তাদের সেই কাজ বন্ধ করে দেয়। আর সেটা বন্ধ করে তারা ২০০৩ সালে। এরপর তারা পারমাণবিক শক্তিকে তাদের বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে ব্যবহারের লক্ষ্যে চেষ্টা চালাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের ১৬টি গোয়েন্দা সংস্থা সম্মিলিতভাবে এ রিপোর্টটি প্রণয়ন করেছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, পূর্বে যে রকম মনে করা হয়েছিল ঠিক সেভাবে ইরান পারমাণবিক অস্ত্র তৈরী করার ব্যাপারে দৃঢ়সংকল্প নয়। তেহরান ২০০৩ সালে তার পারমাণবিক অস্ত্র কর্মসূচী বন্ধ করে দেয়। তবে তারা ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ অব্যাহত রেখেছে। সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম দিয়েই পারমাণবিক অস্ত্র তৈরী করতে হয়।

রিপোর্টে আরো বলা হয়, ইরান ২০০৭ সালে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণের জন্য গ্যাস সেন্ট্রিফিউজ স্থাপনে সফল হয়। এটি পারমাণবিক বোমা তৈরীর উপাদান উৎপাদন করার জন্য ব্যবহৃত হয়। রিপোর্টের উপসংহারে বলা হয়, ইরানে এখনও পর্যাপ্ত সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম তৈরী হয়নি, যার দ্বারা একটি পারমাণবিক বোমা তৈরী করা যায়। আর পারমাণবিক বোমা তৈরী করতে দেশটির ২০১০ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত সময় লাগতে পারে। ইরান এ রিপোর্টকে এক বিরাট বিজয় বলে উল্লেখ করেছে।

ইসলাম করিমভ তৃতীয়বারের মত উজবেকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত

উজবেকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ইসলাম করিমভ টানা তৃতীয়বারের মত বিশাল ব্যবধানে জয়লাভ করেছেন। কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন জানায়, গত ২৩ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত ৭ বছর মেয়াদের প্রেসিডেন্ট পদে ইসলাম করিমভ ৮৮ দশমিক ১ শতাংশ ভোট পেয়ে পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন। ২০০০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে করিমভ পান ৯১ শতাংশ ভোট। ১৮ বছর ধরে উজবেকিস্তানের নেতৃত্ব দানকারী কট্টরপন্থী হিসাবে খ্যাত এ নেতার প্রতিদ্বন্দ্বী অপর ৩ প্রার্থী পেয়েছেন মাত্র ৩ শতাংশ করে ভোট।

আহলেহাদীছ আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

নির্ভেজাল তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে কিতাব ও সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করা।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

দেহঘড়ির সুইচ

মানবদেহের অভ্যন্তরে এক দেহঘড়ি রয়েছে। যার মাধ্যমে মানবদেহের অনেক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। ব্যক্তির ঘুমের প্যাটার্ন থেকে শুরু করে হজমক্রিয়া, আচরণ, অনেক কিছুই এই দেহঘড়ির উপর নির্ভরশীল। সম্প্রতি এই দেহঘড়ির 'কন্ট্রোল সুইচ'-এর সন্ধান পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। আর এটি হ'ল একটি ক্ষুদ্র এমাইনো এসিডের কণা, যার কারণে সক্রিয় হয় দেহঘড়ি। প্রোটিনের মূল উপাদান হ'ল এই এমাইনো এসিড। দেহঘড়ির এই সুইচটি মানবদেহের ১৫ শতাংশ জিনকে পরিচালিত করে। এই এসিডের কাজের ব্যত্যয় ঘটলে মানসিক চাপ, অবসাদ, হৃদরোগ, ক্যান্সার এবং স্নায়ুবিক দুর্বলতাসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয় মানুষ। দেহের অভ্যন্তরে একটি জিন এবং এর সহযোগী বিএমএএন-১ নামক প্রোটিন পুরো দেহঘড়িকে নিয়ন্ত্রণ করে। আর এই নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া সক্রিয় করে এই এমাইনো এসিড। এভাবে দেহ ব্যবস্থায় একটি নিয়মের ছন্দ তৈরী হয়। কোন কারণে এই এমাইনো এসিডের কর্মকাণ্ড বাধাগ্রস্ত হ'লে পুরো মানবদেহের ছন্দপতন ঘটে। তখন বিভিন্ন শারীরিক অসুবিধায় পড়ে মানুষ।

কয়েক দশকে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে বরফ গলে হবে নিশ্চিহ্ন

বিশ্বের বায়ুমণ্ডলে ইতিমধ্যেই যে পরিমাণ কার্বন রয়েছে তা আগামী কয়েক দশকে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা কয়েক ফুট বৃদ্ধি এবং গ্রীষ্মের সময়ে উত্তর মেরু থেকে বরফ গলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট বলে বিজ্ঞানীরা হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন। মারাত্মক খরা ও ভয়াবহ বন্যাসহ বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধির বিরূপ প্রভাব হ্রাসে কেবলমাত্র বর্তমান কার্বন নির্গমনের মাত্রা কমালেই হবে না; শিল্প বিপ্লবের সময় থেকে বায়ুমণ্ডলে সংগৃহীত কার্বন অপসারণ করতে হবে। পেনসিলভানিয়া ষ্টেট ইউনিভার্সিটির প্রফেসর রিচার্ড এলি বলেন, কম মাত্রার উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে যদি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে তুষার স্তরের বরফ গলে যাওয়ার মতো ঘটনা ঘটে, তাহ'লে ভবিষ্যতে এই তাপমাত্রা আরো বৃদ্ধি পেলে পরিস্থিতির উপর কি প্রভাব পড়বে সেই প্রশ্নের জবাবও অত্যন্ত সহজ। গত বছরের গ্রীষ্মেও উত্তর মেরুতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বরফ গলেছে। যা ইতিহাসে প্রথম রেকর্ড স্পর্শ করেছে। এই বরফ গলে যাওয়ার কারণে একসময় এই মহাসাগর বরফাচ্ছন্ন ছিল। বিজ্ঞানীরা বলছেন, কার্বণডাই অক্সাইড ও অন্যান্য গ্যাস বেশী মাত্রায় নির্গমনের কারণেই বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ভাজা খাবারে বিপদ

যেসব মহিলা নিয়মিত ভাজাপোড়া ও মচমচে স্ন্যাকস বা চিপস খান তাদের ডিম্বাশয়ে ও গর্ভাশয়ে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা গড়পড়তা সাধারণ মহিলাদের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ। খাবার যখন তেলে ভাজা, গ্রিল করা বা রোষ্ট করা হয় তখন এক্রাইলাসাইডস নামের রাসায়নিক উপাদানের সৃষ্টি হয়। নেদারল্যান্ডের মাসট্রিখট বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা দেখতে পেয়েছেন, যে সব মহিলা এই রাসায়নিক উপাদানযুক্ত খাবার বেশি খাচ্ছেন তাদের ডিম্বাশয়ে ক্যান্সার বেশি হচ্ছে। ডাচ গবেষকরা প্রায় ১ লাখ ২০ হাযার নারী-পুরুষের ওপর গবেষণা চালিয়ে এই তথ্য পেয়েছেন।

প্রায় পাঁচ বছর আগেই এক্রাইলাসাইডের বিপদ সম্পর্কে টের পেয়েছিলেন বিজ্ঞানীরা। ডাচ গবেষকরা খাবারের এই উপাদানের সঙ্গে ক্যান্সার ঝুঁকির বিষয়টি প্রমাণ করলেন। খাদ্যবিজ্ঞানীদের মতে, আমাদের খাদ্য তালিকা থেকে এই রাসায়নিক উপাদানটি বাদ দেয়া প্রায় অসম্ভব। তারপরও তাদের পরামর্শ যথাসাধ্য সুষম খাবার খেতে হবে। ভাজাপোড়া খাবার বাদ দিতে হবে। খাবারের তালিকায় যথাসম্ভব শাকসবজি ও ফলমূলের পরিমাণ বেশি রাখতে হবে।

মাইগ্রেনের কারণ অনুসন্ধানে সাফল্য

কয়েক ধরনের মাইগ্রেন জাতীয় মাথা ব্যথার কারণ অনুসন্ধানে আরেকটু আলোর দেখা পেয়েছেন চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা। ফরাসী বিজ্ঞানীদের একটি দল সদ্য মাইগ্রেন শুরু হওয়া রোগীদের মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস নামের অংশটি সক্রিয় হয়ে উঠার আলামত পেয়েছেন। তাদের এ পর্যবেক্ষণ যন্ত্রণাদায়ক এ সমস্যাটির কারণ খুঁজে বের করতে চিকিৎসকদের আরেকধাপ এগিয়ে নিতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে। মাইগ্রেনের সঙ্গে হাইপোথ্যালামাসের জড়িত থাকার সম্ভাবনার ব্যাপারটি চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মাথায় অনেক দিন ধরেই ছিল। খিদের মতো আরো যে ধরনের কিছু অনুভূতি বা বিষয় মাথা ধরার সূচনা করে তার প্রতি দেহ কিভাবে সাড়া দেবে তা মস্তিষ্কের এই হাইপোথ্যালামাস অংশ থেকেই নিয়ন্ত্রিত হয়।

আশা করা হচ্ছে, নতুন এ আবিষ্কার মাইগ্রেন জাতীয় মাথা ধরার নতুন চিকিৎসার পথ খুলে দেবে। চিকিৎসা বিষয়ক সাময়িকী 'হেডেক'-এ গবেষণাটির খবর প্রকাশিত হয়েছে। মাইগ্রেন এক ধরনের স্নায়বিক অসুখ। এর সবচেয়ে পরিচিত উপসর্গগুলোর একটি হচ্ছে মাথা ধরা। ফ্রান্সের রঁগেইল হাসপাতালে পরিচালিত ঐ গবেষণায় পজিট্রন ইমিশন টমোগ্রাফি (পিইটি) নামে একটি পদ্ধতিতে 'অরা' (যে ধরনের মাইগ্রেন সবচেয়ে বেশী হয়) ছাড়া অন্য ধরনের ৭ জন মাইগ্রেন রোগীর মস্তিষ্কে পরীক্ষা চালানো হয়।

সুপ্রাচীন শনির বলয়

শনি গ্রহের বলয় সৌরজগতের অপূর্ব এক নিদর্শন। এর বর্ণিল অবয়ব জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের বিমোহিত করে। শনিগ্রহ পর্যবেক্ষণের জন্য পাঠানো সর্বশেষ নভোযান ক্যাসিনির পাঠানো তথ্যে শনির বলয় সম্পর্কে চমৎকার সব তথ্য পাওয়া গেছে। এতদিন বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল এই বলয় সৃষ্টি হয়েছে মাত্র দশ কোটি বছর আগে। কিন্তু ক্যাসিনির তথ্য বিশ্লেষণ করে জানা গেছে, এই বলয়ের বয়স শতকোটি বছরের বেশী। অর্থাৎ সৌরজগতে অনেক আগে থেকেই এ বলয় চমকাচ্ছিল। এছাড়া আগের ভয়েজার স্পেসক্রাফটের বিশ্লেষণে বলয়ের যে বস্তু পরিমাণের কথা বলা হয়েছিল ক্যাসিনির বিশ্লেষণে তার তিনগুণ বেশী বস্তুর সন্ধান পাওয়া গেছে। ছোট বালুকণা থেকে শুরু করে বড় বগ বোল্ডারের সামনে বলয়ের টুকরোগুলো। সবচেয়ে অবাক করা ব্যাপার হ'ল, বস্তুকণা প্রতিনিয়তই রিসাইক্লিং হচ্ছে। মহাজাগতিক ধূলি আর উল্কা কণার প্রতিনিয়ত এখানে এসে পড়ছে আর বলয়ের পুরনো টুকরোর সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। বর্তমানে বলয়গুলোতে যে পরিমাণ বস্তু রয়েছে তা দিয়ে একটি ৩০০ কিলোমিটার ব্যাসের চাঁদ তৈরী সম্ভব বলে বিজ্ঞানীরা অভিমত দেন।

Contents

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

ঘূর্ণিঝড় দুর্গত এলাকায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে ত্রাণ বিতরণ

১৬ ও ১৭ ডিসেম্বর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে দেশের ঘূর্ণিঝড় দুর্গত এলাকায় ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়। ত্রাণবিতরণে নেতৃত্ব দেন 'আন্দোলন'-এর নায়েবে আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। ঘূর্ণিঝড় (সিডর) কবলিত খুলনা যেলার কালাবগি বাগেরহাট যেলার সোনাখালী, বহুল বুনিয়া সন্যাসী, সোনাতলা, রায়না ও পাঁচপাড়া গ্রামের ২০০ পরিবারের মধ্যে এবং পটুয়াখালী ও ঝালকাঠির ২৫০ পরিবারের মধ্যে নগদ ১,৩৫,০০০/= টাকা ও ৪৫০ পিচ শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ, খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুনীরুদ্দীন, বাগেরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি সর্দার আশরাফ হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা যুবায়ের ও মুহাম্মাদ ইমাম হোসাইন প্রমুখ।

ইসলামী সম্মেলন

গাইবান্ধা ২ ডিসেম্বর রবিবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' গাইবান্ধা সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে গোবিন্দগঞ্জ থানার অন্তর্গত বেতগাড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন ময়দানে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ আউনুল মা'বূদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর নায়েবে আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন সিরাজগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সভাপতি অধ্যাপক মাওলানা আলমগীর হোসাইন।

পাবনা ৭ ডিসেম্বর শুক্রবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' পাবনা যেলার উদ্যোগে সুজানগর থানার অন্তর্গত বারইপাড়া হাইস্কুল ময়দানে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা বেলালুদ্দীন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর নায়েবে আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন পাবনা যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ, যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক বেলাল হোসাইন, সুজানগর এলাকার 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম প্রমুখ।

যুবসংঘ

ইসলামী সম্মেলন

চারঘাট, রাজশাহী ২০ নভেম্বর মঙ্গলবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বাটিকামারী ও পুঠিমারী এলাকার উদ্যোগে যেলার চারঘাট থানাধীন পুঠিমারী হাইস্কুল ময়দানে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। চারঘাট থানার ভায়ালক্ষ্মীপুর দারুস সালাম সালাফিয়াহ মাদরাসার শিক্ষক মাওলানা ইয়াসীন মাদানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদ'-এর আহ্বায়ক ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীর মুহাদ্দিছ মাওলানা আব্দুর রায্যাক বিন ইউসুফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক ইমামুদ্দীন, রাজশাহী যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা মুস্তাফীযুর রহমান, ভায়ালক্ষ্মীপুর দারুস সালাম সালাফিয়াহ মাদরাসার শিক্ষক মাওলানা আবু যার, পুঠিমারী এলাকা 'আন্দোলন'-এর দায়িত্বশীল মুহাম্মাদ হাশেম, 'যুবসংঘ'-এর দায়িত্বশীল তাযীমুদ্দীন প্রমুখ।

'সমাজ সংস্কার' বিষয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধান অতিথি বলেন, সমাজ সংস্কারের লক্ষ্যে কাজ করা দ্বীন ইসলামের এক গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ। কিন্তু যুগে যুগে একাজে যাঁরা আত্মনিয়োগ করেছেন তাঁদেরকেই জেল-যুলুমের শিকার হ'তে হয়েছে, কাউকে হ'তে হয়েছে দেশান্তরিত ও নির্বাসিত। ইলমে হাদীছের অনন্য দিকপাল ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল, ইমাম বুখারী, শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়া, শাহ ইসমাঈল শহীদ সহ বহু মনীষী উক্ত কারণে জেল-যুলুমের শিকার হয়েছিলেন। বর্তমানেও সমাজ সংস্কারের কথা বলার কারণে এবং ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ, দেশ ও জাতির চরম শত্রু চরমপন্থী জঙ্গীদের বিরুদ্ধে আপোসহীন অবস্থান নেওয়ার কারণে আহলেহাদীছ জনগণের উপর নির্যাতন চালানো হচ্ছে। তিনি বলেন, আহলেহাদীছ সমাজকে বিশুদ্ধ আক্বীদা-আমল ও সভ্যতা-সংস্কৃতি থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার হীন উদ্দেশ্যে আহলেহাদীছ সমাজের মধ্যমণি **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে** দীর্ঘ প্রায় তিন বছর ধরে জেলখানায় আটকে রাখা হয়েছে। মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অভিযোগের ভিত্তিতে এভাবে কোন নিরপরাধ মানুষকে আটকে রাখলে আল্লাহর গযবী সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রের জন্য অপরিহার্য হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তিনি অবিলম্বে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের নিঃশর্ত মুক্তির জোর দাবী জানান।

পোরশা, নওগাঁ ২৮ ও ২৯ নভেম্বর বুধ ও বৃহস্পতিবারঃ গত ২৮ ও ২৯ নভেম্বর নওগাঁ যেলার পোরশা থানার অন্তর্গত দুয়ারপাল হাফেযিয়া মাদরাসা সংলগ্ন ময়দানে দু'দিনব্যাপী এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আলাদিপুর দারুল হুদা সালাফিয়া মাদরাসার অধ্যক্ষ আলহাজ্জ মাওলানা শামসুদ্দীন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদ'-এর যুগ্ম-আহ্বায়ক মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম। সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন রাজশাহীর পবা থানাধীন নামোপাড়া মাদরাসার শিক্ষক মাওলানা আবু বকর ছিদ্দীক, নীতপুর ফাযিল মাদরাসার প্রভাষক আলহাজ্জ মাওলানা নো'মান আলী ও মাওলানা হযরত প্রমুখ।

বাঘা, রাজশাহী ৩০ নভেম্বর মঙ্গলবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বাঘা থানার উদ্যোগে স্থানীয় বিনোদপুর হাইস্কুল ময়দানে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যাপক আবদুল হাই-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদ'-এর যুগ্ম-আহ্বায়ক মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মাওলানা আবুল হুসাইন, আব্দুল লতীফ, মুহাম্মাদ আযহার প্রমুখ। অনুষ্ঠানে 'অহি-র বিধান বনাম মানব রচিত বিধান' বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, আল্লাহ প্রেরিত অহি-র বিধান তথা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিধান কায়েম না থাকার কারণে সমাজে আজ অশান্তি বিরাজ করছে। সমাজ, রাষ্ট্র সর্বত্রই চলছে বাধাহীন নৈরাজ্য। তিনি আরো বলেন, এখন ধর্ম নিয়েও চলছে দলাদলি ও ফির্কাবন্দী। ইসলামী রাজনীতির নামে কেউবা মানব রচিত মতবাদ ও নব্য ধর্মের দিকে মানুষকে আহ্বান করছে। এভাবে অসংখ্য দল-উপদল নিজ নিজ দর্শনের দিকে জনগণকে আহ্বান জানাচ্ছে। তিনি আরো বলেন, আমরা সব কিছুর উর্ধ্বে উঠে কেবল মুহাম্মাদ (ছাঃ) আনীত অভ্রান্ত বিধানের বাস্তবায়ন কামনা করি। আর এরই মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক শান্তি ফিরে আসতে পারে, অন্য কিছুর মাধ্যমে নয়। তিনি সবাইকে অভ্রান্ত অহি-র পথের পথিক হওয়ার মাধ্যমে জান্নাতী কাফেলার সহযাত্রী হওয়ার আহ্বান জানান।

তাবলীগী সভা

ফতেপুর, যশোর ১২ ডিসেম্বর শুক্রবারঃ অদ্য বাদ আছর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঝিকরগাছা থানার ফতেপুর শাখার উদ্যোগে স্থানীয় ফতেপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ওবায়দুর রহমান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ আকবার হোসাইন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ইবরাহীম, সাবেক সভাপতি মাওলানা আব্দুল আহাদ, কেশবপুর এলাকা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব আব্দুল মুত্তালিব বিন ইসমাঈল, ফতেপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদের ইমাম মুহাম্মাদ আমীনুর রহমান, ঝিকরগাছা আহলেহাদীছ জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা মুছতফা কামাল, বেনেয়ালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক জনাব মুহাব্বাতুল্লাহ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ যিল্লুর রহমান, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আসাদুযযামান। উক্ত তাবলীগী সভায় কুরআন তেলাওয়াত করে মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম।

বাঘা, রাজশাহী ২২ ডিসেম্বর শনিবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ও 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা' বাউসা হেদাতীপাড়া এলাকার উদ্যোগে উক্ত গ্রামের উত্তরপাড়ায় এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী সাংগঠনিক যেলার প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা মুস্তাফীযুর রহমান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন রাজশাহী মহানগরী 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক হাফেয মুকাররম, বাউসা এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আবু সুফিয়ান, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন, এলাকা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আজিবুর রহমান প্রমুখ।

আত-তাহরীক-এর এজেন্ট ও গ্রাহকদের সাথে মতবিনিময়

সাতক্ষীরা ২৪ ডিসেম্বর সোমবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সাতক্ষীরা সাংগঠনিক যেলার সোনাবাড়িয়া এলাকার মাদরা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে **আত-তাহরীক**-এর এজেন্ট, গ্রাহক ও পাঠকদের নিয়ে এক মতবিনিময় ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মাদরা শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব আব্দুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় ফৎওয়া বোর্ডের অন্যতম সদস্য ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার মুহাদ্দিছ মাওলানা বদীউয্যামান ও **আত-তাহরীক**-এর হিসাব রক্ষক জনাব শামসুল আলম। আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর শেষে উপস্থিত এজেন্ট ও গ্রাহকদের সাথে আত-তাহরীক-এর প্রচার-প্রসার বৃদ্ধি সম্পর্কে তাঁরা মতবিনিময় করেন। 'আন্দোলন'-এর অন্যতম কর্মী জনাব আব্দুছ ছবূর কেন্দ্রীয় নির্দেশনায় সকল স্তরে 'আত-তাহরীক পাঠক ফোরাম' গঠনের গুরুত্ব তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে 'আন্দোলন'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত, **আত-তাহরীক**-এর প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**-এর জন্য দো'আ ও দ্রুত মুক্তি কামনা করা হয়।

সাতক্ষীরা ২৫ ডিসেম্বর মঙ্গলবারঃ অদ্য বাদ এশা 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সাতক্ষীরা যেলার সোনাবাড়িয়া এলাকার রাজপুর শাখার উদ্যোগে স্থানীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে **আত-তাহরীক** পাঠক ও সুধীদের নিয়ে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও সাতক্ষীরা যেলার উপদেষ্টা আলহাজ্জ আব্দুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় ফৎওয়া বোর্ডের অন্যতম সদস্য ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার মুহাদ্দিছ মাওলানা বদীউয্যামান, 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদ'-এর সদস্য ও আল-মারকাযুল ইসলামী নশিপুর, বগুড়ার শিক্ষক মাওলানা আখতার মাদানী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন **আত-তাহরীক**-এর হিসাব রক্ষক ও নওদাপাড়া মাদরাসার শিক্ষক জনাব শামসুল আলম, সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব আব্দুল লতীফ, জনাব আব্দুর রাযযাক, আব্দুছ ছবূর প্রমুখ। অনুষ্ঠানে বক্তাগণ **'আত-তাহরীক'** পাঠের গুরুত্ব তুলে ধরেন ও তাহরীকের প্রচার ও প্রসারে জোরালো ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান। বক্তাগণ দেশের ক্ষমতাসীন সরকারের নিকট বিনা অপরাধে দীর্ঘদিন যাবৎ কারারুদ্ধ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত, মাসিক **'আত-তাহরীক'**-এর প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**-এর নিঃশর্ত মুক্তির জোর দাবী জানান।

মতামত

মতামতের সম্পাদক দায়ী নন

প্রফেসর ইউনুসের নোবেল রহস্য

গত বছরের ১৩ অক্টোবর নোবেল শান্তি পুরষ্কারের জন্য ড. মুহাম্মাদ ইউনুস ও তার প্রতিষ্ঠিত গ্রামীণ ব্যাংকের নাম ঘোষণা করে নোবেল কমিটি। ডঃ ইউনুস চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রফেসর। প্রথম বাংলাদেশী ব্যক্তি হিসাবে ডঃ ইউনুসের নোবেল প্রাপ্তির বিষয়টি এদেশের অধিকাংশ মানুষ সফলতা ও গৌরবের বিষয় হিসাবে দেখছেন। একবার গণহত্যার পৃষ্ঠপোষক হিসাবে নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়েছিল ইসরাঈলের সিমন প্যারেজ। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশও তেমনিভাবে শান্তি পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছিলেন এ বছর। তাই ক্ষমতাধর বুশকে টপকিয়ে ইউনুসের নোবেল ছিনিয়ে আনার বিষয়টি খুব সাধারণ ব্যাপার নয়। ডঃ ইউনুস কাজ করেছেন অর্থনীতিতে, পুরস্কার পেয়েছেন শান্তিতে। তাহ'লে পদার্থ, রসায়ন ও চিকিৎসায় অবদান রেখেও কেউ নোবেল শান্তি পুরস্কার পেতে পারেন এমনটি ধরা যেতে পারে। কারণ এগুলো প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে জাতীয়, সামাজিক ও বৈশ্বিক শান্তির সাথে সম্পর্কিত। এভাবে কি কেউ নোবেল পুরস্কার পেয়েছে?

ড. ইউনুসের গ্রামীণ ব্যাংকের সহযোগী প্রতিষ্ঠান হ'ল গ্রামীণ ফোন। আর গ্রামীণ ফোনের অংশীদার নরওয়েভিত্তিক কোম্পানী 'টেলিনর'। ইউনুসের নোবেল প্রাপ্তির পশ্চাতে টেলিনর কোম্পানীর বড় একটা ভূমিকা আছে বলে মনে করা হয়। ২০০০ সনে টেলিনর ১৪ মিলিয়ন ক্রোনার 'নোবেল পিস সেন্টার'কে চাঁদা দেয়, যখন সেন্টারটি চরম অর্থসংকটে পড়েছিল। এ অর্থ দেয়ার জন্য গ্রামীণ ফোন তার ইকুয়িটি শেয়ারের বড় অংশ টেলিনরকে দিয়েছে। বর্তমানে টেলিনর ও গ্রামীন ফোনের শেয়ারের অনুপাত ৬২ঃ৩৮। এছাড়া নোবেল কমিটির দু'জন সদস্য নরওয়ের দু'টি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর। তারা অনেক দিন থেকে 'টেলিনর ফান্ডেড প্রজেক্ট'-এ গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। ড. ইউনুসের নোবেল প্রাপ্তির পিছনে এ দুই প্রফেসরের জোরালো ভূমিকা থাকতে পারে বলে অনেকের ধারণা।

নোবেল প্রাপ্তির পর কেউ কেউ ডঃ ইউনুসকে শুধুমাত্র বাংলাদেশ নয়; বরং পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সূদখোর মহাজন হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। অনেকে দরিদ্রতম এ দেশের মানুষের উপর সূদের উচ্চহার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। আই.এম.এফ ও বিশ্বব্যাংকের সূদের হার যেখানে ১৭% সেখানে গ্রামীন বাংকের সূদের হার অনেক বেশী।। ক্ষুদ্রঋণের সাহায্যে দারিদ্র বিমোচনের কথা বললেও দরিদ্ররা ঋণচক্রের বেড়াজাল থেকে কেন বেরুতে পারছে না, এ প্রশ্ন এখন বেশ জোরেসোরে উত্থাপিত হচ্ছে। আবার গ্রামীণ ব্যাংক কিভাবে জ্যামিতিক প্রবৃদ্ধির হারে ফুলে-ফেঁপে উঠছে সেটাও ভাববার বিষয়।

একজন দরিদ্র ব্যক্তি গ্রামীণ ব্যাংক থেকে ৫০০ টাকা ঋণ নিয়ে ৫০০ টাকার নোটটি সে জীবনেও চোখে দেখে না। শতকরা ৫ টাকা হারে মোট ২৫ টাকা সূদ কেটে রেখে তাকে ৪৭৫ টাকা দেয়া হয়। এই ৪৭৫ টাকাও তাকে সারা বছরের জন্য দেয়া হয় না। এখান থেকে তাকে প্রতি সপ্তাহে ১০ টাকা কিস্তি, ১ টাকা সঞ্চয় ও ২ টাকা রোগ-শোক খাতে মোট ১৩ টাকা করে ৫০ সপ্তাহে ফেরত দিতে হবে। তবে রোগ-শোক খাতের ২ টাকা বাধ্যতামূলক নয়। তাহ'লে দরিদ্র ব্যক্তিটি হাতে পেল ৪৭৫ টাকা। আর তাকে সপ্তাহান্তে নূন্যতম ১১ টাকা করে কিস্তি দিতে হবে। যার অর্থ গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যকরী সূদের হার ৪৩.৬৩%। অথচ ভুলক্রমে বলা হয় ৩৬%। আর ১৩ টাকা করে কিস্তি দিলে এই হার আরো বাড়বে। কেননা সপ্তাহে ২ টাকায় ঝাড়-ফুঁকের খরচও হবে না। গ্রামীণ ব্যাংক নিজেই বলে থাকে তার সূদের হার ২০%, যা ৫০ সপ্তাহে আদায় করা হয়। অর্থাৎ তার হিসাবেই সূদের হার ২০-৮৭%। গ্রামীণ ব্যাংক কি কোন শর্ত ছাড়াই দরিদ্র ব্যক্তিকে ৫০০ টাকা হারে ঋণ দিয়ে বছর শেষে ৫০০+২০.৮৭×৫=৬০৪.৩৫ টাকা নিতে রাযী হবে? সর্বকালের সর্বোচ্চ সূদ আদায়কারী গ্রামীণ ব্যাংক ভাল করেই জানে যে, কোন পরিশ্রমী পরিবার ১০০ টাকার ধান কিনে তা ভাঙিয়ে যে চাল-কুড়ো পায়, তা বিক্রি করে ১ম সপ্তাহে ১৩৪ টাকা হয়। ২য় সপ্তাহে এই ১৩৪ টাকা ধান ভানার ব্যবসায় বিনিয়োগ করে ১৭৯.৪৬ টাকা পায়। এভাবে ৫২ সপ্তাহ শেষে সেই টাকা প্রায় ৪০.৬৯ কোটি টাকায় উন্নীত হয়। অথচ একেবারে শুরু থেকেই সপ্তাহে সপ্তাহে ফেরত দেয়ার কারণে গ্রামীন ব্যাংকই শুধু জ্যামিতিক প্রবৃদ্ধির হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যদিকে দরিদ্ররা ঋণচক্রের অতল গহ্বর থেকে উঠে আসতে পারছে না।

ক্ষুদ্রঋণের আওতায় নেই বাংলাদেশের এমন কোন শহর বা গ্রাম খুঁজে পাওয়া যাবে না। আর দারিদ্র বিমোচনে নাকি তাদের ব্যাপক সাফল্য। এমনটা দাবী করা হয় তাদের পক্ষ থেকে। কিন্তু পত্রিকার শিরোনামে আমরা দেখি 'মঙ্গায় কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, নীলফামারী, লালমণিরহাট, রংপুরে ৩৩ জন অভাবীর মৃত্যু, ২৯ লাখ মানুষের মানবেতর জীবন-যাপন, ২০ লাখ মানুষের ১ বেলা খাবার জুটে না, ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে খাট বিক্রি করে চাল কিনেছে, উপোস থাকায় ১১ খানা টিন ৬০০ টাকায় বিক্রি করেছে' ইত্যাদি। তাহ'লে তারা কিভাবে দারিদ্র বিমোচন করল? অর্থনীতির যে প্রবৃদ্ধি তা ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের

অবদান, শুধু ক্ষুদ্রঋণের নয়। গ্রামে অনেক মানুষ আছে যারা সহজে ঋণ পেলে তা গ্রহণ করতে আগ্রহ প্রকাশ করে থাকে। এ ঋণ কি কাজে ব্যবহার করবে সেটা চিন্তা না করেই তারা ঋণ গ্রহণ করে থাকে।

দরিদ্র জনগোষ্ঠী ঋণ গ্রহণ করে আয়বর্ধক কাজে বিনিয়োগ কিংবা কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারবে কি-না সেটা ক্ষুদ্র ঋণদাতাদের বিবেচ্য বিষয় নয়। ঋণ আদায়ের হার দিয়ে তারা ক্ষুদ্রঋণের সফলতা পরিমাপ করে। যে এনজিও যত বেশী ঋণ আদায় করতে সক্ষম হয়েছে, সে এনজিও তত বেশী সফল বলে ধরে নেয়া হয়। গ্রামীণ ব্যাংক কি এমন কোন বৃহত্তর এলাকা বা জনগোষ্ঠী দেখাতে পারবে, যেখানে লোকজন দরিদ্র অবস্থায় ঋণ নিয়ে তা ব্যবহার করার পর সচ্ছল হয়ে উঠেছে? এখন আর তাদের ঋণ নিতে হয় না? সেটা না পারলেও দেখাতে পারবে অপরিকল্পিতভাবে গৃহীত ঋণ পরিশোধ করতে গিয়ে ঘরের টিন, ফলবান বৃক্ষ, গৃহপালিত জন্তু, অথবা শেষ সম্বল ভিটে-বাড়ী পর্যন্ত বিক্রি করে আরো নিঃস্ব হয়ে পড়েছে। ঋণভারে জর্জরিত হয়ে কতজন আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। তাই নিকট ভবিষ্যতেই এমন সময় আসবে যে গণমানুষেরা নিজ গরযেই ক্ষুদ্রঋণের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজে নেবে। ক্ষুদ্র ঋণদাতা ভগবানদের বুকে পদাঘাত করতে বাধ্য হবে।

ডঃ ইউনুসের নোবেল পুরস্কারের স্বীকৃতিটা আসলে দারিদ্র বিমোচনের জন্য নয়। 'সুদখোর দ্য গ্রেট' স্বীকৃতিটা আসলে ১৩০ বিলিয়ন মুসলিম অধ্যুষিত ভূ-খণ্ডে সূদভিত্তিক সমাজ কায়েমের জন্য। সূদের শেকড়টা সমাজের গভীরে প্রোথিত করার জন্য। সুদ ধনী-দরিদ্রের মাঝে বৈষম্য সৃষ্টি করে। সূদ মানব রুচিকে বিকৃত করে দেয়। সূদ অর্থনীতির মেরুদণ্ডে সৃষ্ট এমন একটা ক্ষত, যা অহরহ তাকে কুরে কুরে খায়। সর্বপ্রকার সূদকে তাই কুরআন-হাদীছে হারাম ও জঘন্য অপরাধ বলা হয়েছে। সূদের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে পাশ্চাত্য পণ্ডিতরাও স্বীকৃতি দিয়েছেন। সূদের নিশ্চিত ফলাফল হচ্ছে দরিদ্র শ্রেণীর লোককে অচলাবস্থার মধ্যে ফেলে দেয়া।

দুর্ভাগ্য আমাদের! আল্লাহ্র বান্দা পরিচয় দিয়ে গর্ব করলেও আমরা আমাদের সমাজকে সূদের রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত রাখতে পারিনি। এক্ষণে তাই কল্যাণকর সমাজ, অর্থ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সকল বৈষম্য, দারিদ্র ও অর্থনৈতিক অচলাবস্থা দূরীকরণ সহ সামাজিক শান্তি-সমৃদ্ধি আনয়ন ঈমানের অপরিহার্য দাবী। আল্লাহ তা'আলা আমাদের তাওফীক্ব দিন- আমীন!!

** মুহাম্মাদ জাহিদুর রহমান*
সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/১২১)ঃ তাহাজ্জুদের ছালাত কত রাক'আত। এই ছালাত আদায়ের জন্য বিশেষ কোন সূরা আছে কি?

-মূসা
রাণীনগর, নওগাঁ।

উত্তরঃ তাহাজ্জুদের ছালাত ৮ রাক'আত। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রামাযান মাসে হোক বা রামাযানের বাইরে অন্য মাসে হোক রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রাতের ছালাত বিতর সহ ১১ রাক'আত এর বেশী ছিল না *(বুখারী ১/১৫৪; মুসলিম ১/২৫৪)*। রাতের ছালাত বলতে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দু'টাকেই বুঝায়। অর্থাৎ রাতের শেষ অংশে পড়লে 'তাহাজ্জুদ' বলা হয় এবং রামাযান মাসে প্রথম অংশে পড়লে তারাবীহ বলা হয়। তাহাজ্জুদের ছালাত আদায়ের জন্য বিশেষ কোন সূরা নেই। তবে বিতরের ছালাতে প্রথম রাক'আতে সূরা 'আলা' ২য় রাক'আতে সূরা 'কাফেরুন' ও ৩য় রাক'আতে সূরা 'ইখলাছ' পড়া সুন্নাত *(হাকেম ১/৩০৫; আবুদাঊদ, দারেমী, মিশকাত হা/১২৬৯, ১২৭২)*।

প্রশ্নঃ (২/১২২)ঃ মাথায় পাগড়ি পরিধান করা কি সুন্নাত?

-ডাঃ মুহাম্মাদ আলী
পল্লীমহল ক্লিনিক
ঘোনা বাজার, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন মক্কায় প্রবেশ করেন তখন কালো রঙের পাগড়ি পরিধান করে প্রবেশ করেছিলেন এবং পাগড়ির দুই মাথা কাঁধের উপরে ঝুলানো ছিল *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৪১০)*। উল্লেখ্য যে, পাগড়ি পরিধান করা 'সুনানুল যাওয়ায়েদ' বা অভ্যাসগত সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত, 'সুনানুল হুদা'-এর অন্তর্ভুক্ত নয়। উল্লেখ্য, পাগড়ি পরার ফযীলত সম্পর্কিত বর্ণনা সমূহ জাল *(সিলসিলা যঈফাহ হা/১২৭, ১২৮ ও ১২৯)*।

প্রশ্নঃ (৩/১২৩)ঃ বর্তমানে অধিকাংশ পরিবারে দেখা যায় গৃহবধূরা দেবর বা ভাশুরের সাথে পর্দাহীন কথাবার্তা বলে থাকে। তারা পর্দার প্রয়োজনীয়তাই অনুভব করে না। অভিভাবকরাও মেনে নেয়। এ ধরনের খোলামেলা আলাপ করা কি জায়েয?

-শাহীনুর রহমান
বাঁশদহা বাজার, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ দেবর-ভাশুর যেহেতু মাহরামের অন্তর্ভুক্ত নয় তাই তাদের সাথেও পর্দা করতে হবে। সূরা নূরের ৩১ নম্বর আয়াতে বর্ণিত পুরুষগণ ব্যতীত সবাই গায়রে মাহরামের অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া দেবরকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মৃত্যুর সাথেও তুলনা করেছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩১০২)*। সুতরাং দেবর বা ভাশুরের সাথে পর্দাহীন চলাফেরা ও আলাপ-আলোচনা করা শরী'আত সম্মত নয়।

প্রশ্নঃ (৪/১২৪)ঃ সূরা নাহলের ৯৭ নং আয়াতে 'হায়াতুন ত্বাইয়িবাহ' দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে?

-মাহবূবুল হক্ব
প্রাণিবিদ্যা বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ উক্ত আয়াতে 'হায়াতুন ত্বাইয়িবাহ' দ্বারা প্রকৃত সুখ-শান্তিকে বুঝানো হয়েছে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, উহা হালাল-পবিত্র জীবিকা। কেউ বলেন, ধৈর্য, জান্নাত। দুনিয়াতে ইবাদত করা এবং আনুগত্য এবং উৎফুল্লতার সাথে আমল করা। মূলতঃ উপরের সবগুলিই 'হায়াতে ত্বাইয়িবাহ'-এর অন্তর্ভুক্ত *(তাফসীরে ইবনে কাছীর ৮/৩৫২)*।

প্রশ্নঃ (৫/১২৫)ঃ কুকুর পোষা যায় কি? পোষা কুকুর বাড়ীতে রাখা যায় কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-নাহিদা আখতার
নিউ ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী।

উত্তরঃ শিকারী কুকুর পোষা যায় এবং পাহারা বা শিকারের উদ্দেশ্যে কুকুর রাখাও যায়। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি গবাদি পশু পাহারাদানকারী কিংবা শিকারী কুকুর ছাড়া অন্য কুকুর পোষে প্রতিদিন তার আমলনামা হ'তে দুই ক্বীরাত পরিমাণ নেকী কমে যায়' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪০৯৮)*। অপর বর্ণনায় আছে, 'যে ব্যক্তি গবাদি পশু পাহারাদানকারী, শিকারের জন্য নিয়োজিত অথবা ক্ষেত-খামারের রক্ষণাবেক্ষণকারী কুকুর ব্যতীত অন্য কোন কুকুর পোষে, প্রতিদিন তার আমলের ছওয়াব হ'তে এক ক্বীরাত পরিমাণ নেকী কমে যায়' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪০৯৯)*।

প্রশ্নঃ (৬/১২৬)ঃ হজ্জে যাওয়ার জন্য যদি দুই লক্ষ টাকা জমা রাখা হয় এবং যাওয়ার পূর্বে এক বছর পূর্ণ হয়ে যায় তাহ'লে সেই টাকার যাকাত দিতে হবে কি?

-কামরুল হাসান
দুবলাই, কাযীপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ জমাকৃত টাকা হজ্জের জন্য হোক বা অন্য কাজের জন্য হোক যদি এক বছর অতিক্রম করে তাহ'লে সে টাকার যাকাত দিতে হবে *(ফাতাওয়া আরকানিল ইসলাম, পৃঃ ৪২১)*। আলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'এক বছর অতিক্রম না হওয়া পর্যন্ত কোন সম্পদের যাকাত নেই' *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/১৫৭৩)*।

প্রশ্নঃ (৭/১২৭)ঃ প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে বা মেয়ের পসন্দ নয় এমন ছেলে বা মেয়ের সাথে তাদের পিতা-মাতা কিংবা অভিভাবক বিবাহ দিতে পারে কি?

-ছালাহুদ্দীন
হড়গ্রাম, শেখপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে বা মেয়ের অনুমতি ব্যতীত তাদের অভিভাবক তাদের বিয়ে দিতে পারে না। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'বালেগা বিবাহিতা নারীকে বিবাহ দেওয়া যাবে না তার পরামর্শ ব্যতীত। অনুরূপ বালেগা কুমারীকেও বিবাহ দেওয়া যাবে না তার অনুমতি ব্যতীত। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! তার অনুমতি কিরূপে বুঝা যাবে? তিনি বললেন, চুপ থাকাই তার অনুমতি' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩১২৬)*। আর ছেলেদের বিবাহের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের পসন্দমত মেয়েদের বিবাহ করতে বলেছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৯৮)*। তাই ছেলে নিজেই মেয়েকে পসন্দ করবে। তবে অভিভাবক হিসাবে পিতাকে দায়িত্ব দিতে পারে।

প্রশ্নঃ (৮/১২৮)ঃ লোক মুখে শুনেছি যে, মরা চাউলের ভাত খাওয়া মাকরূহ এবং এরূপ সাতটি ভাত খাওয়া হারাম? এর কোন ভিত্তি আছে কি?

-নাছরুল্লাহ
কাঠিগ্রাম, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ মরা চাউলের ভাত খাওয়া মাকরূহ এবং এরূপ সাতটি ভাত খাওয়া হারাম একথার কোন ভিত্তি নেই। রুচিসম্মত হ'লে খেতে পারে। আর যদি রুচিসম্মত না হয় তাহ'লে খাবে না। এতে কোন অসুবিধা নেই।

প্রশ্নঃ (৯/১২৯)ঃ মেয়েদের ভ্রুর চুল উঠিয়ে সরু করা এবং চুল কেটে ছোট করা যাবে কি?

-নাজমুন্নাহার
নিউ ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী।

উত্তরঃ মেয়েদের ভ্রুর পশম উঠিয়ে সরু করা এবং মাথার চুল কেটে পুরুষের সাদৃশ্য করা শরী'আতে নিষিদ্ধ। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, ঐ নারীর উপর অভিশাপ, যে অন্য নারীর ভ্রু উপড়ায় অথবা নিজের ভ্রু উপড়ায় *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৪৬৮; ছহীহ আবুদাঊদ ৪১৭০)*। অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহর লা'নত ঐ সকল নারীদের উপর, যারা পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বন করে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৪২৯)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরও বলেন, 'যারা অমুসলিমদের সাদৃশ্য ধারণ করে তারা তাদের অন্তর্ভুক্ত' *(আহমাদ, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৩৪৭)*।

প্রশ্নঃ (১০/১৩০)ঃ জানাযার ছালাতে প্রতি তাকবীরে হাত উঠাতে হবে মর্মে দলীল জানিয়ে বাধিত করবেন।

-কাযী সাঈদুর রহমান
বামনভাঙ্গা, রূপসা, খুলনা।

উত্তরঃ জানাযার ছালাতে প্রতি তাকবীরে হাত উঠাতে হবে মর্মে মওকূফ সূত্রে ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। ইবনু ওমর, আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবী প্রত্যেক তাকবীরেই হাত উঠাতেন *(বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা ৪/৪৪; যাদুল মা'আদ ১/৪৯২পৃঃ টীকা সহ দ্রঃ)*। উল্লেখ্য, কূফাবাসী সহ কতিপয় বিদ্বান ব্যতীত সকলেই প্রত্যেক তাকবীরেই হাত উঠাতেন *(যাদুল মা'আদ ১/৪৯২)*।

প্রশ্নঃ (১১/১৩১)ঃ অনেক জায়গায় দেখা যায় একজন জুম'আর খুৎবা দেন অন্য আরেকজন ছালাত আদায় করান। এটা কি সুন্নাত সম্মত?

-আব্দুল জাব্বার
সোনাবাড়িয়া, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ সুন্নাত হ'ল যিনি খুৎবা দিবেন তিনিই ছালাতের ইমামতি করবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এটাই নিয়মিত করেছেন। তাঁর পরে খুলাফায়ে রাশেদীনও এমনটিই করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা ছালাত আদায় করো অনুরূপভাবে যেভাবে আমাকে ছালাত আদায় করতে দেখছ' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬৮৩)*। উল্লেখ্য, একজন খুৎবা প্রদান ও অন্যজনের ইমামতিতে ছালাত হ'লেও তা খেলাফে সুন্নাত হবে।

প্রশ্নঃ (১২/১৩২)ঃ একটি পত্রিকা থেকে জেনেছি যে, ইমাম মাহদী অপরিচিত বেশে আবির্ভূত হবেন। প্রশ্ন হ'ল, কিভাবে পৃথিবীতে আসবেন? তার চরিত্রের সাথে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চরিত্রের হুবহু মিল থাকবে কি? এ সম্পর্কে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ফারজানা আক্তার শিলা
আখড়াখোলা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ ইমাম মাহদী অপরিচিত হয়ে আসবেন উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইমাম মাহদীর নিদর্শন সম্পর্কে বলেছেন, 'আমার বংশ অথবা আমার পরিবার থেকে একজন ব্যক্তিকে পাঠানো হবে যার নাম হবে আমার নামে এবং তার পিতার নাম হবে আমার পিতার নামে'। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, 'পৃথিবী যেমন অত্যাচার ও যুলুমে পরিপূর্ণ ছিল তেমনি তিনি পৃথিবীতে ন্যায় ও ইনছাফে

পরিপূর্ণ করে দিবেন' *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/৪২৮২)*। অপর হাদীছে আছে, মাহদী হবেন ফাতেমা (রাঃ)-এর বংশের *(ছহীহ আবুদাঊদ ৪২৮৪)*। তাঁর আকৃতি বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তার কপাল হবে প্রশস্ত এবং নাক হবে উঁচু এবং তিনি সাত বছর শাসন ক্ষমতার মালিক থাকবেন' *(ছহীহ আবুদাঊদ, সনদ হাসান হা/৪২৮৫)*। সুতরাং ইমাম মাহদী অপরিচিত নন বরং তিনি হবেন সমধিক পরিচিত ব্যক্তি। *(এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা দেখুনঃ দরসে হাদীছ 'ইমাম মাহদীর আগমন' আত-তাহরীক জানুয়ারী '০৩, ৫ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা)*।

প্রশ্নঃ (১৩/১৩৩)ঃ আযানের সময় 'আল্লাহু আকবার' শব্দগুলি মিলিয়ে পড়তে হবে, না আলাদাভাবে পড়তে হবে? মিলিয়ে পড়তে গিয়ে কেউ 'রা' এর উপর 'যবর' দিয়ে বলে আবার কেউ 'পেশ' দিয়ে বলে। কোন্টি সঠিক?

-হাবীবুল্লাহ
যায়েদ টাউন মসজিদ, গেট নং ০৩
রোড নং ২০০৬, ব্লক নং ৭২০, বাহরাইন।

উত্তরঃ 'আল্লাহু আকবার' 'আল্লাহু আকবার' বাক্যগুলি পৃথক পৃথকভাবে ওয়াক্ফ সহকারে পড়া যায়। আবার শেষ বর্ণে হরকত সহকারেও পড়া যায়। এক্ষেত্রে 'রা' বর্ণে পেশ দিয়ে পড়তে হবে। অর্থাৎ 'আল্লাহু আকবারুল্লাহু আকবার'। কারণ 'আল্লাহ' শব্দের হামযাহটি হামযায়ে আছলী যা আগের শব্দের সাথে মিলিয়ে পড়ার সময় উচ্চারণ হয় না। এটি হামযায়ে ক্বাত্বঈ নয়। তবে কোনভাবেই 'রা' বর্ণে যবর দিয়ে পড়া যাবে না।

প্রশ্নঃ (১৪/১৩৪)ঃ শারঈ বিধান মতে মসজিদে সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ কয়টি দরজা রাখা যায় এবং কোন দিকে দরজা রাখতে হয়। এ সম্পর্কে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ তায়েজুদ্দীন মণ্ডল
আমাইল, বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ মসজিদে প্রবেশের জন্য প্রয়োজনানুপাতে যতটি ইচ্ছা ততটি দরজা রাখা যায়। এতে শারঈ কোন বাধ্যবাধকতা ও নির্দেশনা নেই। অনুরূপভাবে মসজিদের দরজাও সুবিধামত দিকে রাখা যায়। পূর্বদিকে দরজা রাখতেই হবে এমন ধারণা সঠিক নয়।

প্রশ্নঃ (১৫/১৩৫)ঃ প্রথম ও দ্বিতীয় খুৎবা শেষে 'ছাদাক্বাল্লাহুল আযীম' বলা যাবে কি?

-নূর ইসলাম সরকার
মথুরা, পবা, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত মর্মে কোন দলীল পাওয়া যায় না। অনুরূপ দ্বিতীয় খুৎবা শেষ করার কোন নির্ধারিত বাক্যও স্পষ্টভাবে পাওয়া যায় না। তবে আল্লাহ্র যিকির ও দরূদ দ্বারা শেষ করা যায় (ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ৮/২৪৭)। জুম'আর দ্বিতীয় খুৎবায় খত্বীব হামদ ও দরূদ সহ সকল মুসলমানের জন্য দো'আ করবেন এবং মুক্তাদীগণ দো'আয় আমীন আমীন বলতে পারবেন (ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা (সঊদী আরব) ৮/২৩৩; মাসিক আত-তাহরীক মার্চ'০৭)।

প্রশ্নঃ (১৬/১৩৬)ঃ কাফেররা হাঁচি দিলে يَرْحَمُكَ الله বলা যাবে কি?

-মনীরুল ইসলাম
বাউসা হেদাতীপাড়া, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তরঃ কাফেররা হাঁচি দিলে يَرْحَمُكَ الله বলা যাবে না। বরং يَهْدِيْكُمَ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ ইয়াহদীকুমুল্লাহ ওয়া ইউছলিহু বা-লাকুম। অর্থঃ 'আল্লাহ তোমাদের হেদায়াত দান করুন এবং তোমাদের অবস্থা ভাল রাখুন' বলতে হবে। আবু মূসা (রাঃ) বলেন, ইহুদীরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট হাঁচি দিত এই আশায় যে, তিনি তাদের জন্য يرحمك الله বলবেন। কিন্তু তিনি বলতেন يهديكم الله ويصلح بالكم *(আদাবুল মুফরাদ, পৃঃ ৪০৫, হা/১১১৪, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্নঃ (১৭/১৩৭)ঃ কেউ যদি হারাম উপার্জন করে তাহ'লে জেনে-শুনে তার বাড়ীতে দাওয়াত খাওয়া যাবে কি?

-শারমিন বিনতে শামসুল আলম
মাড়িয়া মহাবিদ্যালয়, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ কেউ হারাম উপার্জন করলে জেনে-শুনে তার বাড়ীতে দাওয়াত খাওয়া থেকে বিরত থাকাই উচিত। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আমার দেওয়া পাক-পবিত্র হালাল রিযিক হ'তে খাও' *(বাক্বারাহ ১৭২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা পবিত্র। তিনি পবিত্র বস্তু ছাড়া অন্য কিছু কবুল করেন না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬০)*।

প্রশ্নঃ (১৮/১৩৮)ঃ আমি বিয়ে করেছি এবং আমার পরিবারের সাথেই আছি। কিন্তু আমার পিতা হারাম খাচ্ছেন। আমার পক্ষে ঐ হারাম খাওয়া জায়েয হবে কি?

- সেলিম রেযা
দৌলতপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ উপার্জন হারাম হ'লে আল্লাহ তা'আলা ইবাদত কবুল করবেন না। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা পবিত্র, তিনি পবিত্র বস্তু ছাড়া অন্য কিছু কবুল করেন না। আল্লাহ তা'আলা রাসূলগণকে যে আদেশ দিয়েছেন মুমিনগণকেও সে আদেশ দিয়েছেন। যেমন রাসূলগণকে বলেছেন, 'হে রাসূলগণ! আপনারা পবিত্র হালাল রূযী খান এবং নেক আমল করুন' *(মুমিনূন ৫১)*। মুমিনগণকে বলেছেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা আমার দেওয়া পবিত্র রিযিক হ'তে খাও' *(বাক্বারাহ ১৭২)*। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উল্লেখ করলেন, 'এক ব্যক্তি দূর-দূরান্তে সফর করছে। তার

মাথার চুল এলোমেলো, শরীরে ধূলা-বালি, এমন অবস্থায় সে উভয় হাত আসমানের দিকে উঠিয়ে কাতর স্বরে হে প্রভু! হে প্রভু!! বলে ডাকছে। কিন্তু তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, পরিধেয় বস্ত্র হারাম এবং হারাম দ্বারাই বেষ্টিত। এই ব্যক্তির দো'আ কিভাবে কবুল হ'তে পারে? *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬০)*। সুতরাং হারাম খাওয়া যাবে না। তাই পিতাকে প্রাথমিকভাবে হারাম ছাড়ার অনুরোধ করতে হবে। তা না হ'লে পৃথক হয়ে হালাল রূযী খাওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

প্রশ্নঃ (১৯/১৩৯)ঃ 'মীলাদে মোস্তফা' নামক বইয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) গায়েব জানতেন মর্মে সূরা জিনের ২৬ ও ২৭ নং আয়াতের দলীল দেয়া হয়েছে। যেমন 'তিনি অদৃশ্যের অধিকারী। তিনি অদৃশ্যের বিষয় কারো কাছে প্রকাশ করেন না তাঁর মনোনীত রাসূল ব্যতীত। তখন তিনি তার অগ্রে ও পশ্চাতে প্রহরী নিযুক্ত করেন'। প্রশ্ন হ'ল- আসলেই কী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) গায়েব জানতেন?

-আবুল হোসাইন
উত্তর নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) গায়েব জানতেন উক্ত আয়াত দ্বারা তা প্রমাণিত হয় না; বরং তিনি গায়েব জানতেন না এটাই প্রমাণিত হয়। কেননা উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ তাঁর রাসূল (ছাঃ)-কে গায়েবের যতটুকু জানাতেন তিনি শুধু ততটুকুই জানতেন। মূল কথা হ'ল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) গায়েব জানতেন না। কারণ একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ গায়েব জানে না। আল্লাহু তা'আলা বলেন, 'গায়েবের চাবিকাঠি তাঁর কাছে। তিনি ব্যতীত উহা কেউ জানে না' *(আন'আম ৫৯)*। অপর আয়াতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বক্তব্য এসেছে, 'যদি আমি গায়েব জানতাম তাহ'লে আমি অনেক কল্যাণের অধিকারী হ'তাম এবং অকল্যাণ আমাকে স্পর্শ করত না' *(আ'রাফ ১৮৮)*। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে রাসূল! আপনি বলুন, আমি তোমাদের একথা বলি না যে, আল্লাহ্‌র ভাণ্ডার আমার নিকট আছে। আমি গায়েব বা অদৃশ্য বিষয়ও অবগত নই' *(আন'আম ৫০)*। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আপনি বলুন! আল্লাহ ব্যতীত আসমান এবং যমীনের কেউ গায়েব জানে না' *(নামল ৬৫)*।

মূলতঃ প্রশ্নে উল্লিখিত আয়াতের মর্মার্থ এই যে, রিসালাতের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ছিল গায়েবের বিষয়ে ততটুকু আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে অহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন।

প্রশ্নঃ (২০/১৪০)ঃ চতুষ্পদ প্রাণীর নাম রাখা যায় কি?

-আব্দুল্লাহ
নীচা বাজার, নাটোর।

উত্তরঃ চতুষ্পদ প্রাণীর নাম রাখা যায়। মু'আয (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে সওয়ারীতে ছিলাম। তার সওয়ারীর নাম ছিল 'উফায়ের' *(আবুদাঊদ, হা/২৫৫৯)*। এছাড়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উটনীর নাম ছিল 'ক্বাছওয়া' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৫৫৫)*।

প্রশ্নঃ (২১/১৪১)ঃ মানুষের মৃত্যু কখন হবে তা ফেরেশতারা জানে ন কি?

-আমানুল্লাহ
কাকিয়ারচর, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ মানুষের মৃত্যু কখন হবে তা আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কেউ জানে না। এমনকি ফেরেশতারাও জানে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র কাছেই ক্বিয়ামতের জ্ঞান আছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং গর্ভাশয়ে যা থাকে, তিনি তা জানেন। কেউ জানে না আগামীকল্য সে কী উপার্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন দেশে সে মৃত্যুবরণ করবে' *(লোকমান ৩৪)*।

প্রশ্নঃ (২২/১৪২)ঃ অবৈধ মিলনের মাধ্যমে জনৈক মেয়ে গর্ভবতী হয়। বিষয়টি জানাজানি হ'লে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বেই তাদের বিয়ে দেওয়া হয়। প্রশ্ন হ'ল, এক্ষণে উক্ত সন্তান কি বৈধ হবে?

-নাছরুল্লাহ
কাঠিগ্রাম, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ উক্ত সন্তান বৈধ হবে না। বরং জারজ সন্তান বলে গণ্য হবে এবং সে পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে না। তবে মায়ের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৩৭২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কোন ব্যক্তি স্বাধীন মহিলার সাথে যিনা করলে এবং অবৈধভাবে সন্তান জন্ম নিলে ঐ সন্তান নিজেও উত্তরাধিকারী হবে না এবং ঐ সন্তানের সম্পদেও (মা ব্যতীত) অন্য কেউ উত্তরাধিকারী হবে না' *(তিরমিযী হা/২৭৪৫; আবুদাঊদ ১৯৫৯-৬০)*।

প্রশ্নঃ (২৩/১৪৩)ঃ জনৈক ব্যক্তি একটি গরু কুরবানী করার জন্য নিয়ত করে। কিন্তু হঠাৎ করে গরুটি অসুস্থ হয়ে পড়ায় যবেহ করে অল্প দামে গোশত বিক্রি করা হয়। এখন ঐ টাকা দিয়ে গরু কেনা সম্ভব নয়। তাহ'লে ঐ টাকা দিয়ে ছাগল কুরবানী করা যাবে কি?

-ওবায়দুল্লাহ
বাউসা হেদাতিপাড়া, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত টাকা দিয়ে ছাগল কুরবানী করা যাবে। তার সাথে টাকা বৃদ্ধি করেও কুরবানী করা যাবে। তবে পোষা বা খরিদ করা কোন পশুকে কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট করলে ও সেই মর্মে ঘোষণা দিলে সম্ভবপর তা আর বদল না করা উচিত। অবশ্য যদি নির্দিষ্ট না করা থাকে, তবে তার বদলে উত্তম পশু কুরবানী দেওয়া যাবে *(মির'আতুল মাফাতীহ ৫/৯৯)*।

প্রশ্নঃ (২৪/১৪৪)ঃ আমি একজন ফটোগ্রাফী ও ভিডিওগ্রাফী সাংবাদিক। তাই অনেক সময় ডিজিটাল ও ভিডিও ক্যামেরায় ছবি কিংবা ঘটনার আলোকচিত্র তুলতে হয়। উহা পকেটে নিয়ে ছালাত আদায় করলে ছালাত হবে কি?

-মাহফূযুল হক
ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

উত্তরঃ উক্ত জিনিসগুলো আধুনিক যন্ত্রের শামিল। যা সঙ্গে নিয়ে ছালাত আদায় করা যায়।

প্রশ্নঃ (২৫/১৪৫)ঃ জনৈক বক্তা বলেন, কোন হক্কানী আলেম বা পীর কোন এলাকায় গেলে ৪০ দিন ঐ এলাকায় কবরের আযাব বন্ধ থাকে। কথাটির সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মনীরুযযামান
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ উক্ত মর্মে বর্ণিত কথাটি মিথ্যা ও ভিত্তিহীন *(সিলসিলা যঈফা হা/৪১৯)*।

প্রশ্নঃ (২৬/১৪৬)ঃ লাইলাতুল ক্বদরের লক্ষণ কী কী? ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুর রাযযাক
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) লাইলাতুল ক্বদরের আলামত বা নিদর্শন সম্পর্কে বলেছেন, ক্বদরের রাত্রির পরের দিন সকালে সূর্য উঠবে কিন্তু তার কিরণ থাকবে না *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৮৮)*।

প্রশ্নঃ (২৭/১৪৭)ঃ ত্যাজ্যপুত্র করা কি জায়েয?

-মাসরেকা সরকার
ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

উত্তরঃ শরী'আতে ত্যাজ্যপুত্র করার কোন বিধান নেই। কোন পিতা তার সন্তানকে ত্যাজ্যপুত্র করতে পারে না। কেননা পিতার ত্যাজ্যপুত্র করার অধিকার নেই। যদি কোন পিতা এরূপ করে তাহ'লে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। সন্তান অন্যায় করলে তাকে অন্যায়ের শাস্তি প্রদান করতে হবে। তবে তার অন্যায়ের কারণে সম্পদ থেকে তাকে বঞ্চিত করা অন্যায়। সন্তানদের মাঝে স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বন্টনের ক্ষেত্রে কম বেশী করলে তাদের মাঝে শত্রুতা সৃষ্টি হয় এবং আত্মীয়তা ছিন্ন হয়। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা সন্তানদের মাঝে সম্পদ সমানভাবে বন্টন কর' *(ত্বাবারাণী, বায়হাক্বী সনদ হাসান, ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৩১৮)*। নু'মান বিন বাশীর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে কিছু প্রদান করলে আমার মা তাকে বললেন, এ ব্যাপারে আপনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সাক্ষী বানান। তখন সে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট গিয়ে এটা ব্যক্ত করলে তিনি বললেন, তোমার অন্য সন্তানদের কি এরূপ সম্পদ প্রদান করেছ? সে বলল, না। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তাহ'লে আমি এর সাক্ষী হ'তে পারব না *(আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ হা/৩৫৪২; ফিক্বহুস সুন্নাহ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩১৮)*।

প্রশ্নঃ (২৮/১৪৮)ঃ যে ব্যক্তির সব সময় পেশাব পড়তে থাকে তার ইমামতি করা ঠিক হবে কি।

-আফতাবুযযামান শরীফ
ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

উত্তরঃ উক্ত ব্যক্তির নিজের ছালাত হয়ে যাবে। তবে তার ইমামতিতে অন্যদের ছালাত বিশুদ্ধ হওয়া নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। প্রাধান্যযোগ্য মত হ'ল তার ইমামতিতে অন্যদের ছালাত হয়ে যাবে। তবে উত্তম মত বলে, তাকে ছাড়া অন্যদের দিয়ে ছালাত আদায় করানো *(ফাতাওয়া লাজনাতুদ দায়েমা ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৩৯৩)*। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা তোমাদের সাধ্যানুযায়ী আল্লাহকে ভয় করো' *(তাগাবুন ১৬)*। তিনি আরো বলেন, 'আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না' *(বাক্বারাহ ২৮৬)*।

প্রশ্নঃ (২৯/১৪৯)ঃ নিছাব পরিমাণ সম্পদ থাকা সত্ত্বেও যদি কোন ব্যক্তি যাকাত ও ওশর না দেয় এবং সেই অর্থ দিয়ে মুছল্লীদেরকে ইফতার করায় তাহ'লে তার ইফতারী গ্রহণ করা যাবে কি?

-সারোয়ার জাহান
সুন্দরপুর, পবা, রাজশাহী।

উত্তরঃ যাকাত ইসলামের ৫টি স্তম্ভের অন্যতম একটি স্তম্ভ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা ছালাত প্রতিষ্ঠা কর এবং যাকাত আদায় কর' *(বাক্বারাহ ৪৩)*। যাকাত সম্পদকে পবিত্র করে এবং বরকতময় করে। যে মালের যাকাত ফরয হয় তার যাকাত প্রদান না করা হ'লে তাতে অপবিত্র মিশ্রিত হয়। মহান আল্লাহ বলেন, 'তাদের মালামাল থেকে যাকাত গ্রহণ কর যাতে এর মাধ্যমে তুমি সেগুলিকে পবিত্র করতে এবং বরকতময় করতে পার' *(তওবাহ ১০৩)*।

নিছাব পরিমাণ সম্পদ থাকা সত্ত্বেও কেউ যদি যাকাত না দেয় এবং এই মাল দ্বারা ইফতারের ব্যবস্থা করে তাহ'লে তা বর্জন করাই উচিত। কারণ এই মালের যাকাত প্রদান না করার কারণে তাতে অপবিত্র মিশ্রিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু আহার কর, যেগুলি আমি তোমাদেরকে রূযী হিসাবে দান করেছি' *(বাক্বারাহ ১৭২)*।

প্রশ্নঃ (৩০/১৫০)ঃ মসজিদে ক্বিবলার দিকে পা রেখে বসা বা শয়ন করা যাবে কি?

-এরশাদ
বিশেহারা, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ মসজিদের ভিতরে হোক বা অন্য কোন জায়গায় হোক ক্বিবলার দিকে পা বিছিয়ে দেওয়াতে কোন শারঈ বাধা নেই। এমনকি মসজিদে খাওয়া-দাওয়া এবং ঘুমানোতেও কোন অসুবিধা নেই। তবে মসজিদের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে *(ফাতাওয়া লাজনাতুদ দায়েমাহ ৬/২৯২)*।

প্রশ্নঃ (৩১/১৫১)ঃ আদম ও হাওয়া (আঃ)-কে সৃষ্টি করতে কতদিন সময় লেগেছিল? তারা কতদিন জান্নাতে ছিলেন, দুনিয়াতে কোন স্থানে তাদের অবতরণ করানো হয়েছিল, তারা কত বছর জীবিত ছিলেন, তাদের মধ্যে কে আগে মারা গিয়েছিলেন, তাদের ছেলে মেয়ের সংখ্যা কত ছিল? তা কি ১২০ হাত লম্বা ছিলেন এবং তাদের উপর ছালাত ফরয ছিল কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আবুল হুসাইন মিয়া
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিঃ
মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।

উত্তরঃ আদম (আঃ)-কে ছূরাত দান করার পূর্বে খামীর অবস্থায় ৪০ দিন রাখা হয়েছিল। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আদম (আঃ)-কে রূহবিহীন শারীরিক কাঠামো অবস্থায় ৪০ রাত রেখেছিলেন। সুদ্দী বর্ণনা করেন, আদম (আঃ)-কে আল্লাহ তা'আলা কাদা ও পানির মাঝে ৪০ বছর রেখেছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস বলেন, পরকালের অর্ধদিন অর্থাৎ দুনিয়ার ৫০০ বছর।

আবুল আলিয়া বলেন, জান্নাতে তারা অবস্থান করেছিলেন পাঁচ ঘন্টা। অন্যত্র আছে, ৪৩ বছর ৪ মাস। হাসান বাছরী বলেন, দুনিয়ার ১৪০ বছরের মত তারা অবস্থান করেছিলেন। তাদের অবতরণ সম্পর্কে আলী ইবনু আবী ত্বালিব, ইবনু আব্বাস, ক্বাতাদাহ এবং আবুল আলিয়া বলেন, আদম (আঃ) ভারতে নওদ পাহাড়ে অবতরণ করেছিলেন এবং হাওয়া (আঃ) মক্কার জেদ্দায় অবতরণ করেছিলেন *(আল-মুনতাযাম পৃঃ ২০০-২০৮)*। দু'জনের মধ্যে আদম (আঃ) আগে মারা যান তার এক বছর পর হাওয়া মারা যান *(আল-বিদাইয়া ওয়ান নিহাইয়া, পৃঃ ৯২)*। কারো মতে তাদের ছেলে মেয়ের সংখ্যা ৪০ হাযার *(ঐ, পৃঃ ২২৮)*। ইবনু কাছীর বলেন, তাদের ছেলে মেয়ের সংখ্যা ছিল চার লাখ *(পৃঃ ৮৯)*। আদম (আঃ) ৬০ গজ অর্থাৎ ১২০ হাত লম্বা ছিলেন *(মুত্তাফাক্ব আলাই, মিশকাত হা/৪৬২৮ ফাৎহুল বারী হা/৩৩২৬ এর ব্যাখ্যা দ্রঃ ৬/৪১৯-২০)*। তবে হাওয়া (আঃ)-এর দৈর্ঘ্যতা সম্পর্কে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। উল্লেখ্য যে, শেষোক্ত হাদীছটি ব্যতীত উপরোক্ত কথাগুলির বিশুদ্ধতা সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। এগুলি ঐতিহাসিক বর্ণনা মাত্র।

প্রশ্নঃ (৩২/১৫২)ঃ বিবাহ পড়ানোর পদ্ধতি জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আবুল কাশেম (আকাশ)
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ বিবাহের বৈঠকে বর, মেয়ে পক্ষের ওলী বা অভিভাবক যিনি মেয়ের বিয়ের কথা বরের সামনে উল্লেখ করবেন। সেই সাথে বৈঠকে দু'জন সাক্ষী উপস্থিত থাকার মাধ্যমে বিবাহ সংঘটিত হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ওলী ব্যতীত বিবাহ হয় না' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩১৩০)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, দু'জন সাক্ষী ও একজন বিবেকবান ওলী ব্যতীত বিবাহ হয় না *(মাওকূফ ছহীহ, ইরওয়াউল গালীল হা/১৮৪৪)*। বিবাহের বৈঠকে ওলী বা কোন ব্যক্তি প্রথমে খুৎবাহ পড়বেন। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের দু'টি তাশাহহুদ শেখাতেন। একটি ছালাতে অপরটি প্রয়োজনীয় কাজে বলার জন্য। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, বিবাহে ও অন্যান্য প্রয়োজনে তিনি প্রথমে বলতেন,

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللّهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِىَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّهُ وَأَشْهَدُ أن مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ،

তারপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পবিত্র কুরআনের ৪টি আয়াত পাঠ করতেন। আলে ইমরান ১৩২, নিসা ১ এবং আহযাব ৭০-৭১। অতঃপর তিনি প্রয়োজনীয় কথা বলতেন *(আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৩১৪৯, 'বিবাহের সংবাদ, খুৎবা ও শর্ত' অনুচ্ছেদ)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রথমে খুৎবাহ, অতঃপর প্রয়োজনীয় কথা বলতে হবে। খুৎবার পরে কিছু প্রয়োজনীয় কথা বলতেন অর্থাৎ বিবাহ সংক্রান্ত কথা। যেমন মেয়ের পিতা অথবা অভিভাবক মেয়ের পক্ষ থেকে বলবেন, আমার মেয়ে এত মোহরের বিনিময়ে তোমার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে রাযী। তুমি তাকে স্ত্রী হিসাবে কবুল কর। তখন বর বলবে, আমি কবুল করলাম। বরের এই বাক্য ২ জন সাক্ষী শুনবেন। অর্থাৎ ওলী মেয়েকে ছেলের নিকট সমর্পণ করবেন। ওলীর কথার উত্তরে বর 'ক্বাবিলতু' (আমি কবুল করলাম) বলবে *(ছহীহ বুখারী হা/৫১২২ ও ৫১৪১; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১ম খণ্ড ৩৩ পৃঃ)*। অতঃপর ওলী সহ অন্যরা তাদের মঙ্গলের জন্য নিম্নের দো'আ পাঠ করবে। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) কোন ব্যক্তির বিবাহ সম্পাদন কালে বলতেন-

بَارَكَ اللّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكُمَا وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِىْ خَيْرٍ،

(বা-রাকাল্লা-হু লাকা ওয়া বা-রাকা আলাইকুমা ওয়া জামা'আ বায়নাকুমা ফি খয়রিন)। অর্থঃ 'আল্লাহ তোমাকে বরকত দান করুন ও তোমাদের উভয়কে বরকত দান করুন। তিনি তোমাদের উভয়ের মাঝে দাম্পত্য মিলন কল্যাণমণ্ডিত করুন' *(আহমাদ, মিশকাত হা/২৪৪৫)*।

উল্লেখ্য যে, মেয়ের নিকট গিয়ে মেয়েকে কবুল করানোর প্রচলিত প্রথা ঠিক নয়। কারণ মেয়ের পক্ষ থেকে ওলীই যথেষ্ট। উম্মে হাবীবা (রাঃ)-কে যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিবাহ করেছিলেন তখন উম্মে হাবীবা (রাঃ) ছিলেন হাবশায়। আর নবী করীম (ছাঃ) ছিলেন মদীনায় *(মুহাল্লা ৯/১৬৮ পৃঃ)*।

Contents

প্রশ্নঃ (৩৩/১৫৩)ঃ 'ছালাতে বান্দা তার প্রভুর সাথে চুপি চুপি কথা বলে'। কিন্তু কোন এক ছালাতে এক ছাহাবী রুকূ থেকে উঠার দো'আ সশব্দে পড়লে ৩০ জন ফেরেশতা তা আল্লাহ্‌র দরবারে পৌঁছানোর জন্য প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েন। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও এটাকে নিষেধ করেননি। প্রশ্ন হ'ল, কেউ যদি রুকূ থেকে উঠার দো'আ সরবে পড়ে তাহ'লে কি ঠিক হবে?

- প্রফেসর মোশাররফ
মাষ্টারপাড়া, কাটিয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ রুকূ থেকে উঠে নীরবে দো'আ পড়াই উত্তম *(ছহীহ বুখারী ১/৭৬; মিশকাত হা/৭১০)*। সরবে পড়ার প্রমাণে বলা হয় যে, জনৈক ছাহাবী রুকূ থেকে মাথা তুলে জোরে দো'আ পড়লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সালাম ফিরায়ে জিজ্ঞেস করলেন, ঐ কথাগুলো কে বলল? লোকটি বলল, আমি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমি ত্রিশের অধিক ফেরেশতাকে ছুটাছুটি করতে দেখলাম যে, ঐ কথা কে আগে লিখবে *(বুখারী, মিশকাত ৮২ পৃঃ 'ছালাত' অধ্যায়)*।

অত্র হাদীছটি প্রমাণ করে যে, ঐ ছাহাবী ব্যতীত নবী করীম (ছাঃ) সহ কোন ছাহাবী রুকূ থেকে উঠার দো'আটি সরবে পড়েননি। দ্বিতীয়তঃ উক্ত দো'আ পড়ার ব্যাপারে ঐ ছাহাবী ব্যতীত নবী করীম (ছাঃ)-এর আমল এবং ছাহাবীগণেরও আমল নেই। তৃতীয়তঃ দো'আর ফযীলতে ঐ হাদীছটি বর্ণিত, উচ্চ কণ্ঠে বলার জন্য নয়। অতএব উক্ত রুকু হ'তে উঠে সরবে দো'আ পড়ার চেয়ে নীরবে দো'আ পড়ার বিষয়টি বেশী শক্তিশালী। তাছাড়া রুকু থেকে উঠে যা পড়া হয় তা একটি দো'আ। আর দো'আর সাধারণ আদব হ'ল নীরবে পড়া। বিশেষ করে ছালাতের ভিতরে আল্লাহ্‌র সাথে মুনাজাত বা চুপি চুপি কথার ক্ষেত্রে বেশী প্রযোজ্য। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা তোমাদের প্রভুকে ডাক, বিনীতভাবে ও চুপে চুপে' *(আ'রাফ ৫৫)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/১৫৪)ঃ আমি এক বছর আগে আমার স্ত্রীকে কাযীর মাধ্যমে এক বৈঠকে তিন ত্বালাক দিই এবং চেয়ারম্যানকে সাক্ষী রেখে যাবতীয় পাওনা ও মোহরানা পরিশোধ করা হয়। বর্তমানে আমার স্ত্রী আমার সঙ্গে ঘর-সংসার করতে ইচ্ছুক। আমি কি তাকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করতে পারব? ছহীহ দলীলের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-গোলাম রব্বানী
ফার্মাসিস্ট, উপযেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স
পোরশা, নওগাঁ।

উত্তরঃ প্রশ্নের বিবরণ অনুযায়ী স্ত্রী এক তালাকপ্রাপ্তা হয়েছে। এমতাবস্থায় স্বামী তাকে সাধারণ বিবাহের মাধ্যমে ফেরত নিতে পারবে *(মুসলিম হা/১৪৭২-৭৩; আবুদাউদ হা/১৯২২; নাসাঈ হা/৩৪৩০; মিশকাত হা/৩২২৯;)*। উল্লেখ্য যে, ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বে ফিরিয়ে নিলে নতুন বিবাহের দরকার হ'ত না। আরো উল্লেখ্য যে, কোন কোন স্থানে হালালা বা হিল্লা করার নোংরা প্রথা সমাজে চালু আছে। এটি শরী'আতের দৃষ্টিতে পরিষ্কার হারাম। এটি জাহেলী প্রথা *(ছহীহ নাসাঈ হা/৩১৯৮; ছহীহ তিরমিযী হা/৮৯৩-৯৪; মিশকাত হা/৩২৯৬-৯৭)*। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যে তালাক দেওয়ার পর স্বামী স্ত্রীকে ফেরত নিতে পারে তা হচ্ছে দু'বার। অর্থাৎ দুই তহুরে দুই তালাক পর্যন্ত ফেরত নিতে পারে। তৃতীয় তালাকের পর ফেরত নেওয়া যাবে না' *(বাক্বারাহ ২২৯)*। তবে জানা আবশ্যক যে, 'তালাক' কোন খেল-তামাশার বস্তু নয়। স্ত্রীকে শাসন করার অন্য পন্থা বের করুন। 'একবার জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে এক সঙ্গে তিন তালাক দিয়েছে জানতে পেরে রাগে উঠে দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ্‌র কিতাব নিয়ে খেলা করা হচ্ছে? অথচ আমি তোমাদের মাঝে রয়েছি। তখন একজন দাঁড়িয়ে বলল, হে রাসূলুল্লাহ! আমি কি ওকে হত্যা করব না'? *(নাসাঈ, মিশকাত হা/৩২৯২; রাওযাতুন নাদিয়াহ, তাহক্বীক্ব আলবানী, ২/৪৭; হেদায়াতুর রুয়াত হা/৩২২৯, ৩/৩১৩ পৃঃ; মুহাল্লা, মাসআলা নং ১৯৪৫)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/১৫৫)ঃ 'দেশকে ভালবাসা ঈমানের অঙ্গ' উক্ত কথার সত্যতা জানতে চাই।

- আব্দুল্লাহ
পাঁচরুখী মাদরাসা
নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা।

উত্তরঃ উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি জাল বা মিথ্যা *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৩৬)*।

প্রশ্নঃ (৩৬/১৫৬)ঃ 'যে ব্যক্তি আলেমের তাক্বলীদ করবে (দলীল ছাড়া অন্ধ অনুসরণ করবে) সে নিরাপদে আল্লাহ্‌র নিকট মিলিত হবে'। উক্ত কথার সত্যতা জানতে চাই।

-আমীনুল ইসলাম
কোমর গ্রাম, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ উক্ত কথা মিথ্যা ও বানোয়াট। মূর্খ আলেমরা উক্ত কথা প্রচার করে থাকে। সাইয়েদ রশীদ রিযাকে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, এটা কোন হাদীছ নয় *(আল-মানার ৩৪/৭৫৯; সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৫১)*। বরং মুসলিম ব্যক্তি মাত্রই দলীলের ভিত্তিতে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে, কোন আলেম, পীর বা ইমামের অন্ধ তাক্বলীদ করবে না। কারণ ইসলামের নামে তাক্বলীদ বা অন্ধ অনুসরণ হারাম।

প্রশ্নঃ (৩৭/১৫৭)ঃ আমাদের এলাকার কতিপয় লোক ধান কাটার ২/৩ মাস পূর্বেই মণ প্রতি ১৫০ টাকা ধার্য করে তা ক্রয় করে নেয়। এভাবে ধান কাটার পূর্বে অল্প মূল্যে ক্রয় করা কি শরী'আত সম্মত?

- আব্দুল্লাহ
প্রভাষক, নিতপুর ফাযিল মাদরাসা
পোরশা, নওগাঁ।

উত্তরঃ উক্ত পদ্ধতি শরী'আত সম্মত। কারণ বিক্রিত বস্তুর পূর্ণ পরিচয় ও পরিমাণ ঠিক করে এবং তা হস্তান্তর করার সময় নির্দিষ্ট করে নিয়ে নির্দ্ধারিত মূল্যে বিক্রেতাকে অগ্রিম

দিয়ে দেওয়া হ'লে এরূপ কেনা-বেচাকে ইসলামী পরিভাষায় 'বাইয়ে সালাম' বা 'বাইয়ে সালাফ' বলে।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) যখন মদীনায় হিজরত করে এলেন, তখন মদীনাবাসীগণ এক বছর বা দু'বছর মেয়াদে 'বাইয়ে সালাফ' করতেন। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে বললেন, 'যারা 'বাইয়ে সালাফে'র ভিত্তিতে ফলের সওদা করবে তারা যেন তার ধার্যকৃত ওযন ও (কাঠা বা আড়ীর) মাপ এবং ধার্যকৃত সময়ের ভিত্তিতে তা করে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৮৩ 'সালাম ও রেহেন' অনুচ্ছেদ)*। তবে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় হ'ল, বিক্রেতার অভাবের তাড়নার সুযোগ নিয়ে যেন তার উপরে যুলুম না করা হয়।

প্রশ্নঃ (৩৮/১৫৮)ঃ 'মুরাক্বাবা' (مراقبة) কি? এটি কি কুরআন-হাদীছ সম্মত? নবী করীম (ছাঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদীন কি 'মুরাক্বাবা' করেছেন?

- আল-আমীন
তেরোখাদা, খুলনা।

উত্তরঃ শব্দটির আভিধানিক অর্থ পর্যবেক্ষণ করা, লক্ষ্য করা, পাহারাদারী করা ইত্যাদি। পারিভাষিক অর্থ কোন ব্যক্তির নির্জনে একাকী বসে আল্লাহ পাকের কোন আয়াত বা তাঁর সৃষ্টিজগত অথবা তাঁর নিদর্শনাবলীর গবেষণায় নিমজ্জিত থাকাকে 'মুরাক্বাবা' বলে *(লুগাতুল হাদীছ, পৃঃ ৮১১৩)*। মা'রেফতী অর্থে ছূফীদের আবিস্কৃত ছয় লতীফার বিশেষ পদ্ধতিতে যিকরের মাধ্যমে মানবাত্মাকে পরমাত্মার সাথে মিলিয়ে আল্লাহ্র অস্তিত্বে বিলীন হয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টাকে মুরাক্বাবা বলে। ইসলামে এরূপ মুরাক্বাবার কোন অস্তিত্ব নেই। এরূপ মুরাক্বাবা আমাদের প্রিয় নবী (ছাঃ) ও তাঁর কোন ছাহাবী কোনদিন করেননি। কাজেই ইবাদতের নামে এইরূপ বিদ'আতী পদ্ধতি অবশ্যই পরিত্যাজ্য *(দ্রঃ আত-তাহরীক, অক্টোবর '৯৯ প্রশ্নোত্তর ২৯/২৯)*।

প্রশ্নঃ (৩৯/১৫৯)ঃ 'ছালাত, ছিয়াম ও যিকিরকে আল্লাহ্র রাস্তায় খরচ করার উপরে ৭০০ গুণ নেকী বৃদ্ধি করা হয়' (আবুদাউদ হা/২৪৭৮ 'জিহাদ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৪)। 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় টাকা প্রেরণ করল এবং নিজে বাড়ীতে অবস্থান করল সে প্রত্যেক দিরহামের বিনিময়ে ৭০০ দিরহামের নেকি পেল। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করল এবং তার পথে খরচ করল সে প্রত্যেক দিরহামের বিনিময়ে ৭ লক্ষ নেকী পেল' (ইবনু মাজাহ হা/২৭৬১ 'জিহাদ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৪; মিশকাত হা/৩৮৫৭ 'জিহাদ' অধ্যায়)। উক্ত হাদীছ দু'টি কি ছহীহ? উক্ত দু'টি হাদীছ দ্বারা প্রচলিত তাবলীগ জামায়াতের লোকেরা যেকোন সৎ আমলের নেকী গুণ করে (৭০০×৭,০০০০০) ৪৯,০০০০০০০ (উনপঞ্চাশ কোটি) বলে প্রচার করে। উক্ত ফযীলতের হিসাবের সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

- মুরাদ বিন আমজাদ
খুলনা।

উত্তরঃ প্রথমতঃ উক্ত দু'টি হাদীছই যঈফ *(যঈফ আবুদাউদ হা/২৪৯৮; যঈফ ইবনু মাজাহ হা/২৭৬১; মিশকাত হা/৩৮৫৭-এর টীকা দ্রঃ)*। দ্বিতীয়তঃ দুই হাদীছে দুই রকম ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু একত্রিত করে গুণ করার এখতিয়ার কে দিল? প্রতি নেকীর বিনিময়ে উনপঞ্চাশ কোটি নেকী পেলে তো রাসূল (ছাঃ)ই বলে যেতেন। মনে হচ্ছে তারা নবীর চেয়ে উত্তম কিছু দিতে চায়। ইসলামী শরী'আতের নামে এরূপ নোংরা বাড়াবাড়ি মহা অন্যায়। এধরণের মিথ্যা বয়ান দিয়ে মূর্খ মানুষকে বাগে আনার অন্ধ অপচেষ্টা মাত্র। এ সমস্ত উদ্ভট ফযীলতের ধোঁকা থেকে বেঁচে থেকে ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক ফযীলতের আমল করতে হবে।

প্রশ্নঃ (৪০/১৬০)ঃ 'যে ব্যক্তি চল্লিশ দিনকে কেবল আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট করবে তার কথায় জ্ঞানের ধারা প্রবাহিত হবে' (আল-হাদীছ)। হাদীছটি কি ছহীহ?

- শামসুল হক
দুয়ার পাল, পোরশা, নওগাঁ।

উত্তরঃ হাদীছটি জাল। আবু নঈম তার হিলইয়াহ কিতাবে (৫/১৮৯) এটি বর্ণনা করেছেন *(কিতাবুল মাওযূ'আত ৩/১৪৪; সিলসিলা যঈফাহ হা/৩৮)*।